চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 263 Wednesday, 23 August, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২৬৩ সংখ্যা ✻ ৫ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া বেতন বৃদ্ধি নিয়ে অনেকদিন ধরে অভিভাবকদের একাংশ সরব। এ নিয়ে একাধিক পথ অবরোধও হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গোটা দেশ এখন প্রার্থনা করছে, যাতে চন্দ্রযান-৩ সফল ভাবে চাঁদের মাটি ছুতে পারে। সারা দেশের সঙ্গে ইসরোর সাফল্য কামনা করে কোচবিহারে হল মহাযজ্ঞ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

জিনস্ ও লেগিংস পরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারবেন না শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করে জানাল অসম সরকার। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ইতিহাসের ঠিক একধাপ আগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতের তরুণ দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ফিডে বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠে পড়েছেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'যাদবপুরের ঘটনা চোখ খুলে দিল'

র‍্যাগিং রুখতে হেল্পলাইন নম্বর চালু করে স্বীকার মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মৃত্যুর পর এবার আরও তৎপর রাজ্য। র‍্যাগিং রুখতে এবার ২৪ ঘণ্টার জন্য নতুন হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও পড়ুয়া র‍্যাগিং-এর শিকার হলে এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন। আজ, মঙ্গলবার পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক ছিল মমতার। সেই বৈঠকের মধ্যেই ওই নম্বর চালু করা হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। নম্বরটি হল ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮। ২২ আগস্ট অর্থাৎ আজ থেকেই ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলে দেওয়া হল ওই নম্বর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, র‍্যাগিং-এর ঘটনা ঘটলে দিনের যে কোনও সময় ওই নম্বরে ফোন করা যাবে। ফোন পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলায় জেলায় যে অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি আছে, তাদেরকে বিষয়টি জানানো হবে। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। যিনি অভিযোগ জানাবেন, তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে বলেও জানানো হয়েছে। গত ৯ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরই প্রকাশ্যে আসে র‍্যাগিং-এর অভিযোগ। শুধু একদিনের নয়, অভিযোগ উঠেছে দিনের পর দিন নবাগত পড়ুয়াদের নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হত। প্রশ্ন উঠেছে, র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে কি এতদিন কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? অন্যদিকে প্রথম থেকেই এই ঘটনার দায় এড়িয়েছে রাজ্য সরকার তথা শিক্ষামন্ত্রী। এমনকী রাজ্যপালকে ব্যর্থতার দায় নেওয়ার কথা বলেছেন ব্রাত্য বসু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন,

> ৬০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭০ হাজার করলাম।
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"বামেদের ছাত্র সংগঠন একজন ছেলেকে মেরে ফেলল।" মঙ্গলবারের সভা থেকে মমতা দাবি করেন, তিনি ছাত্রী থাকাকালীন এত র‍্যাগিং-এর ঘটনা ঘটত না। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "অ্যান্টি র‍্যাগিং টোল ফ্রি নম্বর করা হচ্ছে। এটা লালবাজারে করা হচ্ছে। যাদবপুরের ঘটনা যা দেখলাম আমাদের, চোখ খুলে গেল। অনেক সময় হয়তো এই ঘটনা ঘটে। ভয়ে অনেক জানায় না। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়, কোনও কলেজে কারওর উপরে কোনও ধরনের র‍্যাগিং হলে আপনাদের নম্বর যাতে কেউ না পায়, পুলিশকে বলব তা নিশ্চিত করতে। অনেক জায়গাতেই এই অত্যাচার হয়। আমাদের সময় এ সব ছিল না। এখন দেখছি এইসব বেড়েছে। যত দেশটার উন্নয়ন হচ্ছে, তত অধঃপতনও হচ্ছে।" গতবছর প্রতিটি পুজো কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও ১০ হাজার টাকা অনুদান বাড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন। এই বছর দুর্গাপুজোর কমিটিগুলি অনুদান পাবে ৭০ হাজার টাকা করে। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিকে প্রতি বছরই আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শুরু হয়েছিল পুজো কমিটি পিছু ২৫ হাজার টাকা করে। কোভিডকালে তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। তারপর বেড়ে হয় ৬০ হাজার টাকা। আর এবার দুর্গা পুজোর কমিটিগুলির জন্য আরও ১০ হাজার টাকা 'শারদীয়' অনুদান বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বৈঠকে বিগত বছরগুলিতে কীভাবে রাজ্য সরকার পুজোর অনুদান বাড়িয়েছে, সেই হিসেব তুলে ধরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এবার তাহলে ওটা অর্ধেক করে দিই?" বলে নিজেই কিছুটা হেসে ফেলেন মমতা। তারপর বলেন, "সরকারের কিন্তু একদম টাকা নেই। যখন প্রয়োজন হবে সাহায্য করবেন তো?" এরপরই ঘোষণা করলেন, "৬০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭০ হাজার করলাম।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও বলেন, "এমন নয় যে আমরা টাকা দিয়ে ক্লাবগুলিকে কিনে নিচ্ছি। তা নয়। আমাদের টাকা কম। টাকা নেই।" পুজো কমিটিগুলির জন্য অনুদানের অঙ্ক বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যুতের বিলের ক্ষেত্রেও আরও ছাড়ের কথা ঘোষণা করলেন মমতা। সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগম উভয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বছর পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুতের বিলের এক চতুর্থাংশ দিতে হবে। আগে যা দিতে হত দুই তৃতীয়াংশ। বিদ্যুতের বিলে বাড়তি ছাড়ের কথা ঘোষণা করে মমতা বললেন, "আর বাদ বাকি তো নো ট্যাক্স। আপনাদের বিজ্ঞাপণের ট্যাক্সও দিতে হয় না। দমকলও ফ্রি। সবটাই ফ্রি। দমকলের অনুমতিও ফ্রি। সেটাও উঠে গিয়েছে। কোনওকিছু দিতে হবে না। আপনারা সুন্দর করে, ভাল করে পুজো করুন।"

এবার নির্বাচন কমিশনের ন্যাশনাল আইকন হচ্ছেন সচিন তেন্ডুলকর

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্টঃ এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের 'ন্যাশনাল আইকন' করা হচ্ছে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরকে। কিংবদন্তী ক্রিকেটারের সঙ্গে আগামিকাল (বুধবার) একটি মৌ চুক্তি সই করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী তিন বছরের জন্য সচিনকে ন্যাশনাল আইকন করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভারতীয় ক্রিকেটে তথা বিশ্ব ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকরের অবদান অনস্বীকার্য। গোটা দেশের ক্রিকেট ভক্তরা তাঁকে ভগবান-সম মানেন। আর এবার সচিনের সেই জনপ্রিয়তাকেই ব্যবহার করতে চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মূলত শহরাঞ্চলের ভোটারদের ও যুব সমাজকে ভোটদানের প্রতি আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, শহরাঞ্চলের

ক্ষেত্রে ভোটদানের হার অনেকটাই কম। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন ভোটের পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট। একইসঙ্গে যুব সমাজেরও একটি অংশের মধ্যে একই ছবি। সেই পরিসংখ্যানেই এবার বদল আনতে সচিন তেন্ডুলকরের সাহায্য নিতে চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শহরাঞ্চল ও যুব ভোটারদের ভোটদানে আগ্রহী করে তুলতে সচিনকে ন্যাশনাল আইকন করছে কমিশন। আগামিকাল রাজধানী দিল্লির রঙ্গভবনে এই মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। সামনেই দেশে লোকসভা নির্বাচন। হাতে আর বেশি সময়ও নেই। সঠিক সময়ে ভোট হলে হাতে বাকি আর ৭-৮ মাস। সচিনকে ন্যাশনাল আইকন করা হলে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণ আরও বাড়বে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল আইকন-এর ধারণা জাতীয় নির্বাচন কমিশনে নতুন কিছু নয়। এর আগে ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকন ছিলেন অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের অভিযোগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। এবার এই একই বিষয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাজেশ দাসের দাবি, ইউজিসির আইনে অন্তর্বর্তী ভিসি করার কোনও নিয়ম নেই। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য করা গেলেও তাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা দফতরের অনুমতি নিতে হয় এক্ষেত্রে। অথচ বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১৩ জন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে। যারা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। মামলাকারীর অভিযোগ, ইউজিসির নিয়ম ভেঙে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। এদিন এজলাসে মামলাকারীর আইনজীবীর প্রশ্ন, ভিসি হিসেবে যখন ক্ষমতায় নেই তাহলে কীভাবে বৈঠক ডাকা, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন নব নিযুক্ত অন্তর্বর্তী ভিসি-রা? প্রধান বিচারপতির পপর্যবেক্ষণ, যেহেতু এই সংক্রান্ত মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন ফলে তার নিষ্পত্তি হলে এই মামলা শুনবেন তিনি।

বাড়ির মেঝে ফেটে উঠে আসছে ভূগর্ভস্থ জল! নয়া সংকটে ঋষিকেশ

ঋষিকেশ, ২২ আগস্টঃ চলতি বছরের শুরুতে উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠে একের পর এক বাড়ির দেওয়ালে চিড় ধরতে দেখা গিয়েছিল। দলে দলে মানুষ নিজ নিজ ভিটেবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গিয়েছিল, ধীরে ধীরে মাটি বসে যাচ্ছে যোশী মঠের। এবার প্রায় একই রকমের উদ্বেগ তৈরি হল ঋষিকেশের আপার গঙ্গানগর এলাকায়। গত সপ্তাহান্তের ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পর, এই এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ির মেঝে ফেটে ভূগর্ভস্থ জল উঠে আসছে বলে অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। শুধু আপার গঙ্গানগর এলাকাতেই নয়, একই রকমের অভিযোগ করেছেন দেরাদুনের ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাইওয়ালা এলাকার বাসিন্দারাও। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আপার গঙ্গানগর এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সোমবার আচমকাই তাঁদের বাড়ির মেঝেতে ফাটল ধরে। সেই ফাটল থেকে জল উঠে আসতে থাকে। সেই জল বৃষ্টির জল বা বন্যার জলের মতো নোংরা নয়, একেবারে স্বচ্ছ পরিষ্কার জল। ভূগর্ভ থেকেই এই জল উঠে আসছে বলে সন্দেহ করছেন তাঁরা। এর জেরে তাদের বাড়ির ভিত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। আপার গঙ্গানগর এবং রাইওয়ালা-দুটি এলাকই গঙ্গার তীরবর্তী। কাজেই এমনিতেই এই এলাকাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর উঁচু থাকে। গত কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে সেই জলস্তর আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আর তাই সেই জল বাড়ির মেঝে ফেটে উঠে আসছে। তবে বিশেষজ্ঞরা এই পরিস্থিতির জন্য অপরিকল্পিত নগরায়নকেই দায়ী করছেন। উত্তরাখণ্ডের মধ্য দিয়ে দুটি বড় নদী গিয়েছে- গঙ্গা এবং যমুনা। এই দুই নদীর অববাহিকাতেই ধারাবাহিকভাবে নির্মাণ হয় চলেছে। আগে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে, সেই জল এই দুই নদী ও তাদের শাখা এবং জলাভূমিগুলির মধ্য দিয়ে চলে যেত। কিন্তু, অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণের ফলে, এই অতিরিক্ত জল এখন বের হওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। দেরাদুনের পরিবেশবিদ রেনু পালের মতে, জলের স্বাভাবিক পথ অবরোধ করছে যে নির্মাণগুলি, সেগুলি না সরালে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হবে। ঋষিকেশের মহকুমা শাসক যোগেশ মিশ্র জানিয়েছেন, জমে থাকা জল দূর করতে পুরো মহকুমা এলাকায় ১৬টি পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরও পাম্প দাবি করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি, তাদের চিকিৎসা সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। জল জমা এবং ভূগর্ভস্থ জল উঠে আসার সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য, পুরো এলাকার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাও করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা জানার চেষ্টা করা হবে।

বিবস্ত্র করে র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ পুলিশের হাতে, যাদবপুরকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ যাদবপুরকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। মেন হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এবার আরও জোরাল র‍্যাগিং-এর তত্ত্ব। পুলিশ সূত্রে খবর, র‍্যাগিং যে হয়েছিল, সেই বিষয়ে পুলিশ পুরোপুরি নিশ্চিত। ওই পড়ুয়াকে যে বিবস্ত্র করে র‍্যাগিং করা হয়েছিল, সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সেই মতো আলাদা করে র‍্যাগিং-এর ধারা যুক্ত করতে চাইছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত পুলিশ সূত্র মারফত যা খবর, র‍্যাগিং বিরোধী আইনের ৪ নম্বর ধারা যোগ করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হতে পারে পুলিশের তরফে। সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, ঘটনার সময়ে ওই ১২ জন পড়ুয়াই হস্টেলে উপস্থিত ছিল বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়ার

মৃত্যুর পিছনে ধৃতদের কার কতটা ভূমিকা ছিল, সেই সব দিক খতিয়ে দেখছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা। পুলিশের দাবি, ধৃতদের প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল ঘটনার নেপথ্যে। সেই সূত্র ধরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মঙ্গলবার দ্বিতীয়বার মেন হস্টেলের রাঁধুনিকে ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা বিষয়টি আরও বিশদে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে যখন ওই রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তখন তিনি বয়ানে জানিয়েছিলেন প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা হস্টেলে নতুন এলে তাঁদের উপর বিভিন্ন রকমের অত্যাচার চালাতেন সিনিয়ররা। সেই বয়ানের প্রেক্ষিতেই এদিন ফের ডাকা হয়েছে রাঁধুনিকে। তদন্তকারী অফিসাররা মনে করছেন, রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশ কিছু তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে ধৃত ১২ জন ছাড়া এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে, সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল, তা নিয়ে আরও খুঁটিনাটি বুঝে নিতে চাইছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

যাদবপুর-কাণ্ডে সৌরভই কিংপিন, শুনানির পরে অভিযুক্তদের ফের পুলিশি হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে ফের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। এদিন আদালতে সওয়াল করার সময় সরকারি আইনজীবী এই ঘটনায় বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় কিংপিন হলেন সৌরভ চৌধুরীই! গত ৯ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের এ২ ব্লকের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার। যা নিয়ে তোলপাড় গোটা ক্যাম্পাস। মৃতের পরিবার, থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে উঠে আসে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। এই ঘটনার পিছনে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল। সূত্রের খবর ছিল, মৃত্যুর আগে ওই পড়ুয়াকে র‍্যাগিংয়ের করা হয়। মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। পুলিশও তদন্তে এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু তথ্য হাতে পেয়েছে। এই ঘটনায় প্রথমেই সৌরভ চৌধুরী নামে এক প্রাক্তনীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর মনোতোষ ঘোষ, দীপশেখর দত্ত সহ মোট ১৩ জনকে

গ্রেফতার করেছে। তাঁদের মধ্যে সৌরভ, মনোতোষ, দীপশেখরকে পুলিশ হেফাজত শেষে আদালতে তোলা হয়। শুনানিতে সরকারি আইনজীবী বিস্ফোরক দাবি করেন। তিনি বলেন, এই ঘটনায় কিংপিন সৌরভই। তাঁকে বাঁচাতে ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনা করতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও খোলা হয়েছিল। সেই গ্রুপেই আলোচনা চলে। এদিন আদালতের পুলিশ, ধৃতদের ফের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। ধৃতদের আইনজীবীরা আদালতে জানান, তাঁদের মক্কেলদের পরিকল্পনা করে ফাঁসানো হচ্ছে। তাঁরা নির্দোষ। তাঁদের জামিন দেওয়া হোক। যদিও বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। এদিন আদালতে প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে কোর্ট লক আপে ঢোকার সময় সাংবাদিকদের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সৌরভ চৌধুরী বলেন, "আমি নির্দোষ। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।" বলে রাখি, এর আগেও একই দাবি করেছিলেন সৌরভ। এমনকী ওই রাতে কোনও র‍্যাগিং হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। ওদিকে মঙ্গলবার আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং প্রতিরোধী আইনের ৪ নম্বর ধারা যোগ করতে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

'যাদবপুরে রাতের অন্ধকারে মাদক পাচার হত', বিধানসভায় বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ যাদবপুরের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার উত্তাল হল বিধানসভা। বিজেপির তরফে এদিন বিধানসভায় যাদবপুর ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে বক্তব্য রাখার সময়, যাদবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে ঝাঁঝালো ভাষায় রাজ্যকে বিঁধলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যাদবপুরের ভিতরে রাতের অন্ধকারে মাদক পাচার চক্রের রমরমা হয়ে উঠেছিল বলে বিধানসভায় দাবি শুভেন্দুর। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানা কোনও পদক্ষেপ করেনি। এদিন বিরোধী দলনেতা বিধানসভায় বলেন, "ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য স্তম্ভিত। মাদক পাচার চক্রের অবাধ বিচরণ ছিল বলে অভিযোগ। ঢিল ছোড়া দূরত্বে থানা। কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। র‍্যাগিং করেছে সিনিয়ররা হস্টেল দখল করে রাখত। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য হৃদয়বিদারক। এটা নতুন নয়। ওখানে এক ধরনের উগ্র বাম মানসিকতার সংগঠনের ছাত্র আছে, যারা দেশ বিরোধী কথা বলে মাঝে মাঝে।" উল্লেখ্য, যাদবপুরের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু ঘিরে তোলপাড় হচ্ছে গোটা রাজ্য। অভিযোগ উঠছে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আনাগোনার। ডিপার্টমেন্টের বাইরে মদের বোতল পড়ে থাকার দৃশ্য ধরা পড়েছে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায়। আর এসবের মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠকে বসে রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু ঘোষণা করেন, মাদক ও সুরা নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার বিধানসভার ভিতরেও উঠল, যাদবপুরের অন্দরে 'মাদক তত্ত্বের' অভিযোগ। যাদবপুরের এই পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার কী ভাবছে, তা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে বিধানসভায় প্রশ্ন করেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর প্রশ্নের জবাবে বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুরের পরিস্থিতির জন্য রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের দিকেই দায় ঠেলেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশিকা পাঠাতে পারে। কিন্তু তা কার্যকর করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। ব্রাত্যর বক্তব্য, আগে যিনি উপাচার্য ছিলেন, তিনিও রাজ্যপাল নিযুক্ত। আর এখন সম্প্রতি যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনিও রাজ্যপাল মনোনীত। অন্যদিকে মাদক নিয়ে শুভেন্দু যে অভিযোগ তুলছেন, তা নিয়েও জবাব দেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, "মাদক চক্র চললে, তার জন্য আছে নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো।"

মমতা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প থেকে এ রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হয়, এমন অভিযোগ বারবার তুলেছে গেরুয়া শিবির। আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্পও চালু করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে। তবে, এবার আর কথায় আক্রমণ নয়, সোজা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে কেন বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন তিনি। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, কেন্দ্রের নরেনন্দ্র মোদি সরকারের প্রকল্পের সুবিধা যাতে মানুষ না পায়, তার জন্য কেন্দ্রের তৈরি করা কমন সার্ভিস সেন্টার বা সিএসসি পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। তাঁর মামলা গৃহীত হয়েছে মঙ্গলবার। আগামী সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে গিয়ে মামলা দায়ের করেন সুকান্ত। তিনি দাবি করেন, ২০২০ সালেই ও কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে খোলা হয়েছে বাংলা সেবা কেন্দ্র। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার কমন সার্ভিস সেন্টার এ কারণেই খুলেছিল যাতে মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। পঞ্চায়েত স্তরে এই সিএসসি-গুলি চালু করা হয়েছিল। এই সব কেন্দ্রগুলি থেকে সুবিধা পেতেন মূলত প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষেরা। আয়ুষ্মান ভারত, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে, কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে, সেই সব তথ্য মিলত সহজেই।

ইউনিয়নের দখল নিয়ে রণক্ষেত্র দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ, যুযুধান মন্ত্রী ও বিধায়কের অনুগামীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে তুমুল গণ্ডগোল দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের অনুগামীদের সঙ্গে যাদবপুরের বিধায়ক তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের ছেলে এবং তাঁর সঙ্গীদের বিবাদ চলছিল। মূলত, ইউনিয়নের ক্ষমতা দখলদারি নিয়ে অশান্তি চলছিল। দুদিন আগেও ব্যাপক মারপিটে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। সেই সময় আক্রান্ত হন দেবব্রত মজুমদারের ছেলে। মঙ্গলবার ফের দু'পক্ষের মারপিটে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গড়িয়া মোড়। জানা গিয়েছে, মারপিটের ঘটনায় দু'পক্ষেরই ছাত্ররা গুরুতর জখম হয়েছেন। কারোর চোখে আঘাত লেগেছে, কারোর কাঁধে। অরূপ বিশ্বাসের অনুগামীদের দাবি, দেবব্রত মজুমদারের ছেলে আজ তাঁর দলবল নিয়ে এসে প্রথমে হামলা চালান। পরবর্তীকালে প্রতিরোধের সময় পাল্টা হামলা চলে। এইভাবেই দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। যার জেরে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যায়। গড়িয়া মোড় যেখানে পাঁচ নম্বর ও ছ নম্বর বাসস্ট্যান্ড রয়েছে সেখানের নিত্যযাত্রীরা এই মারামারির জেরে অসুবিধায় পড়েন। তবে দখলদারির রাজনীতিতে কেন বারংবার রক্তাক্ত হচ্ছে বাংলার কলেজগুলো সেই বিষয়ে উঠছে প্রশ্ন। এই বিষয়ে অরূপ বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ কোহিনুর মজুমদারদের দাবি, দেবব্রতবাবুর পুত্র দেবার্ক এই কলেজের প্রাক্তনী। তাঁরা দীর্ঘদিন বহিরাগত হলেও দাদাগিরি করেন। শুধু তাই নয় চলে র‍্যাগিংও। অপরদিকে, দেবার্কদের দাবি, কোহিনুরাই তাদের উপর অত্যাচার করে। এক মহিলাকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। যদিও, বিধায়ক পুত্র দেবার্ক নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করবেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২২ আগস্ট ঃ আমেরিকার ২০২০ সালের নির্বাচনে ফলাফল পরিবর্তনের চেষ্টার অভিযোগে দেশটির জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে দায়ের করা মামলায় আত্মসমর্পণ করবেন আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প । জানা গেছে আগামী বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। তার আগে ট্রাম্প জানান, আমি আগামী বৃহস্পতিবার আটলান্টায় গ্রেফতার হতে যাচ্ছি।গত সপ্তাহেই ট্রাম্পকে অভিযুক্তের তকমা দেয় জর্জিয়ার আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে ফোন করে ফলাফল পালটানোর নির্দেশ দেন ট্রাম্প। এই ঘটনার ঠিক চারদিন পরেই জো বাইডেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তাণ্ডব চালায় ট্রাম্পের অনুগামীরা। সবমিলিয়ে মোট ১৯ জনকে অভিযুক্তের তালিকায় রাখা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন কর্মী থেকে শুরু করে ট্রাম্পের আইনজীবীরাও। এই মামলাতেই বৃহস্পতিবার আটলান্টায় আদালতে হাজিরা দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে এই কথা জানিয়েছেন তিনি। সাফ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার আমি জর্জিয়ার আটলান্টা আদালতে যাব, গ্রেফতার হতে। এর আগে আত্মসমর্পণের জন্য ট্রাম্পকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল জর্জিয়ার আদালত। প্রসঙ্গত, আগামী বুধবারই রিপাবলিকানদের প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন ট্রাম্প।নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে আগেও ওয়াশিংটন আদালতে অভিযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাম্প। দেশকে প্রতারণা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া, অধিকার ভঙ্গের মতো অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তবে আদালতে হাজিরা দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি নির্দোষ। এছা।াও পর্নস্টারকে ঘুষ দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিজের বাসভবনে সরিয়ে ফেলার মতো অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

কেবল কারের তার ছিঁড়ে বিপত্তি পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২২ আগস্ট ঃ পাকিস্তানে কেবল কারের তার ছিঁড়ে মাঝ আকাশে আটকে প।ল ছয় স্কুল পড়ুয়া সহ আটজন। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পার্বত্য এলাকায় মঙ্গলবারের এই দুর্ঘটনায় মাটি থেকে অন্তত ১২০০ ফুট উঁচুতে ঝুলছে এই কেবল কারটি। স্থানীয় সময় সকাল সাতটা নাগাদ কেবল কারটি তার ছিঁড়ে ঝুলে যায়। তারপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও আটকে পড়া স্কুলপড়ুয়াদের উদ্ধার করা যায়নি।জানা গিয়েছে, ওই কেবল কারে চেপেই নিয়মিত স্কুলে যায় পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ আচমকাই কেবল কারের সংযোগ রক্ষাকারী একটি তার ছিঁড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনকভাবে

চন্দ্রযান-৩ নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়ঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২২ আগস্ট ঃ ভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-৩ চাঁদে পা রাখার অপেক্ষায়। এই চন্দ্রযান-৩ নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানালেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) নেতা সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, চন্দ্রযান-৩ দেশের জন্য খুব বড় বিষয়। এটি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। বছরের পর বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা সমস্ত প্রশংসার দাবিদার... কংগ্রেস অথবা বিজেপি সরকার হোক, আমাদের দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের সমর্থন করা।এদিকে, চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য কামনায় মঙ্গলবার দেশের রাজ্যে মানুষজন হবন ও পূজার্চনা করেছেন। চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে অবতরণের জন্য প্রয়াগরাজের শ্রী মঠ বাঘামবাড়ি গাদ্দিতে হবন করা হয়। বারাণসীর কামাখ্যা মন্দিরেও হবন-এর আয়োজন করা হয়। উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, আমি দেশের নাগরিকদের এবং চন্দ্রযান-৩ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বুধে চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে চলেছে ল্যান্ডার বিক্রম, নির্বিঘ্নেই সবটা সম্পন্ন করতে চায় ইসরো

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট ঃদীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর এবার ল্যান্ডিংয়ের অপেক্ষা ইসরোর চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। বুধবার, ২৩ আগস্ট, সন্ধ্যে ৬.০৪ মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠের অন্ধকারাচ্ছন্ন দক্ষিণ মেরুতে অবতরন করার কথা বিক্রমের। অন্তিম সময়ের সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করতে চাইছে ইসরো। চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছিল আগেই। সফল ভাবে চন্দ্রযান-৩ থেকে রোভার প্রজ্ঞানকে

নিয়ে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে ল্যান্ডার বিক্রমেরও। এই পরিস্থিতিতে চার বছর আগে চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থ অভিযানে ব্যবহৃত অরবিটরের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করে ফেলেছে চন্দ্রযান-৩।২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ল্যান্ডার ‘ চাঁদের পিঠে নামাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ইসরো-র চন্দ্রযান-২ মহাকাশযান। সেই অভিযানে পাঠানো অরবিটরটি এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাই এ বারের অভিযানে ইসরো আর কোনও অরবিটার পাঠায়নি চাঁদের কক্ষপথে। চাঁদের মাটিতে নামতে কক্ষপথে থাকা চন্দ্রযান-২ এর অরবিটারেরই সাহায্য নেবে এ বার চন্দ্রযান-৩ এর সঙ্গে যাওয়া ল্যান্ডার আর তার ভিতরে থাকা রোভার। চাঁদের মাটিতে নেমে গবেষণা চালাবে দু’সপ্তাহ। ইসরো জানিয়েছে, তাঁদের ওয়েবসাইট, ইসরোর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ এবং ডিডি ন্যাশনালে বুধবার বিকেল ৫.২৭ মিনিট থেকে দেশবাসী ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযান সরাসরি দেখতে পাবেন।

শিমলা সহ ১০টি জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা

শিমলা, ২২ আগস্ট ঃ শিমলা সহ ১০টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের দরুণ কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।হিমাচল প্রদেশে আবারও ভয়াবহ আবহাওয়া. পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ এলাকা মেঘলা রয়েছে। শিমলা সহ ১০টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।শিমলার মৌসম ভবনের নির্দেশক সুরেন্দ্র পাল জানিয়েছেন, মৌসুমী বায়ু. সক্রিয় হওয়ার কারণে আগামী তিনদিন ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, ২৩ ও ২৪ আগস্ট ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং ২৫ আগস্ট হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর আগামী তিন দিন এই জেলাগুলিতে ভূমিধসের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। স্থানীয় মানুষজনকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সতর্ক থাকতে বলেছে। জনসাধারণ ও পর্যটকদের ভূমিধস প্রবণ এলাকা এবং নদী-নালার তীর

টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,২২আগষ্টঃচন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টি’ফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে। অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায়। অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বঃটন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী কমিটির রিপোর্টে ইতিমধ্যেই র‍্যাগিং তত্ত্ব উঠে এসেছে

কলকাতা,২২আগষ্টঃ-যাদবপুর কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় প্রথমে গ্রেফতার করা হয়েছিল যাদবপুরের পড়ুয়া সৌরভ চৌধুরী নামে এক যুবককে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক অসঙ্গতি মিলেছে বলে সূত্রের খবর। এদিন ধৃত সৌরভ-সহ আরেক অভিযুক্তকে জেরা করেছিলেন খোদ কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। কমিশনারের ঘরে এদিন বিকালে জেরা করা হয় দুই অভিযুক্তকে। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গত গ্রেফতার করা হল আরও তিনজনকে। ধৃতদের মধ্যে দু’জন প্রাক্তনী এবং একজন বর্তমান ছাত্র রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল । পড়ুয়া মৃত্যুর এই ঘটনায় প্রথমে একজন, তারপরে ২ জন এবং সম্প্রতি ৬ জনকে একসঙ্গে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার আরও তিনজন গ্রেফতার হওয়ায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২। গত শুক্রবার তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী কমিটির রিপোর্টে ইতিমধ্যেই র‍্যাগিং তত্ত্ব উঠে এসেছে। এরপর থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে! হস্টেলের ভিতরে ভয়ঙ্কর সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা শুরু করেছে পুলিশ। বরাবরই এই পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেশার আখড়া বলে কটাক্ষ করা হয়। ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় যখন চারিদিকে শোরগোল, তখনও যাদবপুরের ক্যাম্পাসে নেশা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিতর্কে ঘি ঢালেন এক ছাত্রী।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের নিকটবর্তী পুকুরে মদের বোতল উদ্ধার হয়েছিল এই ঘটনার মাঝেই। হস্টেলের তিন তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় সাড়ে সতেরো বছরের এক পড়ুয়ার। সেই হস্টেলের কম্পাউন্ডের ভিতরে থাকা পুকুরের যততত্র-সর্বত্র এখনও পড়ে রয়েছে মদের বোতল। তারই মধ্যে এক ছাত্রী দাবি করেন, ‘ অনেককেই বলতে শুনেছি, ক্যাম্পাসে এতো বিয়ারের বোতল কেন? যাঁরা এসব বলছেন, আমি নিশ্চিত তাঁরা নিজেরাও মদ্যপান করেন। তাঁরা নিজেদের ঘরে করেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি বলে মনে করি। তাইআমাদের অধিকার রয়েছে যে আমরা চাইলে ক্যাম্পাসে মদ্যপান বা ধূমপান করতে পারি।’নিন্দার ঝড় ওঠে শিক্ষামহলে। সোশিওলজি বিভাগের ছাত্রী শ্রীজাতা বাগচি নিজেকে আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সদস্য (আফসু) বলে দাবি করেন। জানা গিয়েছে, তিনি ইনকেলাবি স্টুডেন্ট ইউনিটির সদস্য।সংগঠনটি যাদবপুরে ‘ নামে পরিচিত। যদিও পরে অবশ্য নিজের বক্তব্যের জন্য সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছেন ওই ছাত্রী।সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ক্ষমা চেয়েছেন শ্রীজাতা। তিনি লিখেছেন,’সংবাদমাধ্যমে করা আমার বিভিন্ন মন্তব্য এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু আমি কলা বিভাগ ছাত্র সংসদের প্রতিনিধি, তাই আমার ব্যক্তিগত মতামত দূরে সরিয়ে রেখে মদ্যপান ও ধূমপান নিয়ে করা আমরা মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছি।’ সিসিটিভি বসানো প্রসঙ্গ তাঁর বক্তব্য, ‘ এখনও বিশ্বাস করি আমাদের ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের খুব একটা লাভ হবে না।’ অন্যদিকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আবাসিক পড়য়া এর বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্তের উপনীত হযেছে!এবার প্রথম বর্ষের আবাসিক পড়ুযাদের বিরুদ্ধেও কড়া মনোভাব যাদবপুরের। প্রথম বর্ষের কোনও আবাসিক পড়ুয়া হস্টেলে ‘ হিসাবে কোনও প্রাক্তনীকে বা বহিরাগতকে রাখলে সেই প্রথম বর্ষের পড়য়ার বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালযের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির নজরেও এসেছে এই বিষয়টি। তারপরেই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আবেদন জানানো হয়। অবশেষে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হস্টেলগুলিকে এই বিষয় সম্পর্কে জানানো হযেছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর। এই ঘটনার পরেও অনেক প্রাক্তনী বা বহিরাগতরাই দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের গেস্ট হিসাবেও থাকছে বলে নজরে এসেছে বিশ্ববিদ্যায়লের। তাই শুধু প্রথম বর্ষের পড়ুয়া নয়, যেকোনও আবাসিক পড়ুয়ার গেস্ট হিসাবে কোন প্রাক্তনী বা বহিরাগত থাকলেই সেই আবাসিকের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ নেবে যাদবপুর। জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে আসেন। কিন্তু, তাঁদের অনেককেই জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে। সেই সমস্যার সমাধান করতে গোটা হোস্টেল কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের পথে হাঁটেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।সেই পুনর্বিন্যাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবেই এবার স্টাফ কোযার্টারকেও কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের থাকার উপযুক্ত করা যায়.সেই ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্রের খবর, স্থায়ী কর্মীদের জন্য এই কোযার্টার বরাদ্দ থাকলেও, অস্থায়ী কর্মীরা অনেকেই কোনও কোনও স্থায়ী কর্মীর নামে বরাদ্দ কোয়ার্টারে থাকেন।রবিবার এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রেজিস্ট্রার নিজে পরিদর্শন করেন এই কোয়ার্টার। যাঁরা রযেছেন, তাঁরা কারা, তাঁরা কাকে ভাড়া দেন সেই প্রশ্নও করেন আবাসিকদের। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে হস্টেলের পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোর হেমন্তের, ২৯ আগস্ট ধানবাদে যুবকদের হাতে তুলে দেবেন নিয়োগপত্র

রাঁচী, ২২ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন আগামী ২৯ আগস্ট একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুবকদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। স্পোর্টস স্টেডিয়াম আট লেন রোডের ধানবাদে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি সোরেন চাইবাসায় নিয়োগপত্র দেওয়ার পর এখন তিনি ধানবাদে যুবকদের নিয়োগপত্র দেবেন।এই কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়। এই চিঠিতে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। ২৯ আগস্ট প্রায় ১০ হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে বলেও সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। নিয়োগপত্র বিতরণের এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র ধানবাদে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু উত্তর ছোটনাগপুরের সব জেলার যুবকরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন।শ্রম কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ এই নিয়োগপত্র প্রদানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। ইদানিংকালে হেমন্ত সোরেন ক্রমাগত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। হাজারিবাগ, কোডারমা, গিরিডিহ, ধানবাদ, বোকারো, চাতরা, রামগড় জেলার যুবকরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে।

জম্মু থেকে অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশে ৯০৩ তীর্থযাত্রীর পঞ্চম ব্যাচ রওনা হয়েছে

জম্মু, ২২ আগস্ট ঃ জম্মু থেকে অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশে ৯০৩ তীর্থযাত্রীর পঞ্চম ব্যাচ মঙ্গলবার রওনা হয়েছে। পুঞ্চ-ভিত্তিক অমরনাথ যাত্রার পঞ্চম ব্যাচ মঙ্গলবার জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দেয়। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই যাত্রা শুরু হয় বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। মোট ৯০৩ জন তীর্থযাত্রী ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে ২০টি গাড়িতে করে এদিন সকালে পুঞ্চের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ৬২৮ জন পুরুষ, ২৭০ জন মহিলা এবং ৫ জন শিশু

দেহরাদূন-সহ উত্তরাখণ্ডের নানা অংশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জেলা প্রশাসনও সতর্ক

দেহরাদূন, ২২ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডে আবারও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত গাড়োয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চলের সব জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একই সময়ে দেহরাদূন, পাউরি, তেহেরি, বাগেশ্বর, চম্পাবত, নৈনিতালে জারি রয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। রাজ্যের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা রয়েছে।উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন, পাউরি, তেহেরি, বাগেশ্বর, চম্পাবত, নৈনিতাল ও উধমসিংনগরে ভারী বৃষ্টির শঙ্কায় ইতিমধ্যেই সতর্কতা অবলম্বন করেছে প্রতিটি জেলা প্রশাসন। এদিকে, উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় পুরুসাদির মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক-৫৮ চামোলি। জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পুরুসাদিতে প্রায় আড়াইশ মিটার অংশ তলিয়ে গেছে। পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

বিরোধীদের ’ইন্ডিয়া’ জোট নিয়ে চিন্তিত নন রামদাস

নাগপুর, ২২ আগস্ট ঃ বিরোধীদের ’ইন্ডিয়া’ জোট নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট রামদাস আটওয়ালে। তাঁর মতে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জিতবে এবং ৩৫০-এর বেশি আসনে জিতবে এনডিএ। মঙ্গলবার সকালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামদাস আটওয়ালে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে (ইন্ডিয়া জোট) দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রতিটি দলের (ইন্ডিয়া জোটের) নেতা প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।এরপরই রামদাস আটওয়ালে যোগ করেছেন, আমাদের কোনও চিন্তা নেই। বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব এতটাই শক্তিশালী যে ২০২৪-এ জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা ৩৫০টিরও বেশি আসন জিতব।

হাজার বছর ধরে ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মহাভারতের শমী বৃক্ষ সংরক্ষণ করেন হাতিডোবা গ্রামের মানুষ

দক্ষিণ দিনাজপুর,২২আগষ্টঃচলুন আজ ঘুরে আসি মহাভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দক্ষিণ দিনাজপুরে। জেলার পর্যটন কেন্দ্র গুলির মধ্যে অন্যতম হরিরামপুর ব্লকের হাতিডোবা গ্রাম। এই গ্রামেই রয়েছে মহাভারতে উল্লেখিত কয়েকহাজার বছরের পুরোনো শমী বৃক্ষ।মহাভারতের ইতিহাসে বর্ণিত সেই শমী বৃক্ষ, ইতিহাসের পাতায় কয়েক যা হাজার বছরের জীবন্ত দলিল হয়ে এখনো বেঁচে আছে। তার বৃদ্ধ তকমা পেতে হয়তো আরো কয়েকশো বছরের অপেক্ষা। মহাভারতে উল্লিখিত শমীবৃক্ষ সে, মহাভারতের ইতিহাস অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন এই গাছের কোটরেই পাণ্ডবরা নাকি লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজেদের অস্ত্র। সেই শতাব্দী প্রাচীন মহীরুহ আজও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিকে।বিশ্বাস আর ভক্তিকে সামনে রেখে জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রত্যেকদিন মানুষ ছুটে আসেন হরিরামপুরের হাতিডোবা গ্রামে।বর্তমানে ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শমী বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।এই শমীবৃক্ষ কে কেন্দ্র করেই এলাকার মানুষজনদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ঘটেছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে।জানা যায় বাম আমলে এই বৃক্ষ সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। যদিও বর্তমানে হরিরামপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকার মানুষজনদের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে প্রাচীন এই বৃক্ষ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকার মানুষজনদের মতে হরিরামপুর ব্লকের বৈরহট্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিডোবা গ্রামের এই এলাকাতেই ছিল মহাভারতের বিরাট নগরী।সেই প্রাচীনকাল থেকেই মহাভারতের ইতিহাস অতপ্রত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এলাকার সাথে।প্রাচীন এই শমী বৃক্ষ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে হরিরামপুর ব্লকের বিডিও পবিত্রা লামা বলেন হরিরামপুরে হাতিডোবা গ্রামে অবস্থিত শমী বৃক্ষ এলাকার মানুষ বহু বছর ধরে মহাভারতের পবিত্র শমী বৃক্ষ হিসেবে পুজো করে আসছেন। পাশাপাশি দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটে শমী বৃক্ষ দেখতে। আমরা ইতিমধ্যেই শমী বৃক্ষকে কেন্দ্র করে আরও ভালো পর্যটন কেন্দ্র করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।এলাকাবাসী আমিনুর রহমান বলেন জন্মের পর থেকেই এই গাছ এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে জেনে আসছি। তবে শমী বৃক্ষ কত পুরনো তা আমাদেরও জানা নেই। ১লা বৈশাখে শমী বৃক্ষের নিচে বাসরিক মেলা বসে। আমরা চাই মহাভারতের ইতিহাস সমৃদ্ধ এই শমী বৃক্ষকে কেন্দ্র করে আরও বড় পর্যটন কেন্দ্র করে উঠুক এলাকায়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩আগষ্টঃমঙ্গলবার, ৫ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৫ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৫ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা

বৃষভ রাশিঃশারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম করুন। একজন নিমন্ত্রিত অতিথি আজ

মিথুন রাশিঃবাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত

কর্কট রাশিঃ আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার এবং উপঢৌকন পাবেন।

সিংহ রাশিঃযেহেতু আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়ছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে নিন অন্যথায়

কন্যা রাশিঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।

তুলা রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আজ, এই সাইনটির কিছু বেকার নেটিভ চাকরী পেতে পারে, যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে। আপনার প্রেম জীবন শরকালের একটি গাছের পাতার মত হবে।

বৃশ্চিক রাশিঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুভদিন হতে

ধনু রাশিঃ সংসারে শান্তি আসতে পারে আজ ।বিবাহের যোগ হবে

মকর রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্হ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা

কুম্ভ রাশিঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান।

মীন রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। দুশ্চিন্তার অনুপস্থিতি এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে। আজ যদি আপনি পরিচিত মানুষদের উপর কোন সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে

আদালতের নির্দেশে সরকারি জায়গায় দোকান উচ্ছেদ করতে এসে ফিরে যেতে হলো সরকারি আধিকারিকদের

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২২ আগস্ট ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে

সরকারি জায়গায় দোকান উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হয়ে গেল প্রশাসনের সামনেই দক্ষিন বারাশতে। সব কিছুর আয়োজন করে এসে ছিল বিভিন্ন দফতরের সরকারি আধিকারিকরা। সরকারি জায়গায় বেআইনী ভাবে দখল করে দোকান করেছিল কয়েকজনব্যক্তি।আর সেই দোকান ভাঙতে এসে ফিরতে হল অধিকারিকদের। দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি জমি দখল করে রমরমিয়ে চলছিল তিনটে দোকান।কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে মত পূর্ত দফতর, ভূমিদফতর, বিদ্যু দফতরের আধিকারিকরা জেসিবি ও বিরাট পুলিসবাহিনী নিয়ে হাজিরও হয়েছিলেন। কিন্তু ভাঙা হল না কোর্টের নির্দেশে ভাঙতে এসে আবারো কোর্টের নির্দেশে ফিরে যেতে হল আধিকারিকদের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে জয়নগর ১ নং ব্লকের দক্ষিন বারাসত স্টেশন রোডের কাছে সরকারি জায়গায় দখল থাকা তিনটি দোকান উচ্ছেদ কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে বন্ধ হয়ে গেল।মঙ্গল বার জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর উপস্থিতিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী, জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস , পূর্ত দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার,বিদ্যু দফতরের স্টেশন মাস্টার,ব্লক ভূমি দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযানের জন্য পৌঁছানোর পরে উচ্ছেদের কাজ শুরু করার ঠিক মূহুর্তে কলকাতা হাইকোর্টের স্তগিদাদেশে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যর্থ হয়ে পুলিশ, বিডিও সহ প্রশাসনিক দফতরের আধিকারিকরা ফিরে যান। আর তাতে স্বস্তি পান উচ্ছেদ হতে যাওয়া দোকানদারেরা।

হাওড়ার ব্যাঁটরায় আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ আগস্ট ঃ হাওড়ার ব্যাঁটরায় আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর কার্তুজ সহ গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে টিকিয়াপাড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৩০ রাউন্ড গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম সুরজ রায় ওরফে রাজা। বয়স ২৪। ধৃতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ এলাকায়। গত ১১ জুন হাওড়া বেনারস রোডের এক ডাকাতির ঘটনায় ৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে পার্থ দাস ওরফে রনি নামে এক যুবককে সোমবার গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে সময় জানা যায় ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহার করার জন্য সুরজের থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছিল তারা। লুঠের টাকা দিয়ে আরো অস্ত্র কেনা হয় তার থেকে, যা মঙ্গলবার সকালে সুরজ রনিকে হস্তান্তর করবে টিকিয়াপাড়া সংলগ্ন অঞ্চলে। সেই তথ্য পেয়ে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা এদিন নজর রেখেছিলেন গোটা এলাকায়। অবশেষে সুরজ সেখানে এলে পুলিশ তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে পুলিশ ২টি ৭এমএম, ২টি ম্যাগাজিন, ১টি সিস্কার ও ১৩০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা শুরু করে পাঠানো হয় হাওড়া আদালতে। এর পেছনে অন্তরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্র রয়েছে বলেই ধারণা তদন্তকারী আধিকারিকদের। এদিন ব্যাঁটরা কেসে ধৃতের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় হাওড়া আদালত। অস্ত্র আইনের ২৫২৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গকে ভোগাচ্ছে আর্দ্রতার অস্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃ মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দুই দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বেশি বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। যদিও, মঙ্গলবার ভোরের দিকেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোথাও কোথাও ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গকে এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি ভোগাচ্ছে ঘর্মাক্ত গরম ও আর্দ্রতার অস্বস্তি আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী পাঁচ দিন মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলার জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতে ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এই মুহূর্তে আদ্রর্তার পরিমাণ বাড়বে।

তারকেশ্বরে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ২২ আগস্ট ঃ তারকেশ্বরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'পরশ'- এর উদ্যোগে আজ সকালে তালপুর স্বাস্থ্যকেদ্রের সন্নিকটে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই শিবিরে পঞ্চায়েতে এলাকার মানুষদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন ও সতর্ক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বার্তা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ৪০ জন দুঃস্হ মানুষদের হাতে মশারি তুলে দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে অনুরোধ জানান হয়। অনুষ্ঠানে 'পরশ'- এর সম্পাদক জানান, 'পরশ'- এর ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ,তার মধ্যে থেকেও যুগ চলতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে তারা পিছপা নয়।

নিমপীঠ আশ্রম মোড়ে পথ দূর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন শিশু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার নিমপীঠে একটি পথ দূর্ঘটনায় আহত চারজন স্কুল ছাত্রী ভর্তি হাসপাতালে। বেহালায় পুলকার দূর্ঘটনার রেস কাটতে না কাটতে এবার পথ দূর্ঘটনার শিকার কয়েকজন স্কুল ছাত্রী নিমপীঠে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মঙ্গলবার বিকালে নিমপীঠ সারদা আশ্রম বিদ্যাভবন ফর গালর্সের প্রাথমিক বিভাগের ছুটির পরে স্কুল গাড়ি (মোটর ভ্যান)তে ১৫-২০ জন প্রাথমিক বিভাগের ছাতরীদের বা।তিতে নিয়ে যাবার পথে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম মোড়ে একটি মোটর ভ্যান স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার মোটর ভ্যানে সজোরে ধাক্কা মারে। আর এই ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন শিশু পড়ুয়া।স্থানীয় মানুষজন আহতদের উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়।সেখানে প্রাথমিক চিকিসা করার পর কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।বর্তমানে দুজন শিশু ভর্তি আছে এখানে। ভর্তি থাকা দুজন শিশু হল জুলাইকা পাইক (১২)ও রোহানা সেখ (৬)।দুজনেরই বাড়ি বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের হানারবাটি এলাকায়।গুরুতর আহত দুজনকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।গুরুতর আহত দুজন হলো মুসাটিকা সরদার (৭), বাড়ি বকুলতলা থানার পশ্চিম রঘুনাথপুর ও সারুমা লস্কর (৫), বাড়ি বকুলতলা থানার হানারবাটি বাড়ি এলাকায়।গুরুতর আহতদের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ মোটরভ্যান দুটিকে আটক করেছে এবং মোটরভ্যান চালককে ও আটক করেছে। আর এই ঘটনায় স্কুল ছাত্রীদের নিরাপত্তার ঘাটতি আবার সামনে এসে গেল। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

মনো মাল্টিফাংশন পিন্টার লঞ্চ

২২ অগাস্ট ঃ শার্প বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শার্প কর্পোরেশন জাপানের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, আজ দুটি উন্নত লাইট প্রোডাকশন মনো মাল্টিফাংশন প্রিন্টার, উন্মোচন করেছে। অসামান্য উপাদনশীলতা এবং কর্মক্ষমতা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা নতুন সিরিজের সাথে, শার্পের লক্ষ্য হল ইন্ডাস্ট্রিস এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান জুড়ে নতুন যুগের ডকুমেন্ট সল্যুশনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মোকাবেলা করা।এর মধ্যে রয়েছে কর্পোরেট অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, টেলিকম বিলিং সেন্টার, পাবলিশিং হাউস, কেন্দ্রীয় রিপ্রোগ্রাফিক্স বিভাগ, বীমা পলিসি প্রিন্টিং, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফার্মা হাউস এবং কর্পোরেট ডেটা সেন্টার।

দু'টি বাসের মুখোমুখি ধাক্কায় জখম অন্তত ১০ জন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ আগস্ট ঃ দু'টি বাসের মুখোমুখি ধাক্কায় জখম হলেন অন্তত ১০ জন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার বালটিকুরিতে। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। তবে দু'টি বাসেরই গতি কম থাকায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অফিস টাইমে বালটিকুরি বাজারে দু'টি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ৬৩ নম্বর রুটের একটি বেসরকারি বাস ডোমজুড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাঁকড়া-পার্ক সার্কাস রুটের একটি মিনিবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা ওই বেসরকারি বাসটিকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে দু'টি বাসেরই কয়েক জন যাত্রী আহত হন। স্থানীয বাসিন্দারা প্রাথমিক ভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাশনগর থানার পুলিশ। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওযা হযেছে। গাড়ির গতি কম থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাওড়া-আমতা রোডে একের পর এক দুর্ঘটনায় ঘটছে। তাতে তাঁরা আতঙ্কিত। তাঁরা এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারির দাবি তুলেছেন। পুলিশ বাস দু'টিকে আটক করেছে।

যাদবপুর নিয়ে অভিযোগ, পাল্টা শুভেন্দুকেই নোটিস পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে বিজেপি যুব মোর্চার সভায় যোগ দেওয়ায় হামলা চলেছে, এই অভিযোগ তুলে যাদবপুরে জিআরপিতে অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই অভিযোগ হস্তান্তরিত হয়ে কলকাতা পুলিশের হাতে আসায় এবার বিরোধী দলনেতাকেই নোটিস পাঠানো হল। সূত্রের খবর, এই মামলায় তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শুভেন্দুবাবুকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। গত ৯ আগস্ট যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর পর সঠিক তদন্তের দাবিতে বিজেপি যুব মোর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে টানা ধরনা কর্মসূচির আয়োজন করেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নং গেটের অদূরে সেই সভা থেকে ফেরার পথে তাঁর

কনভয়ে হামলা চালায় বাম, অতি-বাম ছাত্র সংগঠনের কিছু সমর্থক। কালো পতাকা দেখানো হয় বিরোধী দলনেতাকে। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। উত্তেজনা ছড়ায়।

সেই ঘটনার কথা জানিয়ে জিআরপি-তে অভিযোগ দায়ের করেন বিরোধী দলনেতা। জিআরপি সেই অভিযোগ স্থানান্তরিত করে যাদবপুর থানায়। পুলিশ এ নিয়ে মামলা রুজু করেছে। সেই মামলাতেই তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে নোটিস পাঠানো হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীকে। সূত্রের খবর, ওই দিন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী অর্থা কেন্দ্রীয় বাহিনী মারধর করেছিল বলে অভিযোগে সরব হয়েছিলেন বাম ছাত্র সংগঠনের প্রহৃত সদস্যরা। সেই মামলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। শুরু হয়েছে প্রক্রিয়া।

মুন্সিরহাট বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ আগস্ট ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাট বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, সোমবার রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এসে দোকান ভেঙে লুটপাট চালায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ, এই এলাকায় বারবার চুরির ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন সেভাবে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এদিন রাতে সোনার দোকান, ওষুধের দোকান, সেলুন সহ বিভিন্ন দোকানে চুরি হয়। এই চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত মুন্সিরহাটের ব্যবসায়ীরা। এই ঘটনা সম্পর্কে জুয়েলারি ব্যবসায়ী তন্ময় ধাড়া বলেন, প্রায় ৫টা দোকানে চুরি হয়েছে। আমার সোনা-রূপোর দোকান। আমার দোকানের উপরের টিন কেটেছে। কিন্তু ঢালাইয়ের জন্য ঢুকতে পারেনি। এখানে প্রতিনিয়তই সকলের আতঙ্ক। প্রশাসন যদি কোনও ব্যবস্থা নেয় তাহলে ভালো হবে। স্থানীয় অমরনাথ ঘোষ জানান, এখানে ২টো ওষুধের ও সোনার দোকান, এবং ১টা সেলুনের দোকান আছে। এখানে ৫টা দোকানে চুরি হয়েছে। এরকম ঘটনা প্রায় দিনই ঘটছে। প্রশাসনের কাছে বারেবারে জানানো হলেও প্রশাসন নিরুপায়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ করে প্রশাসনকে সাহায্য করতে হবে। আমাদের আশা এই চুরি ঠেকাতে পুলিশ তপর হবে। মুন্সিরহাট বাজারে খুব খারাপ পরিস্থিতি বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা অচিরেই বন্ধ না করতে পারলে আগানী দিনে খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকার জন্য বলা হবে। এই ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও সতর্ক থাকা উচি। মুন্সিরহাট বাজারে সিসিটিভির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

অরুণ ঘোষকে দেখে গেলেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ আগস্ট ঃ অসুস্থতার খবর পেয়ে মঙ্গলবার প্রাক্তন ফুটবলার অরুণ ঘোষের হাওড়ার বাড়িতে যান সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণ ঘোষের অসুস্থতার খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে যান স্থানীয় প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা হাওড়া পুর প্রশাসকমণ্ডলীর উপপ্রধান সৈকত চৌধুরী ও দেবাংশু দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে যান তাঁরা। ওনাকে ১টি ফুটবল, ১টি মেমেন্টো, ফুলের স্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

আইসীএআর-সিফরী এর একটি উদ্যোগ গ্রামীণ মহিলাদের জীবিকার উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে

২২ আগস্ট ঃ নারীরা গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড তাদের অর্থনীতি কে শক্তিশালী করে তাদের ভবিষ্যত আর ও উজ্জ্বল করা যেতে পারে । ১৯ আগস্ট, ২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় গ্রামীণ মহিলাদের জীবিকার উন্নয়নের জন্য রঙিন মাছ চাষের বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটিতে তফসিলী জাতির মহিলাদের আয় এর সুযোগ বাড়ানোর জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। আইসীএআর-সিফরীর অধিকর্তা ডাঃ বি কে দাস এফআরপি ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক রঙিন মাছ পালন করার ইউনিটগুলিকে স্টার্ট আপ উপকরণ হিসাবে বিতরণ করেন। ডাঃ দাস উপকারভোগীদের তাদের নিয়মিত গৃহস্থালী কাজকর্ম ব্যাহত না করে অতিরিক্ত আয়ের জন্য রঙিন মাছ চাষে উৎসাহিত করেন। তিনি দেশের পূর্বাঞ্চলে রঙিন মাছ পালন এবং এর রপ্তানি আয়ের গুরুত্ব বোঝান আর তার পাশাপাশি গ্রামীণ সম্ভাবনা এবং গ্রাম পর্যায়ে কুটির শিল্পর কথা বলেন, যেটা দুর্বল অর্থনীতি কে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সোনারপুর কৃষি বিজ্ঞান কেঃন্দ্রর ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র সাহু,

সবাইকে প্রযুক্তি কে সঠিক ভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ তফসিলী জাতির অবস্থার উন্নত করার জন্য সিফরী দ্বারা করা উদ্যোগ এবং কাজগুলিরও প্রশংসা করেন। সিফরী থেকে আসা দল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্রামীণ মহিলাদের রঙিন মাছ চাষ ইউনিট স্থাপনের একটি লাইভ প্রদর্শনী ও করে দেখান। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সব মহিলাদের অনুপ্রাণিত করে এবং তারা এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেদের আনন্দ এবং আগ্রহ দেখান। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রদর্শনী কাম স্টার্ট আপ প্রোগ্রামে মোট ২২ জন মহিলা অংশ নেন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাথে যৌথ উদ্যোগে আইসীএআর-সিফরীর দ্বারা পরিচালিত এই ধরনের প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মৎস্য চাষী দের সফলতা এনে দিয়েছে আর তাদের আয় বৃদ্ধি করে, নতুন এক দিশা দেখিয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (E)/Ltg/Zone-IV, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/176/23-24
Name of Work: **Miscellaneous works for decorative street light fittings at Bansdroni Master Da Surya Sen Metro station surrounding Park area in Ward No.-112.** Estimated Amount: ₹ **4,06,804.87**. Earnest Money: ₹ **8,200.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of Bid: **31.08.2023 upto 12 Noon.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/166/23-24
Name of Work: **Temporary lighting arrangement for Immersion of Durga Puja and Kali Puja at different Ghat under Br.-XI (2023).** Estimated Amount: ₹ **3,49,008.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **06 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/X/44/23-24
Name of Work: **Improvement of lighting system at 1 No. Rajendra Prasad Park and other Parks in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,48,201.17** (as per BOQ). Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/167/23-24
Name of Work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chhath Puja at different Ghat under Br.-XI (2023).** Estimated Amount: ₹ **3,48,150.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **2 days.** Last date and time of completion of Bid: **31.08.2023 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-III/VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/86/R (2nd Call)
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Picnic Garden Road and surrounding area in Ward No.-66, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **4,99,538.93**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/267
Name of Work: **Improvement of Park Lighting System at Deelip Math (Park), Tarun Sangha Math and other different Park in Ward No.-66, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **1,99,229.57**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/285
Name of Work: **Improvement of lighting arrangement at 1, Convent Lane (both side of road) near Loreto Convent School in Ward No.-56.** Estimated Amount: ₹ **4,99,555.09**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/286
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Gobind Khatik Road and different places in Ward No.-58, Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **2,49,407.38**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date and time of submission of Bid: **01.09.2023 – 12.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Bid opening date for Technical Proposals: **02.09.2023 – 12.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/290
Name of Work: **Installation of street lighting system at Nazir Lane, Mohan Chand Road & other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **4,99,858.09**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/294
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Bengali Shah Warshi Lane, M. M. Ali Road & others in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **2,99,975.05**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/289
Name of Work: **Supply & delivery of street light fittings for Sadananda Road, Hazra Road & other places in Ward No.-83.** Estimated Amount: ₹ **1,98,895.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/288
Name of Work: **Installation of 2 Nos. of Glow Signage Board at Baba Saheb Ambedkar Colony, 34 Judges Court Road, Kolkata-26.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/284
Name of Work: **Renovation & Development of lighting arrangement at different places in Ward No.-88.** Estimated Amount: ₹ **2,99,807.39**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/291
Name of Work: **Repairing of decorative pole at Mysore Garden in Ward No.-88.** Estimated Amount: ₹ **2,35,133.05**. Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of Bid: **01.09.2023 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). Tender Opening Date: **02.09.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6).

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/287
Name of Work: **Installation of mini mast lighting system at different Crossings in Ward No.-79.** Estimated Amount: ₹ **2,98,832.74**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/293
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Ekbalpur Road, Dr. Sudhir Bose Road & others in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **2,99,655.89**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 7 & 8). Last date and time of completion of Bid: **05.09.2023 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 7 & 8). Tender Opening Date: **07.09.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 7 & 8). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023 from 2 p.m.** For full and further details, please visit the website: **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 to 8). **(618/23-24)**

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বরহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন এই স্টেশনটিকে একটি শহরের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে

কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃ একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ৬ই আগস্ট, ২০২৩-এ সারা দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে ৫০৮টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। বেরহামপুর কোর্ট হল শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের একটি রেলওয়ে স্টেশন এবং এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এটি বহরমপুর শহর এবং এর আশেপাশের আদমশুমারি এলাকায় কাজ করে। জেলা সদর শহর বেরহামপুরের সাথে সংযোগ করার পাশাপাশি, এই স্টেশনটি ঐতিহাসিক শহর মুর্শিদাবাদের প্রবেশদ্বার হিসেবেও কাজ করে।এখন যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনের উন্নয়নে এত উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেল। বারহামপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনটিও টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হবে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের একটি অংশ হিসাবে ২৯.৮২ কোটি। শহরের উভয় দিকের যথাযথ একীকরণের সাথে এই স্টেশনটিকে সিটি সেন্টার' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। এই সমন্বিত পদ্ধতিটি রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে শহরের সামগ্রিক নগর উন্নয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়।অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম আরও বেশি বিনিয়োগ, আরও কর্মপ্রবাহ, আরও কর্মসংস্থান নিয়ে আসবে উভয় ক্ষেত্রেই বহরমপুর টাউনে স্টেশন পুনঃউন্নয়নের জন্য নির্মাণ কাজের সময় এবং বাস্তবায়নের পরে যখন রেলওয়ে স্টেশনটি স্থানীয় একটি

অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে। বহরমপুর কোর্ট রেলওযে স্টেশনে, অমৃত ভারত স্টেশন হিসাবে, বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও, বিশ্ব বাজারে ভারতীয় দেশীয় পণ্য আনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশিকা অনুসরণ করে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) স্টলের জন্য জায়গা থাকবে। আমাদের ভাল প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করুন।এখন বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনটি শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অনুঘটক হিসাবে এবং স্থানীয় পণ্যগুলিকে বৃহত্তর বাজারে আনার জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে স্টেশনগুলিকে পুনঃবিকাশ করার জন্য প্রস্তুত, ভোকাল ফর লোকাল এবং লোকাল থেকে গ্লোবাল ধারণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য দেশীয় উন্নয়নের স্বপ্ন দেখা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্যোক্তা ও কারিগরদের।বহরমপুর কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পরিপূর্ণ হবে। পুনর্বিকশিত স্টেশনের মানক উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ থাকবে। যাত্রীদের আকর্ষণ ও সুবিধার জন্য স্টেশনটিকে সিটি সেন্টার' হিসেবে গড়ে তোলা হবে,. স্টেশনের বিদ্যমান ভবনগুলোকে উন্নত ও পুনঃউন্নয়ন করা হবে।. স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন সুপরিকল্পিত আধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করবে এবং সুপরিকল্পিত ট্রাফিক সঞ্চালন এবং আন্ত ঃ-মডাল একীকরণ প্রদান করবে।. অভিন্ন এবং সুপরিকল্পিত ট্রাফিক সিগন্যাজ যাত্রীদের ভ্রমণকে সহজ এবং আরামদায়ক করতে গাইড করবে।.মাস্টার প্ল্যানে উপযুক্ত সম্পত্তি উন্নয়নের বিধান।. রেলস্টেশনে দ্বিতীয় প্রবেশের ব্যবস্থা।. সুন্দর ল্যান্ডস্কেপিং সহ আনন্দের জন্য হাঁটার জন্য স্টেশনটিও উন্নত করা হবে, .পর্যটক ও যাত্রীদের আকৃষ্ট করতে স্থানীয় শিল্পীর স্থানীয় শিল্প ও ভাস্কর্যও প্রদর্শন করা হবে।.ডাবল হাইট হল, , ভবিষ্যত আগমন ব্লক, ক্রু লবি, ওয়াকওয়ে, আরপিএফ ব্যারাক, মজদুর ইউনিয়ন অফিস, রোড ইলেকট্রিক সাবস্টেশনও নির্মাণ করা হবে।. টয়লেটগুলি আরও পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর হবে।.সীমানা প্রাচীর যাত্রীদের আরো নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা দেবে.. . ব্যক্তিগত যানবাহনের জন্য পার্কিং সহজেই গন্তব্যে পৌঁছাতে এবং অপ্রয়োজনীয় জমায়েত বা ট্রাফিক জ্যাম এড়াতে সহায়তা করবে।.যাত্রীদের আকর্ষণ ও সুবিধার জন্য ওয়েটিং লবি এরিয়া, ভিআইপি ওয়েটিং লাউঞ্জ এবং ক্যাফেটেরিয়া সাজানো হবে। তহবিলের প্রবাহ এবং স্টেশন পুনঃউন্নয়ন কাজের আধিক্য কর্মসংস্থান এবং নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করবে এবং এইভাবে শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহু কাঙ্ক্ষিত অমৃত আনবে।

বেসরকারি স্কুলের যথেচ্ছ বেতন নিয়ে প্রশ্ন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃ বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া বেতন বৃদ্ধি নিয়ে অনেকদিন ধরে অভিভাবকদের একাংশ সরব। এ নিয়ে একাধিক পথ অবাোধও হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে রাজি নন রাজনৈতিক দলগুলো। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে সরকারপক্ষকে চাপে ফেলতে চেয়েছিল বিরোধী বিজেপি। কিন্তু দেখা গেল, নিজেদের প্রশ্নে পাল্টা চাপে পড়ে গেল তারাই। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁদের জানালেন, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে সরকার। এ সংক্রান্ত পদক্ষেপের জন্য বিধানসভায় একটি বিল পাশ করানোও হবে। সরকার আশা, বিরোধীরা সে সময় ওই বিলকে বিনা বাক্যব্যায়ে সমর্থন করবেন। বিলে বলা হয়েছে, কমিশন বেসরকারি স্কুলগুলির নেওয়া স্কুল ফিজ.বা বেতনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবে। একই সঙ্গে ওই অর্থের অঙ্ক সরকারকেও জানাবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত বেতন নেওয়া নিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগও শুনবে এই কমিশন। সর্বোপরি, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে প্রয়োজনে অভিযুক্ত স্কুলগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করতে পারবে কমিশন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬৩ সংখ্যা, বুধবার, ৫ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভারতের ইসরো

নাসার বিজ্ঞানীরা বেসরকারি মহাকাশ অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলছে মহাকাশ অভিযান যত বাড়বে ততই মহাকাশ পৃথিবীর মানুষের কাছে এসে পৌঁছাবে। মহাকাশ যান তৈরি করাটা আগে স্বপ্ন ছিল। একমাত্র সরকারি উদ্যোগ ছাড়া কেউই মহাকাশ যান তৈরি করতে আগ্রহ প্রকাশ করতো না। কিন্তু এখন বিশ্বের ধনীরা মহাকাশ সফর করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। মহাকাশ থেকে তাদের পৃথিবীকে কেমন দেখায় এবং মহাকাশটা আসলে কী রকম তা অনুভব করার পাশাপাশি স্বচোখে দেখার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ক্রমশ মহাকাশ অভিযান নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগ তৈরি হয়েছে। মহাকাশ পর্যটনকে সফল করতে এবার গুগুল থেকে শুরু করে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ভারত পিছিয়ে নেই। ভারত ইতিমধ্যে চন্দ্রাভিযান করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ভারতের চন্দ্রযান চাঁদে প্রবেশ করছে। সেই সময়ের জন্য ভারতের সব বিজ্ঞানীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে। ইসরো থেকে বলা হয়েছে যে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটি স্পর্শ করছে। জানতে পারা গিয়েছে বিক্রমের গতি স্বাভাবিক রয়েছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামতে চলেছে ভারতের চন্দ্রযান-৩। বিক্রমের পেটে থাকা রোবট গাড়ি ‘প্রজ্ঞান’ এসে চাঁদের মাটিকে স্পর্শ করবে। অবতরণ সফল হলে ভারতই প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অভিযান হবে। রাশিয়ার চন্দ্রযান লুনা-২৫ চাঁদের মাটি স্পর্শ করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লুনা-২৫ অভিযান নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে এখন সবাই ভারতের চন্দ্রযানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ইসরোর বিজ্ঞানীরা বলেছেন খুবই জটিল প্রক্রিয়া এটি। সামান্য ভুল হলেই সব কিছু গোলমাল হয়ে যেতে পারে। চাঁদের সফট ল্যাণ্ডিং করানোটা কঠিন অঙ্ক। চন্দ্রযান-৩ যাতে নিরাপদে অবতরণ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। চন্দ্রযান-৩ সফল হলে তারপরে মানুষ পাঠানোর কথা চিন্তা করবে ইসরো। দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম প্রকল্পটি হচ্ছে আগে মহাকাশযান মহাকাশে পাঠিয়ে তা ফেরত নিয়ে আসা। তারপরে দ্বিতীয় প্রকল্পটি হচ্ছে মহ্যাকশে রোবট পাঠানো। এই দুটি পাইলট প্রকল্পে সফল হলে তারপরে নভোচর পাঠানোর কথা চিন্তা করবে ইসরো। এদিকে গুগুল থেকে বলা হয়েছে তারা বেসরকারি মহাকাশ পর্যটকদের ইন্টারনেট সরবরাহ করবে। প্রয়োজন হলে ছবি তোলার বিষয়টা নিয়ে দেখভাল করবে। মহাকাশে ইতিমধ্যে ছবি তোলা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সব ছবি মহামূল্যবানে পরিণত। কিন্তু প্রযুক্তি সংস্থাগুলো যদি বেসরকারি মহাকাশ সফর সংস্থাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে মহাকাশ সফর আর ব্যাপক মনোরঞ্জন হতে থাকবে। মহাকাশ পর্যটনের বাজার দখল করতে মাত্র নয় দিন আগে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ধনকুবের রিচার্ড ব্র্যানসন। তাঁর নিজের সংস্থা ‘ভার্জিন গ্যালাকটিক’ এর তৈরি মহাকাশ যানে চেপে মাটি থেকে ৮০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় তাঁকে ছাড়িয়ে এবারে একশো কিলোমিটার উচ্চতা ছুঁয়ে ফিরলেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাসা বেজোস। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ টেক্সাসের মরুপ্রায় এলাকায় লঞ্চ সাইট-১ থেকে ছাড়ল বেজোসের মহাকাশযান।

পাক-আফগান দ্বন্ধ

পাকিস্তান সরকার যেমন আফগান সরকারকে মানতে পারছে না। ঠিক তেমনি চিন সরকারও বর্তমান আফগান সরকারকে মানছে না। চিন তালিবানদের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করার ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। আফগানিস্তানে তালিবান সরকার আসলে চিন কী কীভাবে উপকৃত হবে তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান চিন এখন আফগান ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। আফগান থেকে ভারত এবং আমেরিকার প্রভাব কমিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। সেই কারণে তারা তালিবানদের সহযোগিতা করছে। একদিকে হংকং এবং অন্য দিকে তিব্বত চিনকে চিন্তার কারণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তিব্বত ঘুরে গিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছে জোর করে আর তিব্বত দখল করে রাখা যাবে না। হংকংবাসীরা চিনের ওপরে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে। উহান প্রদেশের গবেষণারকে আবার ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সেই হু-এর সিদ্ধান্তকে একেবারে চিন বাতিল করে দিয়েছে। কোনও হুয়ের প্রতিনিধিরা চিনে প্রবেশ করতে পারবে না। দালাই লামাকে চিন চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান নিয়ে চিন তলিবানদের ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করেছে। এদিকে আফগান নিয়ে ভারত সবার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে এ ব্যাপারে ভারত একটি প্রস্তাব দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। আফগানিস্তান নিয়ে পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হোক। রাশিয়া, চিন, ভারত, পাকিস্তান এই সব এশিয়ার শক্তিশালী দেশগুলো আফগান নাগরিকেরা যাতে বিপন্ন না হয়ে না পড়ে তার দিকে খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে করছে। কিন্তু আফগানের অভ্যন্তরীন বিষয়ে কোনও রাষ্ট্র নাক গলাতে চাইছে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে কারোর সদচ্ছায় এগিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন এখন হংকং এবং তিব্বত নিয়ে খুবই ব্যস্ত। চিন দেশের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী দাঙ্গা লেগে রয়েছে। করোনা ভাইরাস আবার চিনকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। চিনের সেনা বাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক হারে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ করেছিল। করোনা সংক্রমণকে রুখতে চিনকে যুদ্ধকালীন তৎপরতা করতে হয়েছে। ফলে চিন এখন আর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে পারছে না। পাকিস্তান এই ফাঁকতালে তালিবানদের ওপরে মাত্তবরি করার চেষ্টা করছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। তারাপীঠের মা কালী সেই শক্তি দিয়ে থাকেন। তারাপীঠ হচ্ছে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। সেখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধক ছিলেন। তারাপীঠ এক সময়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত ছিল।

মহারাষ্ট্রের ‘শিবাজি উৎসব’ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তিলক

রবীন্দ্রকুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলায় অরবিন্দ যে রকম ‘মা ভবানী’কে সমানে রেখে বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিযে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ঠিক সেই রকমভাবে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজি’র আদর্শকে সমানে রেখে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অরবিন্দ আধ্যাত্মিক বিপ্লবী চেয়েছিলেন। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলকও আধ্যাত্মিক সশস্ত্র বিপ্লব চাইলেও তিনি কিন্তু শিবাজির আদর্শকে সমানে রেখে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শিবাজি সেই সময়ে মোঘল সম্রাটের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি নিজের রাজ্যকে উদ্ধার করতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মোঘল সম্রাট তাঁর শক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে না ভেবেই তাঁর সঙ্গে সন্ধি করার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু শিবাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে সন্ধির বৈঠক করা মানেই হল তাঁকে সুয়োগ পেলে বন্দি করতে পারে মোঘল সম্রাট। সেই কারণে তিনি আগেই প্রস্তুতি নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মোঘল সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির বৈঠকে যোগ দিতে। সেখানে আফজল খাঁ তাঁকে বন্ধি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বাঘ নখ দিয়ে আফজলকে আঘাত করে সেনা বেষ্টিত হয়ে বের হয়ে আসেন। মোঘল সম্রাটের াকছে পরজায় স্বীকার করেননি শিবাজি এবং মাথাও নত করেননি। সেই কারণে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজির আদর্শকে সমনে রেখে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিবাজিকে নিয়ে একটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন পুনাতে ২৫ জুন ১৯০৭ সালে শিবাজি উৎসবের সময়ে। তিনি বলেছিলেন, ‘‘ It is a pity the Government cannot yet understand that the object of festivals like these is not to create disturbances. Its mind is yet enveloped in undeserved suspicion. There are a dozen detectives and reporters at this very meeting. Now where is the need for all this suspicion and distrust? I am sorry that the District Magistrate himself did not take the trouble to attend.S“The Shivaji Festival” Bal Gangadhar Tilak His Writings and Speeches, Ganesh & Co., Madras, Page-53)’।

শিবাজি উৎসব করতে ব্রিটিশ সরকার অনুমতি দিচ্ছিল না। তারা ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল শিবাজি উৎসবকে কেন্দ্র করে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। শিবাজির বীরত্বের ইতিহাস সম্পর্কে ইংরেজ শাসকেরা ওয়াকিবহাল ছিল। তারা ভাবতে শুরু করে ছিল যে শিবাজিকে সামনে রেখে বীরমন্ত্র উচ্চারিত করে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করবে মহারাষ্ট্রের জনগণ। সেই কারণে ব্রিটিশ সরকার অতি সহজেই এই শিবাজি উৎসব পালন করার কোনও অনুমতি দিতে রাজি হচ্ছিল না। পরে তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। শিবাজি উৎসব করতে না দিলে মহারাষ্ট্রে বাসিন্দারা ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে থাকবে। যদি মহারাষ্ট্রে জনগণ ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করে তাহলে সেই আগুন নেভানো একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে শিবাজি উৎসব পালন করতেপারে তবে সেখানে কোনও রকমভাবে উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়া চলবে না। উপরন্তু ব্রিটিশ সরকারের বহু গোয়েন্দারা উপস্থিত থেকে উৎসবের দিকে নজর রাখতে শুরু করে। এমনকী পুনার ম্যাজিস্ট্রেটও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই কারণে বালগঙ্গাধর তিলক বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করলেন শিবাজি উৎসবকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনও রকম অশান্তি সৃষ্টি হয়নি যা ব্রিটিশ সরকার আন্দাজ করেছিল। শিবাজি হচ্ছেন মহারাষ্ট্রের একজন সেরা বীর। তিনি কারোর কাছে নিজের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেননি। যিনি সব সময় স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। মোঘল সম্রাট বহুবার শিবাজিকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছিল। কারাগারে বন্দি করেছিল। কিন্তু তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করছিলেন। সেই বীরকে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি বাসিন্দারা সম্মান দিয়ে থাকে। শিবাজি সম্পর্কে বালগঙ্গাধর তিলক লিখে ছেন যে ‘‘Hero-worship is a feeling deeply implanted in human na-

ture; and our political aspirations need all the strength which the worship of a swadeshi hero likely inspire into our minds. For this purpose Shivaji is the only hero to be found in the Indian history. He was born at a time when the whole nation required relief from misrule; and by this self-sacrifice and courage he prove to the world that the India was not a country forsaken by Provinces. It is true that the Mohamedans and Hindus were then divided; and Shivaji who respected the religious scruples of the Mohmedans, had to fight against the Mogul rule that had become unbearable to the people. (‘Is Shivaji not a National hero?’ written by Tilak published in “Bal Gangadhar Tilak His Writings and Speeches, Ganesh & Co., Madras, Page-p-29),’’ শিবাজি উৎসবকে নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা এবং উৎসাহ দিতে। কবিতাটির নাম ‘শিবাজি উৎসব’। রচনাকাল ১১ ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ। গিরিধিতে বসে এই কবিতাটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখছেন, ‘‘হে রাজা শিবাজি, /তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ /এসেছিল নামি- /‘একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্তি ভারত /বেঁধে দিব আমি।’’ মারাঠিদের শিভাজি উৎসবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে একজন জাতীয় বীরকে খুবই প্রয়োজন ভারতবাসীর। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরেই ভারতের বিপ্লবীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দেবে। বাংলায় শিবাজি উৎসব জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাঙালি বিপ্লবীরাও শিবাজি উৎসবের আয়োজন করতে উৎসাহ দিতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে শিবাজির আদর্শকে সমানে রেখে। সেই পথ ধরে বিপ্লবী অরবিন্দ এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। তবে তিনি মারাঠা বিপ্লবী আন্দোলনের পথ ধরে বাংলায় বিপ্লবী অভিযান করেননি। তিনি বাংলার সাহিত্য সম্রাচ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দ মঠ’ উপন্যাসের পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শিবাজি উৎসব’ কবিতার শেষ দিতে লিখ ছেন যে বাঙালি কাছে শিবাজির আদর্শকে পৌঁছে দিতে হবে। শিবাজির সঙ্গে বাঙালির আত্মার মিলন ঘটাতে হবে। শিবাজির বীরত্বকে বাঙালিদের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করতে হবে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের সঙ্গে শিবাজির মিলন ঘটাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখলেন, ‘‘মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠ বলো / ‘জয়তু শিবাজি’। / মারাঠিদের সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সাথে চলো / মহোৎসবে সাজি। / আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম -পুরব /দক্ষিণে ও বামে /একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব /এক পূণ্য নামে ’’। বালগঙ্গাধর তিলক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি হিসাবে সম্মান দিয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজির স্বদেশপ্রেমকে ফ্রান্সের বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ফ্রান্সের নেপোলিয়ন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। ইংরেজরা নেলসনকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করে। ঠিক তেমনি নেপোলিয়নকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করে ফ্রান্সের জনগণ। সেই রকম শিবাজিকে ভক্তি এ শ্রদ্ধা করে ভারতের জনগণ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে একটি জাতীয় আদর্শবান বীরের খুবই প্রয়োজন। রানা প্রতাপ, শিবাজি হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে বীর। তাঁদের দেখানো পথ ধরে ভারতবাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে থাকবে বলে বিশ্বাস করেন রবীন্দ্রনাথ, তিলক এবং অরবিন্দ। তিলক বলেছেন যে শিবাজি উৎসব করতে গিয়ে সম্রাট আকবর এবং দেশের অন্যান্যদের অশ্রদ্ধা করছি না। ‘শিবাজি উৎসব’ তার নির্দিষ্ট পথ ধরেই এগোতে থাকবে।

শিবাজির আদর্শকে সমানে রেখে মহারাষ্ট্র চলতে শুরু করবে। তিনি লিখছেন, ‘Whats makes shivaji a narional hero for the present is the spirit which actuated him throughout and not his deeds such. His life clearly shows that the Indian races do not so soon lose the vatality which gives them able leaders at critical times. That is the lesson which the Mahomedans and the Hindus have to learn from the histroy of great Mahratta chief; and the Shivaji festival is intended to emphasise the same lesson. It is a sheer misrepresention to suppose that the worship of Shivaji includes invocations to fight either with the Mahomedans or with the Government. It was only conformity with the political circumstances of the country at the time that Shivaji was born in Maharashtra. But a future leader may be born anywhere in India and who knows, may even be a Mohomedan. That is the right view of the question, and we do not think that the Anglo-Indian writers can succeed in diverting our attention from it. ‘Is Shivaji not a National hero?’ written by Tilak published in “Bal Gangadhar Tilak His Writings and Speeches, Ganesh & Co., Madras, Page-p-31-32) (ক্রমশ)

যাদবপুরের ঘটনায় বাম শক্তি জড়িত

যাদবপুরের ঘটনার সঙ্গে সিপিএম দলকে জড়িয়ে দিলেন মুখ্যমমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি সিপিএমকে দায়ী করলেন। সর্ব ভারতীয় স্তরে ইণ্ডিয়া জোটের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম থাকলেও রাজ্যে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস একক শক্তি নিয়ে লড়াই করবে সেটাও পরিস্কার করে দিলেন নেত্রী। সিপিএম এবং কংগ্রেসকে বিজেপি দলের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমাম-মোয়াজ্জিনদের সমাবেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিপিএমকে যাদবপুর ঘটনার জন্য দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যাদবপুরের ঘটনার সঙ্গে আগমার্কা মার্কসবাদী এবং বামপন্থীদের যোগ দেখতে পেলেন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মধ্যে আয়োজিত ইমাম- মোয়াজ্জিনদের সমাবেশে নেত্রী বললেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমরা গর্ব করি। কীভাবে সিপিএম ইউনিয়ন একটি ছাত্রকে মেরে ফেলল। এরা রক্ত নিয়ে খেলা করার কথা ভুলে যায়নি। জীবনে এরা আর বদলাবে না। এদিকে সিপিএম দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রী কথার প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাজ্য সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। যাদবপুর নিয়ে তদন্ত হলে তাঁর দলের লোকেরা ধরা পড়বে সেই ভয় কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে নেত্রীর। উনি তো পুলিশ মন্ত্রী। চ্যালেঞ্জ করে জানাচ্ছি যে উনি তা প্রমাণ করে দেখান। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত। গোটা দেশে আরএসএসদের দিয়ে বিজেপি সরকার যা করছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস একই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাম দলগুলি এখন বিজেপি দলের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি এক হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়া জোটে তৃণূল কংগ্রেস আছে এবং থাকবে। আগামি লোকসভার নির্বাচনের পর বিজেপি দল সরকারে থাকবে না। মোদিকে হারানোর জন্য আমরা সবাই এক হয়েছি। বিজেপি হটাও ইণ্ডিয়া বাঁচাও অভিযান চলবে। সংখ্যালঘু প্রশ্নে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আইএসএফকে কাঠগড়ায় তুলেছেন নেত্রী। বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস এক হয়ে বোর্ড গঠন করতে শুরু করেছে। বিজেপির এখন একটি মাত্র কাজ হচ্ছে সিপিএম এবং কংগ্রেসকে আমাদের বিরুদ্ধে লাড়িয়ে দেওয়া। এদের লক্ষ্য হচ্ছে নেত্রী। নেত্রী মমতাকে বাংলা ছাড়া করতে হবে। তাহলেই বিজেপি দলের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি থাকলে বিজেপি দলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে কংগ্রেস এবং সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি দল বাংলা অধিকার করার চেষ্টা করছে। এবারে পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস সিপিএম দলের ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যালঘুদের সমানে সিপিএম এবং কংগ্রেস দলকে অপরাধী করার চেষ্টা করলেন নেত্রী। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যাদবপুরের ঘটনার সঙ্গে সিপিএম দলের ছাত্র ইউনিয়ন জড়িত। তবে ইণ্ডিয়া জোট ভাঙবে না। সেখানে বিজেপি দলের বিরদ্ধে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লড়াই অটুট থাকবে। এদিকে কংগ্রেস দলের নেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন এই জন্যই নেত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকি। কংগ্রেস উনাকে বিশ্বাস করে না। বিজেপি দলের সঙ্গে বারবার উনি কংগ্রেস এবং বাম দলকে মেলাতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আজীবন থাকতে চান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেদিন থেকে পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতি নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছেন সেই দিন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মোদির বিরুদ্ধে কথা বলতে পথে নেমেছেন। এখন তিনি আবার বিজেপি মেরুকরণ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। বাংলায় বিজেপি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার মূল কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্ধ।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রায় দেখতে পাওয়া যায় একনায়কতন্ত্রের ছায়া। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা থাকলেও সেটা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল ট্রাম্পের সময়ে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো নির্বাচনে পরাজিত হতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে জাতিয়াতি করে তাকে পরাস্ত করা হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করেছিলেন। তাঁর পরাজয়ে কেন্দ্র করে প্রায় ছয়শোটির বেশি মামলা করা হয়েছিল। সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে আদালত গ্রাহ্য করেনি। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি সমর্থকদের জমায়েত করে সেনেটে ভাঙচুর চালায়। তবে তাঁর আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রশাসন। এমনকী মার্কিন সেনাধ্যক্ষ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। তার ফলে বাধ্য হয়ে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করতে হয়। জো বাইডেনকে জয়ী বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তিনি সৌজন্যটুকুও দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে থাকার জন্য ট্রাম্প। তিনি প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার ভালো তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু তাকে জোচ্চুরি করে পরাজিত করা হয়েছে নির্বাচনে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই রকম নজর বিশ্বের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটল। সেখানেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল। এখন কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল পুতিন আজীবন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট থেকে যাবেন। তিনি সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন। রাশিয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচন হল। সেখানে কোনও বিরোধী প্রার্থী দেখতে পাওয়া গেল না। পুতিনই একমাত্র প্রার্থী। ফলে তিনিই পুনরায় জয়ী হয়ে গেলেন। এই তো অবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। একচেটিয়া গণতন্ত্র বলে কোনও বস্তু আছে কিনা জানা নেই। তবে খাতায় কলমে লেখা না থাকলেও সেটা বাস্তবে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায় না বেশ কয়েকজন। তারা গায়ের শক্তি দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে লঙ্ঘন করে এগিয়ে যেতে চায়। আসলে গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করার কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। গণতন্ত্রণটা আসলে কী সেটাকে উপলব্ধি করতে কোনও রকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা জানা নেই। রাজনৈতিক দলের রাজনীতি বিষয় শিবির হয়ে থাকে। কিন্তু সরকার কর্তৃক কোনও ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক চেতনা শিবির তৈরি করা হয়েছিল কিনা জানা নেই। যদি কোথাও হয়ে থাকে তাহলে ভালো লক্ষণ বলা যেতে পারে। ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের। তিনি বলেছিলেন, ভারতবাসীরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মানে জানে না। তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয় সেই শিক্ষাই এখনও পর্যন্ত পায়নি। কথাটা কতখানি সত্য সেটা বিচার করার ভার রয়ে গেল দেশের বর্তমান জনগণের ওপরে। তবে যেভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক দল যেভাবে বিরোধীদের বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠতে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি আবার জোট নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে বিশ্বের সমানে তুলে ধরার চেষ্টা করে গিয়েছেন নেহরু।

অজস্র ইতিহাসের টুকরো কাহিনী রয়েছে ভবানীপুরে

১৯৪৬ সালে ২৩ মার্চ । সকাল বেলায় চুরি হয়ে গেল একটি সাইকেল রমেশ মিত্র রোড এবং গোর ঘোষ রোডের সংযোগ স্থল থেকে। এই সাইকেলের মালিক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংবাদিক এবং উকিল কালীচরণ ঘোষ (১৮৯৫-১৯৮৪)। চুরি যাওয়া সাইকেলের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ২৬ টাকা। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই ৩১, টার্ফ রোডে অবস্থিত প্রমথনাথ বসুর বাড়ি থেকে চারটে সোনার দুল এবং একটি টেইন চুরি গেল। তার মোট মূল্য ৮০ টাকা। এই ধরনের অজস্র ইতিহাসের টুকরো কাহিনী ভর্তি হয়ে রয়েছে ভবানীপুর থানার ‘ইনডেক্স অব ক্রাইম’ লেখার পাতায় পাতায়। ১৮৮৮ সালে কলকাতার ২৫টি নবগঠিত ‘পুলিশ সেকশন হাউস’ এর একটি ছিল এই থানাটি। ভবনীপুর থানার নির্মাণ হয়েছিল আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯২৪ সালে। তখন এর নাম ছিল রসা রোড। ১৯৫৪ সালে এর নাম পাল্টে হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। ১৮ শতক থেকেই ভবানীপুরের অস্তিত্ব ছিল। ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা নেওয়া ৫৫টি গ্রামের মধ্যে ভবানীপুর গ্রামটিও ছিল। নথিপত্র খুঁজলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই অঞ্চলে কাঁসারি, শাঁখারি এবং তেলিরা বসবাস করতো। ভবানীপুরে এসে বসবাস করতেন সেই সময়ে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবার্ট চেম্বার্স। তারপরে সেই বাড়িটি কিনে নিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বর লাহা। পরে রানি রাসমণি যজ্ঞেশ্বরের কাছ থেকে বাড়ি এবং বাজারটি কিনে নেন। রানি তাঁর দ্বিতীয় কন্যা কুমারী দাসীর পুত্র যদুনাথ চৌধুরীকে সবটাই উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে বাজারটি নামকরণ হয় যদুবাবু বাজার। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সদর দেওয়ানি আদালত নির্মাণ করেছিলেন। বাংলার সংস্কৃতি জগতের বিখ্যাত মানুষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বোস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অভিনেতা উত্তম কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বসবাস করতেন। লেখিকা হানা ক্যাথারিন মুলেন্স এখানে বসবাস করতেন। অভিনেতা এবং পরি চালক গুরু দত্ত এখানে বসবাস করতেন। সাঙ্গুভ্যালি একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৫ সালে এইচপি বড়ুয়ার হাত ধরে। শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এই অঞ্চলেই রয়েছে।

ধর্ষণে বাধা পেয়ে স্কুলপড়ুয়াকে নৃশংসভাবে খুন

পুলিশের সামনে অভিযুক্তকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ আগস্ট ঃ এক নাবালিকা স্কুল পড়ুয়াকে খুনের দায়ে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, ধর্ষণে বাধা পেয়েই নাবালিকাকে খুন করেছিল অভিযুক্ত। প্রাথমিক জেরায় নিজের কুকীর্তি স্বীকার করেছে সে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধে নাগাদ মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত মোটাজোত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে এক নাবালিকা পড়ুয়ার নিথর দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে স্থানীয়দের বয়ান-সহ সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ভর করে অভিযুক্তর খোঁজ শুরু করে পুলিশ। ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে মূল অভিযুক্ত। ধৃত শিলিগুড়ি মহকুমার লেনিন কলোনির বাসিন্দা মহম্মদ আব্বাস। সোমবার রাতেই বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে শিলিগুড়িতে নাবালিকা খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে ১০ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। নাবালিকা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আসামীকে আদালতে হাজির করা হয় আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে মারধর করে। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে শিলিগুড়ি আদালতে বিক্ষোভ এলাকাবাসী ও নেপালি সম্প্রদায়ের মহিলাদের। অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করার সময় তাকে মারধর করে ক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আদালত চত্বরে। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি আদালতে গিয়ে দোষীর ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আদালত চত্বরে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা যায় ওই নাবালিকা শিলিগুড়ির একটি নেপালি মাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। অভিযুক্তকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃতদেহের পাশ থেকেই ইটের টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাড়ি থাপড়াইল এলাকায়। স্কুল ছুটির পর হাঁটা পথেই ওই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেছিল নাবালিকা। তার সঙ্গে সাইকেলে চেপে এক যুবক গল্প করতে করতে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের অনুমান কোনওভাবে ঝোপ জঙ্গলে ভরা ঘরে নাবালিকাকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপরই তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। নাবালিকা বাধা দেওয়ায় রাগের মাথায় ঘরে পড়ে থাকা ইট দিয়ে নাবালিকার মাথা থেঁতলে দেয় অভিযুক্ত। ভয়ে এলাকা ছেড়ে দেয় সে। এ প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ওই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে ইট দিয়ে আঘাত করে তাকে প্রাণে মারা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ-সহ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রাত একটা নাগাদ বাড়ি থেকেই মহম্মদ আব্বাসকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রযানের সাফল্য কামনায় মহাযজ্ঞ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ আগস্ট ঃ চাঁদের মাটি স্পর্শ করার অপেক্ষায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চন্দ্রযান-৩। ইসরোর পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২৩ আগস্ট সন্ধ্যায় চাঁদের মাটিতে অবতরণ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে চন্দ্রযান-৩। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সফট ল্যান্ডিংয়ের। গোটা দেশ এখন প্রার্থনা করছে, যাতে চন্দ্রযান-৩ সফল ভাবে চাঁদের মাটি ছুতে পারে। সারা দেশের সঙ্গে ইসরোর সাফল্য কামনা করে কোচবিহারে হল এই মহাযজ্ঞ। গত ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান-৩ মিশনে চাঁদে রকেট পাঠিয়েছে ইসরো। পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথে একাধিকবার ঘুরে বর্তমানে চাঁদের একেবারে কাছে চলে গিয়েছে চন্দ্রযান-৩। বুধবার সন্ধে ৬টা ৪ মিনিটে পালকের মতো করে চাঁদের মাটিতে অবতরণের কথা রয়েছে। চাঁদে জলের খোঁজ, আবহাওয়া, খনিজ পদার্থ সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করবে চন্দ্রযানের মডিউল। এতদিন চাঁদের বিভিন্ন প্রান্তে রকেট পাঠানো হলেও চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে এখনও পর্যন্ত কেউ অভিযান চালিয়ে সফল হয়নি। ভারতের পাশাপাশি রাশিয়া সেখানে রকেট পাঠালেও শেষ মুহূর্তে তা ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে বুধবার চন্দ্রযান-৩ চাঁদে সফল অবতরণ করলে ইতিহাস তৈরি গড়বে ভারত। যার জন্যই চলেছে পূজা। মঙ্গলবার আস্থা ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা মহাযজ্ঞের আয়োজন করে কোচবিহারে। এদিন জেলার মদনমোহন কলোনি এলাকায় পুরোহিত দিয়ে নিয়মনিষ্ঠা মেনে দীর্ঘক্ষণ চলে এই মহাযজ্ঞ। আয়োজকদের তরফে শংকর রায় বলেছেন, ভারত ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে। তার সাফল্য কামনা করেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

অজগর উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ আগস্ট ঃ স্কুলের পাশে থেকে উদ্ধার অজগর, লম্বায় অন্তত ১২ ফুট। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত এলাকা জালাস নিজামতারা অঞ্চলের কেবলজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয় অজগরটি। জালের ভিতরে আটকে ছিল অজগরটি। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম দেখতে পেয়ে প্রথমে খবর দেন স্কুলের শিক্ষক ও বনদপ্তরকে। অজগরটিকে উদ্ধার করার পরে আটকে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় ঘোষপুকুর বনদপ্তরে। খবর ছড়িয়ে যেতেই স্থানীয়দের ভিড় জমে অজগরটি দেখবার জন্য। নকশালবাড়ি টুকুরিয়া বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে অজগরটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। তবে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এনবাল সিংহ জানান, এর পূর্বেও স্কুলের পাশে সাপ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে স্কুলের আশেপাশে সাপ দেখতে পাওয়ায় আতঙ্কবোধ করে স্কুলে পড়ুয়ারা। তবে আজ স্কুল খোলার পূর্বে অজগর উদ্ধার হওয়ায় স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা ততটা ভয় পায়নি। অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস স্থানীয় বাসিন্দা থেকে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275

রেজি. অফিস ঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ ফ্লোর), ৩বি, লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১

ই-মেল ঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইট ঃ www.dianatea.in

১১২তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং তথ্যাবলী এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় **১১২তম (একশো বারো) বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম বা সভা) ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি)** সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে **বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে সভার নোটিসে (নোটিস)। ব্যাপকহারে কোভিড-১৯ আতঙ্কের কারনে, সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে চলার জন্য বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক জারি করেছে সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৭ / ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং. ২০ / ২০২০ তারিখ ০৫মে, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ যৌথভাবে এবং সাধারণ সার্কুলার নং. ১০/ ২০২২ তারিখ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (এরপর উল্লেখ হবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সঙ্গে পড়তে হবে সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ৭৯, নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১ , নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২ / সিআইআর / পি / ২০২২ / ৬২ এবং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি২ / পি / সিআইআর / ২০২৩ / ৪ তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ যৌথভাবে (এরপর উল্লেখ হবে সেবি সার্কুলার) অনুমোদন করেছে কোম্পানিদিগকে অনুষ্ঠিত করতে বার্ষিক সাধারন সভা ভিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে, অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার এবং অনুসারী বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন,২০১৩ (সংশোধনী) (আইন) এবং ধারা পরবর্তী সময়কালে এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, সংশোধনী সময় সময় (সেবি তালিকাভুক্ত ধারা)।

অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার, এজিএম সংক্রান্ত নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন সঙ্গে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পাঠানো হয়েছে ইমেলে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি অথবা রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা.লি. এবং যারা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধরে রেখেছেন। নোটিস এবং বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.dianatea.in অধীন 'ইনভেস্টর রিলেশন্স' শিরোনামে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত www.bseindia.com। সদস্য, নোটিস যারা পাননি, তারা ডাউনলোড করতে পারেন কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে অথবা অনুরোধ পাঠাতে পারেন কোম্পানি সচিবকে একই কপি পাওয়ার জন্য-contactus@dianatea.in অথবা কোম্পানির আরটিএ mdpldc@yahoo.com। নোটিস আরও পাওয়া যাবে সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-www.evotingindia.com।

সদস্যদের আরও জ্ঞাত করানো যায় যে ঃ

১) অনুসারী ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫ এবং সেক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারন সভায় (এসএস২) জারি করেছে ইন্সিটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিস অফ ইন্ডিয়া, কোম্পানি আনন্দিত সদস্যদের সুবিধা দিতে পেরে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার দিতে পেরে বানিজ্যিক আলোচনা যা হবে এজিএমে। কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল পরিষেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান করার জন্য। পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করার সভা চলাকালীন প্রদান করা হয়েছে নোটিসে।

২) বানিজ্য বিষয়ক যা নোটিসে উল্লেখ রয়েছে আলোচিত হবে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে। সদস্য যাদের নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে অথবা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা পরিচালিত হয় ডিপোসিটারি দ্বারা **বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কাট-অফ তারিখ,** তারাই পাবেন ই-ভোটিং সুবিধা। একবার কোন সদস্য কোন বিষয়ে ভোটদান করলে, তারপর তিনি তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে **সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আইএসটি) এবং শেষ হবে বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় আইএসটি)।** রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল এর পর। **কোন ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সদস্য নন, তাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।**

৩) সদস্যরা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন, যারা ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিংয়ে তিনিই ভোটদান করতে পারবেন এজিএমে ই-ভোটিং ব্যবস্থায়-www.evotingindia.com।

কোন সদস্য নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এজিএমের পূর্বে ভিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে তিনি এজিএমে যোগ দিলেও ভোট দিতে পারবেন না।

৪) কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়েছেন এবং সদস্য হয়েছেন কোম্পানির নোটিস প্রেরণের পর কাট-অফ তারিখের পূর্বে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ নিজের ই-ভোটিং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com।

যে সদস্যরা ইতিমধ্যে রেজিস্টার রয়েছেন সিডিএসএল-এ রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তারা নিজেদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন ই-ভোটিংয়ের জন্য।

৫) সমস্ত নথিপত্র উল্লেখ রয়েছে নোটিসে এবং বিস্তারিত বিবরণী পাওয়া যাবে দেখার জন্য কোম্পানি সদস্যদের দ্বারা কোন ফিজ প্রদান না করে এজিএম তারিখ সহ। সদস্যরা তা দেখার জন্য নিজেদের অনুরোধ পাঠান-contactus@dianatea.in নিজেদের রেজিস্টার ইমেল থেকে নিজের নাম এবং ফোলিও নাম্বার / ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে।

৬) যদি কোন প্রশ্ন থাকে এজিএমে যোগদান ও ই-ভোটিং সংক্রান্ত ই-ভোটিং ব্যবস্থায়, সদস্যরা পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে www.evotingindia.com অধীন হেল্প সেকশানে অথবা চিঠি লিখুন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী নীতিন কুন্দের (০২২-২৩০৫৮৭৩৮) অথবা শ্রী মেহবুব লাখানি (০২২-২৩০৫৮৫৪৩) অথবা শ্রী রাকেশ দালভি (০২২-২৩০৫৮৫৪২) সাথে। সমস্ত সহযোগিতা সংযুক্ত হবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের সাথে তা দেখভাল করবেন শ্রী রাকেশ দালভি, ম্যানেজার (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ অথবা ইমেল পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা কল করুন ০২২-২৩০৫৮৫৪২/ ৪৩।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী বন্দোবস্ত সেকশান ৯১ আইন এবং ধারা ৪২ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ যে সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **(শুক্রবার) ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** থেকে **(বৃহস্পতিবার) ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ)** বার্ষিক সাধারন সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের জন্য।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00343837

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২২ আগস্ট, ২০২৩

বেহাল রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে বড়জোড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ আগস্ট ঃ বড়জোড়ায় বেহাল দশা রাস্তার জল কাদার উপর ধানের চারা রোপন করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। অভিনব কায়দায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির বড়জোড়া মন্ডল-১ সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ কর। মঙ্গলবার সকালে একদল বিজেপির কর্মী-সমর্থক বড়জোড়া এলাকায় মিছিল করে এসে থানা সংলগ্ন রাস্তার উপর ধানের চারা রোপন করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, বড়জোড়া থেকে ভৈরবপুর-বামুনডিহা ভায়া পখন্না-তাজপুর রাস্তা মরন ফাঁদে পরিনত হয়েছে। রাস্তাটি যেন দুর্ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। বছর দুয়েক আগে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়। কাটমানির ফলে কাজ হয় অত্যন্ত নিম্নমানের। মন্ডল সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ দাবি করেন, সেই কারণেই অল্প সময়ের ব্যবধানেই ওই রাস্তা যানচলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পুরো রাস্তা খানাখন্দে ভরে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়ে পায়ে চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে স্কুল যেতে ছেলে-মেয়েদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। অ্যাম্বুলেন্স, টোটো ঢুকতে পারে না। সোমনাথ করের অভিযোগ, এই বেহাল রাস্তার জন্য দায়ী পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারী থেকে শাসকদলের নেতারা। তিনি বলেন, আমরা এদিন প্রতীকী বিক্ষোভ করলাম। এরপরও যদি প্রশাসন উদাসীন থাকে তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ডব্লু৭_ব্যালাস্ট_এইচআরএনএস_পিকেআর_২০২৩, তারিখঃ ২২.০৮.২০২৩। জিএম/ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ডব্লু৭_ব্যালাস্ট_এইচআরএনএস_পিকেআর_২০২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল / সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদা এবং আসানসোল ডিভিসনের জন্য বিওবিওয়াইএন টাইপ ওয়াগন এফ.ও.আর. হরিণসিং/পাকুড় কোয়্যারি-তে ১,০০,০০০ ঘন মি. মেশিনে ভাঙ্গা হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, লিডিং এবং লোডিং। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১৫,০০,৩৬,০০০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯,০০,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **বিডিং সিস্টেমঃ** ট্যু প্যাকেট সিস্টেম। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.৫৭ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০১.০৯.২০২৩। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

MISC-115/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সালমারীতে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/জিএস/১২_২০২৩-২৪/কে। **তারিখ:** ১৮-০৮-২০২৩; **টেন্ডার নং.:** ইএল/জিএস/১২_২০২৩-২৪/কে। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম:** "সালমারীতে (এসআরআই) টিআরডি কাজ সহ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য এফওবি সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।" **টেন্ডার মূল্য : ₹** ৭৪,৬৫,৪৭০/-; **বায়না মূল্য :** ₹ ১,৪৯,৩০০/- ; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং খোলা **১১-০৯-২০২৩** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক/ টিআরডি কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_জিএস_টিআরডি_২৩_২০২৩-২৪/কে। **তারিখ :** ১৮-০৮-২০২৩; **টেন্ডার নং.:** ইএল_জিএস_টিআরডি_২৩_২০২৩-২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম:** সালমারীতে টিআরডি কাজ সহ (বৈদ্যুতিক/ টিআরডি) গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য এফওবি সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।" **টেন্ডার মূল্য : ₹** ৮০,৩৩,০০১.০৭/-; **বায়না মূল্য :** ₹ ১,৬০,৭০০/- ; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং খোলা **১৩-০৯-২০২৩** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজমনগর রোডে এফওবি সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_টিআরডি_১৮_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ঃ** ইএল_জিএস_টিআরডি_১৮_২০২৩-২৪, **কাজের নামঃ** আজমনগর রোডে এফওবি সম্পর্কিত মেজর আপগ্রেডেশন বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ টিআরডি কাজ। (ইলেকট্রিক্যাল/টিআরডি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৭,৩৩,৮১৩.৪১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৯৪,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-০৯-২০২৩ তারিখের তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালদা কোর্টে এফওবি সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_০৯_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_জিএস_০৯_২০২৩-২৪, **কাজের নামঃ** "মালদা কোর্টে এফওবি সম্পর্কিত মেজর আপগ্রেডেশন বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ টিআরডি কাজ।" (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৯,১৫,০৭৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৯৮,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Moshiara Gram Panchayat

Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No: - 233 /MoshGP/2022-23 Date: - 22/08/2023
NIT No-05/MoshGP/2023-24(3rd Call)
NIT No-06/MoshGP/2023-24

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for Construction works, within Moshiara GP details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO-Moshiara, Dist.-Bankura.

Sd/- Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

প্যাথোলজিকাল পরীক্ষা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশের অনুরোধ

বিজ্ঞপ্তি নং : এনও.এইচজি/মেড/টাই-আপ/ব্লাড অ্যান্ড ইউরিন ইনভেস্ট/সিজিএইচএস/২০২৩

তিন বছরের জন্য অর্থোপেডিক হাসপাতাল, হাওড়ার রেলওয়ে রোগীদের রক্ত ও মূত্রের প্যাথোলজিকাল পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছুক ডায়াগনস্টিক সেন্টার/হাসপাতালের থেকে আগ্রহ প্রকাশের (ইওআই) আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ২৭.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত।** বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in**-তে ডিভিসন - হাওড়া - ডিপার্টমেন্ট - মেডিক্যালের অধীনে পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৩/৩৫, তারিখঃ ২১.০৮.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ০৫২৩১০৩১বি;** অ্যান্টিওয়্যার হাইড্রলিক অয়েল এক্সট্রা হেভি ডিউটি ইত্যাদি; ১৭০০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ০৮২২১২৩৫;** 'ফিনিশিং ভার্নিশ টিভিএ-১৪১০ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৪৩৮৭০ টাকা **(৩); ১৪২৩১০৯১;** আইআরএসঃ এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিক সংশোধনী সহ যদি থাকে) অনুযায়ী হার্ড রাবার কন্টেনারে লেড অ্যাসিড সেল, ২ ভোল্ট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৯৭৬৩০ টাকা। **(৪); ২১২৩১৩৬৪;** অটোমেটিক প্রেসার মডিফিকেশন (এপিএম) ডিভাইস ইত্যাদি; ৩৪৮৪৭০ টাকা। **(৫); ২১২৩১৪৬২;** ইন্ডিকেটর অ্যাসেম্বলি; ১৪৩২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২ থেকে ৫-এর জন্য)। **(৬); ২১২৩৫০২৭;** হেড স্টক ইত্যাদি; ৬৮৩০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ১১২৩১০২৫;** প্রাইমারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ৬০০৯২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ১১২৩১৫০৪;** সেকেন্ডারি স্প্রিং ইনার; ১১৯২১০ টাকা **(৯); ১১২৩৫০০৮;** অ্যাক্সল মাউন্টেড ডিস্ক ব্রেক ইক্যুইপমেন্টের এক সেট; ২০০০০০০ টাকা **(১০); ১৬২৩৫০৩৫;** ১৬০ বর্গ মিমি অ্যানিল্ড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার ওয়্যার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৯৭৮৬০ টাকা। **(১১); ২০২৩১০৮৭;** এম/কোচের অ্যাক্সল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য লোয়ার রাবার ওয়াশার; ১৮০৬৬০ টাকা। **(১২); ২১২৩১০১০;** বোলস্টার স্প্রিং আউটার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৫২৮১০ টাকা। **(১৩); ২১২৩১০৬৩;** বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য ইয়োক সাপোর্ট প্লেট ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৮ থেকে ১৩-এর জন্য) **(১৪); ০৪২৩৫০৩৭;** অ্যানেক্সার-VI অনুযায়ী ওল্ড ডিজাইনের জন্য পার্কার ফিটিংয়ের প্রাপ্যতা (৫০ আইটেম); ৯১৪৫০ টাকা। **(১৫); ১৪২৩১১০৪;** স্পেসি. নং আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (রেভ.৪-০) (সাম্প্রতিক সংশোধনী সহ যদি থাকে) অনুযায়ী হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্টাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড্, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি), সাইজঃ ২৪ কোর x ১.৫ বর্গ মিমি; ১৫০৬৭০ টাকা। **(১৬); ২০২৩১৮২৯;** ইএমইউ ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর জন্য মডিফায়েড ফ্যান চেম্বার (৩.১৫ মিমি পুরু প্লেট); ০ টাকা। **(১৭); ২০২৩৫০৩০;** আইসিএফ ড্রইং নং ইএমইউ /এম-০-২-০০২; অল্ট -জে/২ (আইটেম-২) এবং আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/২০০৭/সিজি-০৮ তৎসহ সংশোধনী স্লিপ নং ১ অফ জুলাই ২০০৯ অনুযায়ী অ্যাক্সল বক্স হাউজিং (ফিনিশড্ মেশিন্ড)-এর প্রাপ্যতা; ৭৯০৭০ টাকা। **(১৮); ২০২৩৫০৩৯;** এম/কোচ (মডিফায়েড বোগী)-এর জন্য বোগী বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **(১৯); ২১২৩১০২৪;** ক্যাসনাব বোগীর জন্য সাইড ফ্রেম ফ্রিকশন লাইনার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৭২৮৫০ টাকা। **(২০); ২১২৩১১৪৯;** বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য সাইড বিয়ারারের জন্য প্যাকিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৫৪০৪০ টাকা। **(২১); ২১২৩১৩৮২এ;** নাকল, এসটিআর নং ডব্লুডি-৭০-বিডি-১০ (রেভ.৩); ২০০০০০০ টাকা। **(২২); ২১২৩১৪১২;** এনএলবি বোগীর জন্য কনস্ট্যান্ট কনট্যাক্ট পলিইউরেথেন সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৫৮২২৮০ টাকা। **(২৩); ২১২৩১৪১৭এ;** ক্যাসনাব বোগীর জন্য বোগী সেন্টার পিভোট বটম; ১৩৭০৩০ টাকা। **(২৪); ২১২৩৫০২৫;** আপগ্রেডেড সিটিআরবি (৬" x ১১") ক্লাস ই-এর জন্য অ্যাক্সল এন্ড ক্যাপ এবং আপগ্রেডেড ক্লাস ই সিটিআরবি-র জন্য ব্যাকিং রিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২৯৯৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৪ থেকে ২৪-এর জন্য) **(২৫); ২১২৩১৩৮৮এ;** লক লিফট্ লিভার হুক ইত্যাদি; ৯০৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ০৫২৩১০৫৬;** ইনহিবিটেড মিনারেল ইনস্যুলেটিং অয়েলের প্রাপ্যতা; ৮৯৫৫২০ টাকা **(২৭); ১১২৩১০৯৭;** সিলড্ উইন্ডো গ্লাস ইউনিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৫১০১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২৬ এবং ২৭-এর জন্য) **(২৮); ১০২৩১৮৭৮;** মেটালাইজড্ কার্বন স্ট্রিপ; ৫৫৯৪৩০ টাকা। **(২৯); ১৪২৩১১০৯;** স্পেসি নং আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (রেভ. ৪.০) তৎসহ সাম্প্রতিক সংশোধনী যদি থাকে অনুযায়ী হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রীন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি), সাইজ ১২ কোর x ১.৫ বর্গ মিমি; ২০০০০০০ টাকা। **(৩০); ২০২৩১৯২৮;** আইসিএফ ড্রইং নং ইএমইউ/এম-০-২-০০৪, আইটেম-২, অল্ট ''ভি/৪'' (স্মল ভি বাই ৪) অনুযায়ী অ্যাক্সল বক্স রোলার বিয়ারিং (সম্পূর্ণ মেশিনড্)-এর জন্য রিয়ার কভারের প্রাপ্যতা; ১৫২৪৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২৮ থেকে ৩০-এর জন্য) **(৩১); ১০২৩১৯২৯;** লোকোর জন্য এনআই-সিডি ব্যাটারি; ৩৪৮৬৪০ টাকা **(৩২); ২১২৩১৩৮১এ;** কাপলার বডি এবং শাঙ্ক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৩১ এবং ৩২-এর জন্য)। **(৩৩); ০৫২৩১০৪১;** বিজি এসি-র জন্য অ্যাক্সল সাসপেনশন বিয়ারিং অয়েলের প্রাপ্যতা; ৮৮৯৮৮০ টাকা। **(৩৪); ০৫২৩১০৯৪;** জেনটিয়ান ব্লু, ফিনিশিং (আরএএল-৫০১০) ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২৮৮৮১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৩৩ এবং ৩৪-এর জন্য)। **(৩৫); ১১২৩১১৪৬;** বল জয়েন্ট রোল লিংক; ২৮৩৫৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০৯.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৬); ০৭২৩১১৭৮;** আরডিএসও স্পেসি. নং. সি-কে৫১৩ (রেভ.-০ অফ ডিসেম্বর-২০০৫) তৎসহ ০৬ সংশোধনী-আগস্ট-২০১৬-তে ইস্যুকৃত শেষ সংশোধনী স্লিপ নং ৬ এবং সংশোধনী নং ১ অফ জুন-২০১৫ অনুযায়ী প্রি-ল্যামিনেটেড শেডেড কমপ্রেগ শীট, সাইজঃ ২৪৪০ মিমি x ১২২০ মিমি x ৪ মিমি, সেমি ম্যাট ফিনিশড্, কালার-স্টার ডাস্ট গ্রে, ওয়ান সাইড শেডেড; ৮৩৯৮০ টাকা। **(৩৭); ২০২৩৫০৩৫;** এয়ার জেনারেশন এবং ট্রিটমেন্ট ইউনিট; ৮৫২২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.১০.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৩৬ এবং ৩৭-এর জন্য)। **(৩৮); ০৫২৩১০০৯;** পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং মিডল ব্রান্সউইক গ্রীন-এর প্রাপ্যতা; ৭৭২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.১০.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৯); ০৪২৩৫০০৫;** স্টপ ব্রেক ভালভ্ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৫৭৭৫৫০ টাকা। **(৪০); ১১২৩১৭৭৯;** হুইল সেট আর্থিং ইক্যুইপমেন্ট; ২৪০৮৬০ টাকা। **(৪১); ২১২৩১০১৮;** ক্যাসনাব-২২ এনএলবি বোগীর (মডিফায়েড সেপারেট টাইপ পিভোটের জন্য) জন্য কাস্ট স্টিল বোলস্টার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৪০৪৪৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.১০.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৩৯ থেকে ৪১-এর জন্য)। **(৪২); ১১২৩১৬১৯;** সেকেন্ডারি সাসপেনশনের জন্য প্যাড; ৯৮১৭৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.১০.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪৩); ০৫২৩১০৪৬;** অয়েল হাইড্রলিক ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৫৩১২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.১১.২০২৩, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৪৩-এর জন্য)। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারের জন্য ইস্যুকৃত সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুনঃ ০৪২৩৫০২৭, খোলার তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৩। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-31/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২৭ অব ২০২৩, তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** এমএলজি-৩৬-২০২৩। **কাজের নাম ও স্থান ঃ** পাণ্ডু-মালিগাঁওয়েঃ- (ক) পাণ্ডু টিলাতে অবস্থিত ওয়াটার ইনটেক পয়েন্ট, ওয়াটার ওয়ার্কস কমপ্লেক্স, ফিল্টারেশন প্ল্যান্ট, রিজার্ভ ট্যাংকে প্রদত্ত বিভিন্ন ভ্যাল্ভ-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা, বৃহত্তর পাণ্ডু-মালিগাঁও অঞ্চলে বিদ্যমান ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি, কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন, সেন্ট্রাল হাসপাতাল ইত্যাদি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জল বিতরণ করা। **(খ)** পাণ্ডু-মালিগাঁওয়ের সমগ্র জল সরবরাহ পদ্ধতির মসৃণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রোপ প্যাড, ফ্লেক্সিবেল হোস পাইপ, পলিমার, হাইপো ক্লোরাইড, কমন সল্ট, ফিল্টার মিডিয়া, মহিষের চামড়ার শিট ইত্যাদির সরবরাহ করা। **(খ)** এসএসই/ ডব্লিউ/ ইস্ট/পাণ্ডু এবং এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বছর সময়ের জন্য ফিল্টারেশন প্ল্যান্ট এবং ইন্টারমেডিয়েট বুস্টিং পাম্পে জল সরবরাহ পদ্ধতিতে প্রদত্ত ইলেকট্রো ক্লোরিনেটর (সিক্লোর ম্যাক-১০০০ ও সিক্লোর ম্যাক-৫০০)-এর রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৭৪,৪৭,১৬২.৯৯ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩,৮৭,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিইএন/ কো-অর্ড, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

My client SMT NIVEDITA SINGH W/O Uttam Kumar Singh, resident of Shilpa Samity Para, Ward No: 4 of Jalpaiguri Municipality, P.S: Kotwali, P.O & Dist: Jalpaiguri, Pin: 735101, West Bengal, intends to purchase landed property measuring 1.81 Kathas vacant land situated under Mouza- Kharia, Pargana- Baikunthapur, R.S Khatian No. 6437/1 & 6437/2, LR Khatian No. 83, R.S. Plot No. 1601/2495 & 1601/2496, LR Plot No. 39, J.L. No. 07, Sheet No. 4 (Old) & 58 (New), P.S. Kotwali, Dist-Jalpaiguri from SRI PARTHA KUMAR HORE, S/O Late Prithwish Chandra Hore, resident of College Para, Ward No: 21 of Jalpaiguri Municipality, P.S: Kotwali, P.O & Dist: Jalpaiguri, Pin: 735101, West Bengal.

If any Person/s, Company/s, Firm/s, Group/s, having any claim/ objection, should intimate the undersigned within 04 days from the date of this publication, otherwise no claim/ objection shall be entertained in future.

Sd/-SUBHAM BASU
Advocate /Jalpaiguri
Senpara, Jalpaiguri-735101
90029-12560 (M)
74774-94414(M)

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) 1026, B 2049, B 2279, B/91/084, B/95-77/127 for 640 share(s) bearing distinctive nos. 14115-14119, 134398-134402, 153405-153414, 221037-221056, 383638-384237(both inclusive) of Peerless General Finance & Investment Co. Ltd., having its Registered Office at Peerless Bhavan, 3 Esplanade East, Kolkata - 700 069., registered in the name(s) of Late Mrs. Augusta De Mello. has/have been lost. The shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) Authority.

I, being the Claimant(s), shall be applying to the IEPF Authority/Company for re-credit of the shares transferred as per the IEPF Rules. Any person having any objection to the re-credit of the Shares covered in the said original share certificate(s) to the applicant/claimant, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Place : Mumbai
Date : 22-8-2023

MERLE ALMEIDA KURIYAN
Flat No.104, Vinay Apartments,
Janki Kutir, Juhu Road, Juhu Church,
Vile Parle West, Mumbai
Maharashtra 400049.

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562

Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati,
Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম), কোন একক স্থানে সদস্যরা শারিরীকভাবে উপস্থিত না থেকে, আলোচিত হবে বানিজ্যিক সূচি যা স্থির রয়েছে নোটিসে তারিখ **১০ আগস্ট, ২০২৩** অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং তার পরবর্তী ধারা সমূহ সঙ্গে পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪/ ২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২ তারিখ ৮এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৫ মে ২০২২ এবং ২৮ডিসেম্বর ২০২২ যৌথভাবে যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন্স, ২০১৫ (তালিকাভুক্ত ধারা) সঙ্গে পঠিত সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২০/ ৭৯, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২২/ ৬২ এবং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ৪ তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ যৌথভাবে জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। শেয়ার হোল্ডারদের সূচিত করা যায় যে এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে **মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩** সেই সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট / কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট নিশ টেকনোলজিস প্রা.লি. (আরটিএ) / কোম্পানিতে।

৩২তম এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.ntcind.com/annual-report/। একই পাওয়া যাবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড https://www.bseindia.com/ এবং https://www.cse-india.com/ যৌথভাবে।

কোম্পানি অনুসারী হিসাবে সেকশান ১০৮ আইনের সঙ্গে পঠিত ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) জারি করেছে ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিয়েটস অফ ইন্ডিয়া এবং রেগুলেশান ৪৪ লিস্টিং রেগুলেশন্স, সদস্যদের একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি নিযুক্ত করেছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) সুবিধা প্রদান করতে রিমোট ই-ভোটিং, এজিএমে অংশগ্রহণ করতে ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে এবং এজিএমে ভোট প্রদান করতে। সদস্যদের ভোটাধিকারি বিবেচিত হবে তাদের ধরে রাখা ইক্যুইটি শেয়ার ভিত্তিতে কোম্পানির তরফে প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে **বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ)।** শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্য যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তারাই তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

সদস্যরা ভিসির মাধ্যমে কোম্পানির এজিএমে যোগ দিতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএমের নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং **সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং বুধবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** শেষ হবে। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সদস্যরা ভিসিও / এভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে / অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএমের নোটিস পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন তিনি evoting@nsdl.co.in বা nichetechpl@nichetechpl.com এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং ভিসি-র মাধ্যমে এজিএমে যোগদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যা নোটিসে প্রদত্ত।

পরিচালনা পর্ষদ এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের প্রাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এসিএস নং ১৭১৯০, সিপি নং ১৮৪২৮) অংশীদার শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়াকে এজিএম এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া চলাকালীন ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করেছে ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এবং এই ধরনের নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি পাওয়া গেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিস এবং অন্যান্য যোগাযোগ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারহোল্ডারদের, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, যারা এখনও তাদের ই-মেল ঠিকানা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ নিবন্ধন করেননি, তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট মাধ্যমে ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে একই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং বাকিদের ক্ষেত্রে যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন তাদের কোম্পানির আরটিএ-তে লেখার মাধ্যমে।

ই-ভোটিং-এর ফলাফল এজিএম তারিখে বা তার পরে ঘোষণা করা হবে বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.ntcind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে https://www.bseindia.com/ এবং www.cse-india.com।

যদি কোন প্রশ্ন / সহায়তা দরকার থাকে রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএমে ই-ভোটিং সংক্রান্ত, দয়াকরে দেখুন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন ১৮০০-১০২০-৯৯০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in একটি অনুরোধ পাঠান বা শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার বা মিস পল্লবী মাহাত্রে, ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সাথে মনোনীত ইমেল আইডিগুলিতে যোগাযোগ করুন amitv@nsdl.co.in বা pallavid@nsdl.co.in বা টেলিফোন নম্বরে ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা /-
অনুশ্রী চৌধুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি ও সহযোগী আধিকারিক

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৩ আগস্ট, ২০২৩

কারনেশান ইন্ড্রাস্ট্রিজ লি.

CIN : L27209WB1983PLC035920

রেজি. অফিস ঃ ৯ / সি, কুমার পাড়া রোড, ২য় ফ্লোর, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪
কর্পোরেট অফিস ঃ ২২২, এজেসি বোস রোড,
১ম ফ্লোর, রুম নং. ৭ ও ৮, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন ঃ ৯১ ২২৮৭ ৮২২৯, E-Mail : investor@carnationindustries.com
Website : www.carnationindustries.com

৪০তম বার্ষিক সাধারন সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা কারনেশান ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সি (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) নোটিসে উল্লেখিত বানিজ্যিক সূচিতে।

এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ২০২২-২৩ পাঠানো হয়েছে কোম্পানির সেই সকল সদস্যদের বৈদ্যুতিন উপায়ে, যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টেন্ট। এই বিষয়ের ফিজিক্যাল কপি পাওয়ার জন্য যে সদস্যরা অনুরোধ না পাওয়া পর্যন্ত, বাকি সদস্যদের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ করা হয়েছে পারমিটিড মোডে। কোম্পানি সমস্ত প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ন করেছে ই-মেল এবং অন্যান্য পারমিটিড মোডে বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। সদস্যরা লক্ষ্য রাখবেন, এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.carnationindustries.com, বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com। এই নোটিস আরও পাওয়া যাবে এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানে সংযুক্ত সংস্থা) ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে-www.evoting.nsdl.com।

অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত সেকশান ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ (সেবি তালিকাভুক্ত ধারা, ২০১৫) , কোম্পনি সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইলেকট্রনিক উপায়ে এবং উল্লেখিত বানিজ্যিক সূচি আলোচিত হবে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধায় যা প্রদান করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে বুধবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর,২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ হয়ে যাবে উল্লেখিত সময় সমাপ্তির পর। ভোটাধিকার বিবেচিত হবে সদস্যদের ধার্য্য ইক্যুইটি শেয়ারের ওপর শুক্রবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) ভিত্তিতে এবং যদি কেউ, যা নাম রেকর্ড রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা ডিপোজিটারি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কাট-অফ তারিখে, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারাই বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং সভায়-এর জন্য। যদি কেউ সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তিনি নোটিস পেয়েছেন শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।

সদস্যগন, যারা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা (সদস্যদের ফিজিক্যাল ফর্মে ধরে রাখা শেয়ার সহ) কোম্পানি/ ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তা আপডেট করানোর জন্য নোটিসে উল্লেখিত পদ্ধতি মোতাবেক।

যদি কেউ, কোম্পানির শেয়ার নিয়েছেন এবং সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, লগইন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.co.in বা info@carnationindustries.com। যদি ইতিমধ্যে কেউ রেজিস্টার থাকেন এনএসডিএল-এ ই-ভোটিংয়ের জন্য তাহলে নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

যদি কোন জানার বিষয় থাকে ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে, তাহলে দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে www.evoting.india.com অধীন হেল্প সেকশান বা ইমেল পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.co.in বা কল করুণ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০।

সমস্ত ধরণের সহায়তার জন্য এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের বিষয়ে দেখভাল করবেন মিস. পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার evoting@nsdl.co.in , (এনএসডিএল) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড, ৪ ফ্লোর, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ বা ইমেল পাঠান evoting@nsdl.co.in বা কল করুণ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নাম্বারে। সদস্যরা কোম্পানিকে ইমেলও পাঠাতে পারেন info@carnationindustries.com।

কারনেশান ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
রবীন্দ্র প্রকাশ সেহগাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN-00119477

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২২.০৮.২০২৩

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ডিমের কুসুমেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

রূপচর্চায় ডিম ব্যবহার নতুন নয়। তবে মূলত, চুলের যত্নেই ডিম

ব্যবহার করতে দেখা যায় বেশি। কিন্তু রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিমের কুসুম কিন্তু ত্বক ঝকঝকে করতে দারুণ কাজে লাগে। রইল এমনই কিছু ডিম দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাকের রেসিপি। ১) শুষ্ক ত্বকের জন্য প্রথমে একটি ডিম নিয়ে তার থেকে কুসুম আলাদা করে নিন। এবার এই কুসুমটির সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখে ভালো করে ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলে এই প্যাকটি মুখে লাগিয়ে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট বাদে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে। ২) মুখের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল ব্ল্যাকহেডেস। এরজন্য একটি ডিমের কুসুমকে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এরপর তা ব্রাশে করে নাকের চারপাশে লাগিয়ে নিন। এরপর একটি টিসু পেপার লাগিয়ে নিন নাকের উপর। ডিমের প্রথম লেয়ারটি শুকিয়ে গেলে আরেকটি লেয়ার লাগিয়ে নিন। এরপর শুকিয়ে গেলে কাগজ গুলিকে টেনে তুলে ফেলুন। দেখবেন কাগজের সঙ্গে ব্ল্যাকহেডসও উঠে আসবে। ৩) তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ হওয়ার প্রবল সম্ভবনা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ মধু এবং এক চামচ বাদাম তেল নিয়ে তা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর ত্বকে প্যাকটি ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ৪) ত্বক উজ্জ্বল রাখতে একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ ঘন ক্রিম এবং এক চামচ গাজরের রস মিশিয়ে একটি প্যাক বানিয়ে নিন। এবার এই প্যাকটি ত্বকে লাগিয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে।

বরফ গলা জলের ফেসিয়ালেই জেল্লাদার ত্বক!

বলিউডের সবথেকে ব্যস্ত বর্তমানে নায়িকা হলেন আলিয়া ভাট। বি-টাউনের এই মিষ্টি অভিনেত্রীর ঝুলিতে একের পর এক কাজ এখন। বয়স ত্রিশের কোঠায় হলেও আলিয়া দেখতে ষোড়শী। তাঁর গোলাপি আভাযুক্ত জেল্লাদার ঝকঝকে সেই ত্বক কিন্তু আপনিও পেতে পারেন। কীভাবে? আলিয়া ভাটের রোজদিন ত্বকচর্চার রুটিনে বরফ গলা জলে ফেসিয়াল মাস্ট! যাকে আইস ওয়াটার ফেসিয়াল বলা হয়। কীভাবে করবেন? খুব

সোজা। ঘাড়, মুখে ক্লিনজিং করার পর একটা গভীর নিঃশ্বাস নেন। তারপরই বরফ গলা ঠান্ডা জলে মুখ ডুবিয়ে দেন আলিয়া। ২ বার এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আসলে, ঘুম থেকে ওঠার পর অনেকের মুখ ফোলা থাকে। আর বাইরে বেরনোর আগে সেই পাফি স্কিনের সমস্যা দূর করতেই এই আইস ওয়াটার ফেসিয়াল-এর জুড়ি মেলা ভার। এতে ত্বক টানটানও হয়। আবার জেল্লাদারও থাকে। আর স্কিন টাইটেনিংয়েও সাহায্য করে এই টোটকা। আর এই আইস ওয়াটার ফেসিয়ালের পরই মেকআপের জন্য তৈরি হন। আইস ওয়াটার ফেসিয়ালের পর ত্বক ময়েশ্চারাইজিং মাস্ট! এরপরই সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিন। ত্বকচর্চার এই টোটকার ফল তো সকলেই পর্দায় দেখতে পান। আপনারাও সহজেই বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। অন্যদিকে পুজোয় কি সাজবেন রইল টিপস- মা আসতে আর বেশি দেরি নেই। প্যান্ডেলে বাঁশ- দড়ি যেমন পড়ে গিয়েছে, তেমন ওয়ার্ড্রোবেও নিত্য-নতুন হাল ফ্যাশনের পোশাকের সম্ভার বাড়ছে। চমক দিতে হবে তো? আর পুজো মানেই বাঙালিদের কাছে শাড়ি। তবে ৬ গজের এই কাপড় পরে প্যান্ডি হপিং বড়ই দু ঃসাধ্য! নতুন শাড়ির কুঁচি-আঁচল সামলানোও চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শিফন শাড়ি। পরে দিব্যি আরাম। এই ম্যাটেরিয়াল এতটাই হালকা যে খুব গরমে যেমন কষ্ট হয় না তেমনই বৃষ্টিতে ভিজলেও শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। পুজোর সাজগোজে আবহাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষষ্ঠী কিংবা সপ্তমীর সকালে রোদে বন্ধুদের সঙ্গে আউটিংয়ে বেরলে প্যাস্টল শেডের শিফন শাড়ি বেছে নিতে পারেন। সঙ্গে থাকুক মানানসই ঝুমকো। কিংবা স্টোনের হাল ফ্যাশনের গয়না। তবে রাতের প্ল্যান হলে, ডার্ক শেডের শিফন বাছুন। আর তার সঙ্গে জমকালো গয়নায় দিব্যি জমে যাবে সাজ। আর সেই নরম শাড়ি ক্যারি করতেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না। দামও সাধ্যের মধ্যেই। ৬০০ টাকা থেকে শুরু রকমারি সম্ভার। বাজার ঘুরে শুধু কিনতে হবে।

কবি সুভাষ বিমানবন্দরে কমলা লাইনের স্ট্রেচ পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২২ আগস্ট, শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি,

মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল আজ, অর্থাৎ ২২.০৮.২০২৩ তারিখে কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশন পর্যন্ত আসন্ন অরেঞ্জ লাইনের পুরো অংশটি পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি এই প্রসারিত বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সময়সীমা অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মেট্রো রেলের সমস্ত প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (RVNL)-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন। তারা জেনারেলকে ব্রিফ করেন। এই স্টেশনগুলিতে উপলব্ধ কাজের অগ্রগতি এবং যাত্রীদের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে ম্যানেজার। শ্রী রেড্ডি এই স্ট্রেচে পিয়ার নির্মাণের জন্য ইএম বাইপাসে ট্রাফিক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত ট্রাফিক ডাইভারশন এবং ট্রায়াল রানও পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি ঠাকুর পার্ক, পিয়ার নং ২৮৮, ২৮৯-এ পিয়ার নং ১৫৬, ১৫৭-এর মতো বিভিন্ন পিয়ারও পরিদর্শন করেছেন। তিনি পিয়ার নং ২৮৬, ২৮৭-এর সাইটগুলিও পরিদর্শন করেছেন যা খুব শীঘ্রই মেট্রোপলিটন ক্রসিং-এ RVNL দ্বারা নির্মিত হবে। শ্রী রেড্ডি ৩১১ নং পিয়ারের সাইটটিও পরিদর্শন করেছেন যা চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ের কাছে নির্মিত হবে। শ্রী রেড্ডি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শহরের চলমান সমস্ত মেট্রো প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন খুলে দেওয়া হবে। ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে, এই প্রসারিত সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত আরও প্রসারিত করা হবে যেখানে এটি পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর সাথে মিলিত হবে। ডিসেম্বর ২০২৪ নাগাদ, এটি সিটি সেন্টার ২ পর্যন্ত আরও প্রসারিত হবে। জুন ২০২৬ এর মধ্যে, কবি সুভাষ থেকে জয় পর্যন্ত পুরো প্রসারিত হিন্দ (বিমানবন্দর) চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি যোগ করেছেন। এর আগে, জেনারেল ম্যানেজার একটি মেট্রোতে উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের যতীন দাস পার্ক থেকে কবি সুভাষ প্রসারিত পরিদর্শন করেছিলেন।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২২ আগস্টঃ পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগগুলির অংশ হিসেবে গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৩-এর জুলাই মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য ট্রাফিক পরিচালনার জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত ধামালগাঁও স্টেশনটি ১২-০৭-২০২৩ তারিখ থেকে বালু ও ব্যালাস্ট ট্র্যাফিক সহ সমস্ত পণ্য সামগ্রীর বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী ট্র্যাফিকের পাশাপাশি পিওএল, পশুসম্পদ, বিস্ফোরক, অন্তর্মুখী কয়লা ও ক্রেন চালান ব্যতীত বহির্মুখী কয়লা ও ক্রেন চালানের ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য খোলা হয়েছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত লাকোয়া স্টেশনটি ১৪-০৭-২০২৩ তারিখ থেকে ০৩ মাস সময়ের জন্য অন্তর্মুখী লোহা ও পাইপ চালানের ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য খোলা হয়েছে। এর পূর্বে ০৩-০১-২০২৩ তারিখ থেকে পিওএল, পশুসম্পদ, বিস্ফোরক, অন্তর্মুখী কয়লা ও ক্রেন চালান ব্যতীত বহির্মুখী কয়লা সহ বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী সমস্ত পণ্য ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য খোলা হয়েছিল। পাথর ও চালের ট্র্যাফিকের মাধ্যমে বিডিইউ-এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ২০২৩-এর জুলাই মাসে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন অতিরিক্ত ৮২.১৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

রাশিয়ার বোমারু বিমান ধ্বংস করল ইউক্রেন

মস্কো, ২২ আগস্ট ঃ বহু চেষ্টা হয়েছে, বহু তরফে বহু কথা হয়েছে। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যেন ইউক্রেনকে শেষ করে দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অগত্যা ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলনিস্কি প্রতিরোধের লড়াই চালিয়ে চলেছেন। সেই দীর্ঘ যুদ্ধেরই অংশ হিসেবে আবার পরস্পরকে টক্কর দেওয়ার চেষ্টায় রাশিয়া- ইউক্রেন। সম্প্রতি রাশিয়ার ভিতরে হামলা চালিয়ে দূরপাল্লার একটি রুশ সুপারসনিক বোমারু বিমান ধ্বংস করেছে ইউক্রেন। রাশিয়ার ভেতরে একটি বিমান ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালায় ইউক্রেন। এতে সেখানে থাকা রুশ ওই যুদ্ধবিমানটি ধ্বংস হয়ে যায় বলে খবর। জানা গিয়েছে, হামলায় ধ্বংস হওয়া ওই বিমানটি টুপোলেভ টু-২২ মডেলের একটি সুপারসনিক বোমারু বিমান। মস্কো বলেছে, ড্রোন হামলায় একটি বিমানের ক্ষতি হয়েছে। তবে এই নিয়ে ইউক্রেন পাল্টা কোনও মন্তব্য করেনি। এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব ছবিতে সেন্ট পিটার্সবার্গের দক্ষিণে অবস্থিত সোলটসি-২ বিমানঘাঁটিতে একটি টুপোলেভ টু-২২ বিমানে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। যেসব বিমান শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে উড়তে পারে তাদের সুপারসনিক বিমান বলা হয়। টুপোলেভ টু-২২ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সুপারসনিক বিমান। ১৯৬২ সালে নির্মিত এই বিমান অবশ্য প্রত্যাশা অনুযায়ী তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি।

নুহ হিংসার অন্যতম অভিযুক্তর পায়ে গুলি পুলিশি এনকাউন্টারে, পরে পাকড়াও

নুহ, ২২ আগস্ট ঃ হরিয়ানার নুহ জেলায় ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে অশান্তি ছড়ায়, তার অন্যতম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নুহ হিংসায় অভিযুক্তর এনকাউন্টারের সময় তার পায়ে গুলি করা হয়। এরপর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। গুরুগ্রামের টাউরু এলাকায় সংঘর্ষের পর অভিযুক্ত আমিরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গত ৩১ জুলাইয়ের হিংসার ঘটনায় এক অভিযুক্তকে টাউরুর কাছে আরাবলিস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমির নামে ওই অভিযুক্ত সংঘর্ষের পর পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল এবং সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতার করতে যাওয়া সিআইএ দলকে সে গুলি করে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে তার পায়ে গুলি লাগে। অভিযুক্ত আমির নলহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি। তার কাছ থেকে একটি দেশীয় পিস্তল ও পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জিন্স- টিশার্ট, লেগিংস পড়া যাবে না, শিক্ষকদের কড়া নির্দেশিকা ঘোষণা করল অসম সরকার

অসম, ২২ আগস্ট ঃ জিনস, লেগিংস পরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারবেন না শিক্ষক- শিক্ষিকারা। নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করে এই বিষয়টি জানিয়ে দিল অসম সরকার। ঐতিহ্যশালী বা ফর্মাল পোশাক পরেই ক্লাসে যেতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। কী ধরনের পোশাক পরতে পারবেন, সেই বিবরণও সাফ লিখে দেওয়া হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়। প্রসঙ্গত, তিন মাস আগেই স্কুলের শিক্ষকদের জন্যও একইরকম পোশাকের নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। সোমবার অসম সরকারের নির্দেশিকা জারি করা হয় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের জন্য। সেখানে বলা হয়েছে, নিজেদের ইচ্ছামতো পোশাক পরছেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। অধিকাংশ জনতারই এইরকম পোশাক পরা পছন্দ নয়। সরকারের নজরেও পড়েছে এই বিষয়টি। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, সবসময় শৃঙ্খলা ও শালীনতার প্রতীক হওয়া উচিত শিক্ষকদের। অন্তত যতক্ষণ তিনি কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন, সেখানে যথাযথ পোশাক পরা উচিত। এই নির্দেশিকার সঙ্গেই পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকদের জন্য আলাদা করে পোশাকবিধি উল্লেখ করেছে অসম সরকার। বলা হয়েছে, পুরুষদের ফর্মাল শার্ট-প্যান্ট পরে কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে। ধুতি বা পাজামাও পরা যেতে পারে। কিন্তু পোলো টি-শার্ট, ডেনিম জিন্সের মতো পোশাক একেবারে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে, মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সালোয়ার সুট, শাড়ি বা মেখলা- চাদর। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে লেগিংস, জিন্স, টি-শার্ট এসব পরা যাবে না। পোশাকবিধির পাশাপাশি আরও একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে অসমের সরকার। বলা হয়েছে, হালকা রঙের পোশাক পরে আসতে হবে। তাছাড়াও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, ভদ্র পোশাক পরতে হবে। প্রসঙ্গত, মে মাসেই সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্যও একইরকম নির্দেশিকা জারি করেছিল অসম সরকার।

দুর্ঘটনার কবলে আপেল বোঝাই ট্রাক

শিমলা, ২২ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আপেল বোঝাই ট্রাক। রাজধানী শিমলার ধলি থানার অন্তর্গত হাসান উপত্যকায় আপেলবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। চালক আহত হন। চালক উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরের কাসিমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, আপেল বোঝাই ট্রাকটি সোমবার সন্ধ্যায় আপেল নিয়ে দিল্লি যাচ্ছিল। হঠাৎই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে পড়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) ধারা ২৭৯, ৩৩৭-র অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাঙ্গুরুরে একাধিক দাবি আদায়ে ধর্ণা কৃষকদের

সাঙ্গুরুর, ২২ আগস্ট ঃ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে হরিয়ানার সাঙ্গুরুর লঙ্গোয়াল থানার বাইরে ধর্ণা ও অবস্থানে বসলেন কৃষকরা। ভারতীয় কিষাণ একতার তত্বাবধানে এই অবস্থানে বসেছেন কৃষকরা। দিলবাগ সিং হরিগড় নামে একজন প্রতিনিধি বলেছেন, কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই ১৬ জন কৃষক জাঠবন্দী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ত্রাণ তহবিল হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন, আমাদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে। আমরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হই, সে জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছিলাম। পুলিশ সুপার পলভিন্দর সিং বলেছেন, তারা গতকালও ''ধর্ণা'' করেছিল। আমরা যখন তাদের সাথে কথা বলেছিলাম এবং প্রধান সড়ক অথবা টোল প্লাজা অবরোধ না করতে বলেছিলাম, তখন তারা বলেছিল যে তারা এখানে (পুলিশ স্টেশনের কাছে) ''ধর্ণা'' করবে। হঠাৎ করে, তারা সরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল যার উপর সংশ্লিষ্ট এসএইচও এবং ডিএসপিরা তাদের সাথে কথা বলেছিল। আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে... আমরা ৩০০-৩৫০ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করেছি এবং নাকাবন্দীও করেছি।

সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পিএনবি-র

২২ আগস্ট ঃ ২১ আগস্ট, জাতীয় প্রবীণ নাগরিক দিবস আমাদের জাতির প্রবীণ প্রতিনিধিদের অর্জন এবং অবদানকে স্বীকৃতি দেয়। দিনটি তাদের উৎসর্গ, কৃতিত্ব এবং তারা সারা জীবন প্রদান করা পরিষেবার জন্য

আমাদের স্বীকৃতি দেখানোর একটি সুযোগ প্রদান করে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক হল সর্ববৃহৎ পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি যা প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্ন কর সুবিধা আমানত স্কিম এবং পেনশন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেনশন বিতরণের আকারে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে। দিনটিকে স্মরণ করার জন্য, পিএনবি কলকাতা জোন তার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট শাখায় সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে, পিএনবি-র এমডি এবং সিইও শ্রী অতুল কুমার গোয়েল হেড-অফিস, নয়াদিল্লি থেকে দূরবর্তী ব্রাঞ্চ ওসিএইচ স্ট্রিটে একটি সহ ভারত জুড়ে ১১ টি পেনশনার লাউঞ্জের উদ্বোধন করেন। স্পন্দন, নিয়মিত বিরতিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। জনাব ফিরোজ হাসনাইন, কলকাতার জোনাল ম্যানেজার বলেছেন যে পিএনবি, কলকাতা জোন নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন শাখায় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই ধরনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। এখন, ব্যাঙ্কের সিনিয়র সিটিজেন গ্রাহকদের জন্য একচেটিয়া লাউঞ্জ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে, এটি আমাদের সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য একটি আনন্দদায়ক ব্যাঙ্কিং অভিজ্ঞতা তৈরির করে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা বাহিনী আইইডি সনাক্ত করে ধ্বংস করেছে

জম্মু, ২২ আগস্ট ঃ নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারিতে ব্যর্থ হল বড় সন্ত্রাসবাদী চক্রান্ত। সোমবার গভীর রাতে নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু কাশ্মীরের জাতীয় সড়কে আইইডি শনাক্ত করে ও তারপর সেটা ধ্বংসও করে। আইইডি উদ্ধারের পর ওই এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি রয়েছে ধরে নিয়ে পুরো জাতীয় সড়ক জুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অমরনাথ যাত্রার ক্ষতি করতেই এই আইইডি লাগিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা, বলে অনুমান পুলিশের। জানা গিয়েছে, এই আইইডি শনাক্ত করতে আরও তিন ঘণ্টা দেরি হলে জম্মুতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেত। নিরাপত্তা বাহিনী তার অভিযানের ফলে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করে তাকে নিরাপদে ধ্বংস করে। এ সময় জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। আইইডি উদ্ধারের পর ওই এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি রয়েছে ধরে নিয়ে পুরো জাতীয় সড়ক জুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। জম্মুর এসএসপি চন্দন কোহলি জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে প্রায় সাড়ে ১২ টা নাগাদ জম্মুর নাগরোটায় হাইওয়ের পাশে একটি সন্দেহজনক বস্তু দেখা যায়। সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেয়ে তদন্ত শুরু হয়। তারপর ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডাকা হয়। তদন্তের সময় সন্দেহজনক বস্তুটি একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বলে প্রমাণিত হয়। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (বিডিএস) ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে আইইডিটিকে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে। এরপর পুরো মহাসড়কে তল্লাশি চালিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর, মহাসড়কের নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

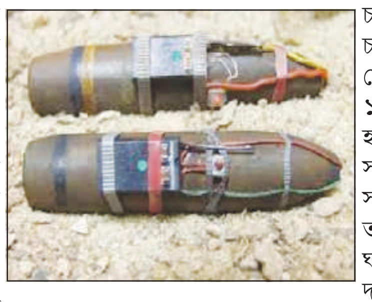

কমল সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৭০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,২৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

দুবাই আন্তর্জাতিক পরিদর্শন এর স্তর ২০ শতাংশ হারে বেড়েছে

কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃ পূর্ব- মহামারী পরে ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে দুবাই আন্তর্জাতিক পরিদর্শন স্তর ২০ শতাংশ হারে বেড়েছে। দুবাইয়ের অর্থনীতি ও পর্যটন বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, দেখা গিয়েছে যে দুবাই বিশ্বের সর্বাধিক দর্শনীয় গন্তব্য হওয়ার ক্রমাগত তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দুবাই জানুয়ারী থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৮.৫৫ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক পযটক কে স্বাগত জানিয়েছে, এটি এইচ১ ২০১৯ -এর ৮.৩৬ মিলিয়ন পূর্ব-মহামারীর পর্যটক পরিসংখ্যান কে ছাড়িয়ে গেছে। রেকর্ড এইচ১ প্রদর্শন দুবাই ইকোনমিক এজেন্ডা ডি৩৩ এর একত্রিত লক্ষ্যে হল দুবাই কে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি শহরের একটি শহরের হিসাবে মর্যাদা দেয়া। ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে দুবাইয়ের গড় হোটেলের দখল ৭৮ এটি বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। মহামান্য শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম, দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স এবং দুবাইয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বলেন ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে এটি অন্যতম। উজ্জ্বল স্পট শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী পর্যটন ক্ষেত্রেই নয় বরং বিস্তৃত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ।

আমেরিকার উদ্বেগ বাড়িয়ে ছক উত্তর কোরিয়ার

উত্তর কোরিয়া, ২২ আগস্ট ঃ উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম

জং উন সব সময়ই রহস্যে মোড়া। এবার তাঁর চোখ' পড়েছে মহাকাশে! সূত্রের খবর, আমেরিকার উপর নজরদারি চালাতে উপগ্রহ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে উত্তর কোরিয়া। মঙ্গলবার, জাপানের সংবাদ সংস্থা কিওডো জানিয়েছে, আগামী ২৪ থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে উত্তর কোরিয়া। আমেরিকা, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার গতিবিধির উপর নজরদারি চালাতেই কিমের এই পরিকল্পনা। এর আগেও গত মে মাসে কিমের দেশ মহাকাশে উপগ্রহ পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা বিফলে গিয়েছিল। উল্লেখ্য, গতকালই জাপান সাগরে মিসাইল ছুঁড়েছিল উত্তর কোরিয়া। রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে মাত দিতে শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, কৌশলগত দিক থেকেও পুরোপুরি তৈরি থাকতে এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরিক্ষা শুরু করেছেন এক নায়ক কিম। আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া জোটের সঙ্গে চিন ও উত্তর কোরিয়ার সংঘাত বহু দিনের। বিগতে কয়েকদিনে যা আরও তীব্র হয়েছে। ফলে দু'পক্ষের বিবাদে কার্যত বারুদের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আছে কোরীয় উপদ্বীপ। যে কোনও সময় বাজতে পারে যুদ্ধের ডঙ্কা। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল খুব শীঘ্রই আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে সামরিক মহড়া শুরু করবে। যার জেরে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকাই এখন একনায়ক কিমের লক্ষ্য। উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন অস্ত্র কারখানায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দ্রুত মিসাইল, যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন কিম। সমস্ত পরিস্থিতির উপর নিজেই তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন তিনি। এই আবহে প্রতিপক্ষকে মাত দিতে এবার মহাকাশের পথে পা বাড়ালেন একনায়ক কিম।

Name Change

I, AJIT KUMAR KARAK (old name) S/O LATE HAREKRISHNA KARAK Presently residing at Vill & PO- Dhanyagachhi, PS- Chandrakona, West Medinipore-721 201 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AJIT KARAK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/ 2023. AJIT KUMAR KARAK and AJIT KARAK both are same and one identical person.

Name Change

I, Shalu Bardia, W/o Late Naresh Bardia, R/o 85/2/3, A.N.Saha road, Sribhumi, Kolkata-700048, North 24 pgs. Solemnly declared that my actual and correct name is Shalu Bardia recorded in my Aadhaar and PAN card, but some other documents my name has been wrongly recorded as Shalu Jain. Now I want to correct and record my name as Shalu Bardia in all my documents and everywhere. Shalu Bardia and Shalu Jain both are same and one identical person. Vide affidavit sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 22-08-2023.

Name Change

I, NABANITA SAHA (old name) D/O NIRANJAN SAHA Presently residing at 103 1, GORAKHABASI ROAD, TOP FLOOR, TOWN HALL, AMRAKOJAN CLUB, NAGERBAZAR, DUMDUM, Barrackpore, 700028 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NABANITA DUTTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. NABANITA SAHA and NABANITA DUTTA both are same and one identical person.

Name Change

I, MARIYAM BEGUM (old name) C/O SEKH JAHANGIR Presently residing at VILL- DAKSHIN PURBA PARA Khanpur, Post – CHANDITALA, PIN-712-702, Dist-Hooghly West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MARIYAMNESA BEGAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. MARIYAM BEGUM and MARIYAMNESA BEGAM both are same and one identical person.

Name Change

I RAMESH CHAND MITTAL, S/O GIRDHARI LAL AGARWAL, R/O 112 SAINIK BASTI, NAGAUR, RAJASTHAN-341001, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH CHAND AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/08/2023. RAMESH CHAND MITTALAND RAMESH CHAND AGARWAL ALL ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, NEMAI CHANDRA DUTTA & NEMAI CH DUTTA (old name) S/O DURGAPADA DUTTA Presently residing at PARA MAHALLA MADINIPARA DAKSHIN (PARTLY), BEGUNBARI, PS- BELDANGA, MURSHIDABAD- 742133 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NIMAI CHANDRA DUTTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. NEMAI CHANDRA DUTTA & NEMAI CH DUTTA and NIMAI CHANDRA DUTTA all are same and one identical person.

Name Change

I MANJU MITTAL, W/O RAMESH CHAND AGARWAL, R/O 112 SAINIK BASTI,NAGAUR,RAJASTHAN-341001, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJU LATA MITTAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/ 08/2023.THAT MANJU MITTAL AND MANJU LATA MITTAL ALL ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I , Md Mohit @ Mohammad Mohit S/O - Sekh Mohammad Mohasin @ Md Mohasin resident of Barabalidanga, P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'SEKH MOHAMMAD MOHIT' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 21/08/2023

Name Change

I, NEPALI SADHUKHAN (old name) W/O MADAN SADHUKHAN Presently residing at Duttapulia, PO-Duttapulia, PS- Dhantala, Dist- Nadia, Pin-741504 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NILIMA SADHUKHAN SARKAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. NEPALI SADHUKHAN and NILIMA SADHUKHAN SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I , Md Mohasin @ Mohammad Mohasin S/O- Samshul Islam Sekh @ Samashul Islam Sekh @ Samsul Islam Sekh resident of Barabalidanga, P.O.-Sripally, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'SEKH MOHAMMAD MOHASIN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 21/08/2023

Name Change

I, PURBITA SAHA (old name) W/O KUNTAL PAUL Presently residing at West Bankim Pally, PO & PS- Madhyamgram, Dist- North 24 Parganas-700129 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PURBITA PAUL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. PURBITA SAHA and PURBITA PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, TANUJA BAGUM (old name) D/o ABDUL ROHIT HOSSAIN Presently residing at Block- 2, Flat-3C, Regent Enclave, VIP Road, Kaikhali, N. 24 Pgs.-700052 WB. India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TANUJA BEGUM, vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 22/08/2023. TANUJA BAGUM and TANUJA BEGUM both are the same and one identical person.

Name Change

I, SHAIKH BAADSHAH (old name) S/O BULGANIN SHEIKH Presently residing at Block-2, Flat-3C, Regent Enclave, VIP Road, Kaikhali, N. 24 Pgs.-700052 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAIKH BADSHAH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. SHAIKH BAADSHAH and SHAIKH BADSHAH both are same and one identical person.

Name Change

I, BASU DAS (old name) S/O PRANBALLABH DAS Presently residing at C/40, Jamunanagar, PO- Mukundapur, PS- Purba Jadavpur, Kolkata-700099 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BASUDEB DAS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. BASU DAS and BASUDEB DAS both are same and one identical person.

Separate sealed tenders are hereby invited by the undersigned for **NIT No-03 of 2023-24 of SLWSSD,** Dept. of UD & MA, for two nos. work at Baisakhi Abasan and Subhanna, Salt Lake. Last date of application-**28.08.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in Website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the UD & MA Department).

Sd/-
Sub Divisional Officer
Salt Lake Water Supply
Sub-Division

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত করলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২১ আগস্ট ঃ যাদবপুরের পর এবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলবার সকাল ৯ টা নাগাদ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক ডঃ দীপক কুমার রায়। তিনি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা করছেন। কিছুদিন কলা বিভাগের ডীন হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছেন দীপকবাবু। মঙ্গলবার সকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন ধরেই রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে স্থায়ী ভাবে কেউ ছিলেন না। এবং আড়াই মাস থেকে পদটি একদম ফাঁকা পড়েছিল। সোমবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস দীপকবাবুর সাথে ফোনে কথা বলেন, এবং সোমবারেই রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের নির্দেশ এসে পৌঁছায়। মঙ্গলবার সকালে অধ্যাপক ডঃ দীপক কুমার রায় এই দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেন। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হচ্ছে সেই সময়ে ফের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের উপাচার্য নিয়োগ যে নয়া মাত্রা যোগ করবে তা বলাই বাহুল্য। এদিন দায়িত্বভার গ্রহন করে দীপকবাবু জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দূরীকরণে কাজ করবেন তিনি।

বাড়াতে হবে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা, মদনপুর স্টেশনে রেল অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, ২১ আগস্ট ঃ লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে, এই দাবিতে শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখার মদনপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন নিত্যযাত্রীরা। শুধুমাত্র লোকাল ট্রেন বাড়ানোই নয়, নিত্যযাত্রীদের দাবি রয়েছে আরও বেশ কিছু দাবি। লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো-সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার সকাল ৭.৪০ মিনিট থেকে শিয়ালদহগামী রানাঘাট ডাউন মেমু লোকাল আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন নিত্য যাত্রীরা। বিক্ষোভকারী নিত্যযাত্রীদের অনেকেই বলেছেন, ৭.৪১-এর ডাউন মেমু লোকালের পরিবর্তে ১২ বগির ট্রেন চালাতে হবে। ৭.৪১-র ট্রেন বাতিল করে তার পরিবর্তে অন্য লোকাল ট্রেন দিতে হবে। এই দু'টি-সহ আরও কয়েকটি দাবিতে রেল অবরোধ করেন নিত্যযাত্রীরা। অবরোধের জেরে রানাঘাট-সহ একাধিক স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অফিস টাইমে নাকাল হতে হয় অন্য যাত্রীদের। এই বিষয়ে রেলের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

বগটুই গ্রামে বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ আগস্ট ঃ রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে লালন সেখের বাড়ির কাছে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। কে বা কারা একটি প্লাস্টিকের জারে কয়েকটি বোম মাটিতে পুঁতে রাখে তার তদন্তে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং গোটা এলাকা ঘিরে রাখে। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে ঘটনার তদন্তের জন্য। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ মার্চ রামপুরহাট বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় তৃণমূলের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। লালন শেখ তার ছায়াসঙ্গী ছিলেন। লালনের সামনেই খুন করা হয় ভাদুকে। এরপরেই খুনের বদলা নিতে বগটুই গ্রামের একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একটি বাড়িতেই পুড়িয়ে মারা হয় আটজনকে। পরে আরও দুই অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃত্যু হয়। গনহত্যা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ছিলেন লালন শেখ। তাকে ৪ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। আদালতের অনুমতি নিয়ে সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে বাথরুমের মধ্যে থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে সিআইডি। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে লালন শেখের মৃত্যুর তদন্ত হাতে নেয় সিবিআই। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাল্টা মামলা করা হয়। এরপরেই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফের সিবিআই কে তদন্তের ভার দেয় হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ পেয়ে এদিন প্রথম তদন্ত শুরু করে সিট।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে গাপ্পি মাছ ছাড়ল পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ারে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এক লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়ল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। এদিন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে শহরের ড্রেনে ১ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়ল। চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর বলেন, ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব রুখতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর মৎস্য দফতরের সহযোগিতায় শহরের বিভিন্ন ড্রেন যেখানে জল জমা থাকে সেখানে গাপ্পি মাছের পোনা ছাড়া হয়। এবছর ও শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গাপ্পি মাছের পোনা ছাড়া হল।

উত্তর পূর্ব রেল রেলের সম্পত্তির এবং অবৈধ পণ্য জব্দ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে

গোরক্ষপুর, ২২ আগস্ট: রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য জব্দ করা, সংরক্ষিত টিকিটের অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধ সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায়, ২০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং সরকারি রেলওয়ে পুলিশ, দেওরিয়ার যৌথ নজরদারির সময়, দেওরিয়া সদরের প্ল্যাটফর্ম নম্বর-১ থেকে যাত্রীদের পণ্য চুরিকারী দুষ্ট চোর, যাত্রীদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন চুরি করে। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রোটেকশন ফোর্স প্রয়াগরাজ রামবাগ, সিভিল পুলিশ ফাফামাউ এবং গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ, প্রয়াগরাজের যৌথ নজরদারি চলাকালীন, প্রয়াগরাজ রামবাগের প্ল্যাটফর্ম-৬ নম্বর থেকে যাত্রীদের মালামাল চুরিকারী দুই দুষ্ট চোর, যাত্রীদের কাছ থেকে ০৪টি মোবাইল, গহনা চুরি করে এবং নগদ টাকা সহ গ্রেফতার করা হয়। ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং সরকারি রেলওয়ে পুলিশ, ছাপড়ার যৌথ তদন্তের সময়, ট্রেন নম্বর-১৫০৪৭ থেকে যাত্রীর মোবাইল এবং গহনা চুরির ঘটনায়, একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার ঘটনাস্থলেই, যাত্রীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ওয়ান্টেড চোর, চোরাই মালামালসহ ছাপড়া থেকে গ্রেফতার। ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, সরকারী রেলওয়ে পুলিশ এবং সিভিল পুলিশ যৌথভাবে রেলওয়ের জমি এবং রসরা রেলস্টেশনের একটি দোকান থেকে অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে তার অফিসার এবং রেলওয়ের জমির অন্যান্য অবৈধ দখলদারদের কাছে হস্তান্তর করেছে ৫৫ টি অস্থায়ী নির্মাণ। মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য, ১৮ আগস্ট, ২০২৩, স্টেশন মাস্টার সীতাপুরের তথ্যে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী সীতাপুর ০৫, ০৪ এবং ০২ বছর বয়সী তিন শিশুকে ট্রেন নম্বর-১৫২৭৩ থেকে নামিয়ে তাদের পিতামাতার কাছে হস্তান্তর করে। ১৯ আগস্ট, ২০২৩-এ, নজরদারির সময়, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, বেনারস প্ল্যাটফর্ম নম্বর -১-এ একটি ০৮-বছর-বয়সী ছেলেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়েছিল, যাকে চাইল্ড লাইন বেনারসে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ১৯ আগস্ট, ২০২৩-এ, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, বারাণসী, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী দেওরিয়া সদরের তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেন নম্বর-১২৫৩০ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ পেয়েছিল এবং এটি দেওরিয়া সদর পোস্টে জমা দিয়েছিল, যা উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয়েছিল যাত্রীর.. ১৮ আগস্ট, ২০২৩-এ, স্টেশন মাস্টার, মাইরওয়া, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সিওয়ান ট্রেন নম্বর-১৪০০৬ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ উদ্ধার করে এবং সিওয়ান পোস্টে জমা করে, যা যাত্রীর উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাণসীর তথ্যের ভিত্তিতে, যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ রেল প্রোটেকশন ফোর্সের একটি পার্টি ট্রেন নম্বর-১২৩৩ থেকে উদ্ধার করে এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ পোস্টে জমা দেয়, যা তার ভাইয়ের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয় মহিলা যাত্রী।

হাতে প্ল্যাকাড নিয়ে সাংসদের দৃষ্টি আকর্শনের চেষ্টা দ্বাদশ শ্রেণীর প্রতিবন্ধী এক ছাত্রের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার নবদ্বীপ ব্লকের কানাই নগর এলাকায় সামাজিক অধিকারীতা শিবিরের আয়োজন করা হয় রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকারের উদ্যোগে। সেখানে শতাধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেখানেই অনুষ্ঠান চলাকালীন নজরে আসে সামনের চেয়ারে বসে শুভদীপ নাগ নামে এক দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াকে, জানা যায় তার বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুরের অজয় পল্লী এলাকায়। তার হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা স্যার আমি শিক্ষক হতে চাই, বড় হয়ে জগন্নাথ স্যারের মতো প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই,,, সে জানায় সে নিজেও প্রতিবন্ধী, তার বাড়ি থেকে স্কুল, সহ টিউশন সবটাই অনেকটা পথ দূরে বিগত দিনে সে একটা হুইল চেয়ার পেয়েছিল, সাংসদের কাছে সে এদিন আরও আবেদন রাখে তাকে যেন একটি ব্যাটারি চালিত গাড়িও দেওয়া হয়, যাতে তার যাতায়াতের সুবিধা হয়। তার বাবা প্রভাস নাগ, পেশায় মৃৎশিল্পী কারিগর। চোখের জল নিয়ে জানায় ছেলের কোমড়ের হাড় ভাঙ্গা, সে নিজেও একজন প্রতিবন্ধী, বহু কষ্টে ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, মানুষের মতো মানুষ করার জন্য। ছেলে নিজের উদ্যোম ইচ্ছে শক্তির জোরেই এখন দ্বাদশ শ্রেনীতে পড়ছে, ওর যাতায়াতের খুব অসুবিধা হয়, এখানে এই অনুষ্ঠানের কথা শুনে এসেছি যদি সাংসদ কিছু ব্যাবস্থা করে দেয়, ছেলে তো শিক্ষক হতে চায়, কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যা ঘটেছে বা যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে সেখানে কিভাবে সম্ভব, প্রশ্নের উত্তরে শুভদীপের বাবা কিছুটা হতাশা নিয়ে বলে এই পরিস্থিতিতে সবটাই এখন ছেলের কপালের ওপর নির্ভর করছে বলে কেঁদে ফেলে, সাংসদের নজরে শুভদীপ আসতেই, তার কাছে গিয়ে কথা বলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার, মাথায় স্নেহের হাত রেখে বলে তোমার স্বপ্ন পুরন হোক, পাশাপাশি শুভদীপের বাবাকেও সাহায্যের আশ্বাস দেয় সাংসদ জগন্নাথ সরকার।

যাদবপুর কান্ডের রেস কাটতে না কাটতেই বিশ্বভারতীতে র‍্যাগিং

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ আগস্ট ঃ যাদবপুরে ছাত্র র‍্যাগিংয়ের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার র‍্যাগিং এর অভিযোগ বিশ্বভারতীতে। অভিযোগ পেয়ে প্রোক্টরকে সাথে নিয়ে অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালান উপাচার্য। গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং ডেকে দুই অভিযুক্তকে হোস্টেল থেকে বহিস্কার করে বিশ্বভারতী। পরে আরেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে ওই ছাত্রদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই ব্যাপারে মুখ খোলে নি বিশ্বভারতী। তবে ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তিন অভিযুক্ত ছাত্র বিশ্বভারতীর ভাষা ভবনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তাদের মধ্যে দুজন ফ্রেঞ্চ ও একজন জার্মান ভাষার ছাত্র। নির্যাতিত ছাত্র ফ্রেঞ্চ ভাষার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং তাদেরই সহপাঠী। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন জন ছাত্র মিলে তাদেরই সহপাঠী কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, তার গায়ে থুতু ফেলে, মানসিক নির্যাতন করে। এমনকি ছাত্রটির মোবাইল জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচু বাংলো হোস্টেলের ওই তিন ছাত্রের নাম যথাক্রমে শুভ সরকার, অঙ্কিত কুমার এবং মনিশ কুমার। তাদের বিরুদ্ধেই হোস্টেলের অন্য এক আবাসিক ছাত্র র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ আনেন। মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্বভারতীর অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি দফায় দফায় বৈঠক করেন। বৈঠকে উপাচার্য ভবন অধ্যক্ষ, প্রোকটর উপস্থিত ছিলেন। তবে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এখনও ছাত্রদের বিরুদ্ধে পরবর্তী কি সিদ্ধান্ত হবে তা জানা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়েও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠলেও কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা প্রশংসনীয় বলেই মনে করছেন অনেকেই। জানা গেছে, নিগৃহীত ওই ছাত্র, সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ ইউজিসির অ্যান্টি র‍্যাগিং ফোরাম, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোকটর অফিসে মেল করে অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়েই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। রাতেই হস্টেল থেকে তিনজনকে বের করে পূর্বপল্লির গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাত ৮ টা নাগাদ ইউজিসির পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বিশ্বভারতী কে বলা হয়। র‍্যাগিং এর অভিযোগ পাওয়া মাত্রই রাতেই পূর্বপল্লী বয়েজ হোস্টেলে হানা দেয় খোদ উপাচার্য। সেই সময় অভিযুক্ত এক ছাত্র পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হাতেনাতে ধরেন উপাচার্য ও নিরাপত্তা রক্ষীরা। ওই সময় নিচু বাংলো বয়েজ হোস্টেলে অভিযুক্ত আরও এক ছাত্রকে ওই হোস্টেলে পাওয়া যায় তাকে পূর্বপল্লী হোস্টেলে আসার কারন জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর দিতে পারেননি সে। তাকে ও আটক করা হয়। এরপরই অভিযুক্ত তৃতীয় ছাত্রের খোঁজে নিচু বাংলো হোস্টেল হানা দেয় উপাচার্য। সেখানে অভিযুক্ত কে ঘরে না পেয়ে তার ঘরে দুটো তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ধৃত দুই ছাত্র কে হোস্টেল ঘর খালি করে তাদের বই পত্র জিনিস নিয়ে রাতেই সেন্ট্রাল অফিসে হাজির করা হয়। তাদের কে রাতেই মিটিং করে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করার কথা জানিয়ে দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পলাতক অপর এক ছাত্র কে রাতেই ধরে বিশ্বভারতী। ধৃত তিন ছাত্র কে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর পূর্ব পল্লী গেস্ট হাউসে রাখা হয়। একই সঙ্গে আজই তাদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়। অন্যদিকে এই ঘটনার পরেই বিশ্বভারতীর নানা হস্টেলও পরিদর্শন করা হয়। কোথাও কোনও র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটছে কি না সেগুলোও খতিয়ে দেখছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শান্তিনিকেতন থানায় এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বোর্ড গঠনের আগে ৪৮ ঘন্টা আগে স্বামীদের পাশে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা কংগ্রেসের দুই জয়ী প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ আগস্ট ঃ বোর্ড গঠনের ৪৮ ঘন্টা আগে নাটকীয় মোড়। কংগ্রেসের গোপন শিবির থেকে পালিয়ে গেল জয়ী দুই মহিলা প্রার্থী। প্রার্থীদের খোঁজে ঠিক যে মুহূর্তে কোর্টের দ্বারস্থ হল কংগ্রেস সেই সময় স্বামীদের পাশে দাঁড় করিয়ে সোশ্যাল মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দিলেন ওই দুই মহিলা প্রার্থী।সেই ভিডিও বার্তায় তারা অভিযোগ করেছেন ফলাফলের পরের দিন থেকে কংগ্রেস জোর করে গোপন শিবিরে আটকে রেখেছিল। পরিবারের কারোর সাথে যোগাযোগ রাখতে দিচ্ছিল না। শিবিরের মধ্যে দুর্ব্যবহার করা হতো। তাই তারা স্বেচ্ছায় পালিয়ে গেছে। এদিকে এই ভিডিও বার্তা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কংগ্রেসের অভিযোগ তৃণমূল তাদের প্রার্থীদের অপহরণ করেছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি ওই দুই প্রার্থী স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগদান করছে। প্রসঙ্গত চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মসনদ দখল নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে। কুড়ি আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে আটটি আসনে জিতেছে কংগ্রেস, ৭ টিতে তৃণমূল, ৩ টিতে বিজেপি এবং ২ টিতে সিপিএম। ফলাফল বেরোনোর পরের দিন থেকেই নিজেদের আটজন প্রার্থী এবং সিপিএমের দুই জয়ী প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে গোপন শিবিরে রেখেছিল কংগ্রেস। চলতি মাসের ১১ তারিখ কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল। পঞ্চায়েত দপ্তরের ভেতর ভোটাভুটি চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলার জেরে ভেস্তে যায় এই প্রক্রিয়া। তবে সেই দিনই কংগ্রেসের এক জয়ী প্রার্থী তৃণমূলে যোগ দেয় বলে তৃণমূল দাবি করে। বাকিদের নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব ফের গোপন শিবিরে চলে যায়। আগামী ২৪ তারিখ পুনরায় বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আর তার আগেই এবার বড় ধাক্কা খেলো কংগ্রেস। কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চন্ডীগাছি বুথের কংগ্রেসের দুই জয়ী প্রার্থী হেনা খাতুন এবং সাঞ্জিবা খাতুন কংগ্রেসের শিবির ছেড়ে তৃণমূলের শিবিরে চলে গেছেন। সেখান থেকেই নিজেদের স্বামীদের পাশে নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দেন ওই দুই প্রার্থী। ভিডিও বার্তা থেকে তারা দাবি করেন কংগ্রেসের শিবিরে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। পরিবারের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দিত না। ফোন ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের নিজস্ব মতামত রয়েছে। সেই মতামত শোনা হতো না। তাই আমরা স্বেচ্ছায় শিবির থেকে পালিয়ে গেছি। এই প্রসঙ্গে মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, ওই দুই প্রার্থী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করবে। পাল্টা চাঁচল ১ নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনজারুল হক জনির দাবি, আমাদের গোপন শিবির থেকে রবিবার সন্ধ্যে বেলা ওই দুই প্রার্থীকে অপহরণ করা হয়েছে। যেহেতু আমরা কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি তাই তৃণমূল এই সব নাটক করছে। আমরা এখনো গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের ব্যাপারে আশাবাদী। যদিও ওই দুই জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রচারে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ আগস্ট ঃ বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রচারে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পায়ে হেঁটে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রার্থী ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়ের প্রচার সারলেন তিনি। মঙ্গলবার সকাল থেকে জেলা জুড়েই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি চলছিল আর সেই বৃষ্টির অপেক্ষা করি তিনি দলীয় কর্মীদের নিয়ে একেবারে পায়ে হেঁটে অলিগলি চুষে বেড়ালেন। জানা গেছে গৌতম দেব এর আগেও ধূপগুড়ি পুরসভা কে একেবারে প্রচারে ঝড় তুলে ক্ষমতায় এনেছিলেন। আর তাই এবারও তৃণমূল গৌতম দেবকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মন জয় করতে নেমে পড়েছেন মাঠে।

লাটাগুড়িতে ওভারব্রিজ থেকে নীচে বাইক পড়ে মৃত্যু দু'জনের, জখম একজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়িতে ওভারব্রিজ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল বাইক আরোহী এক যুবক ও এক যুবতীর। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক যুবক, তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মঙ্গলবার ভোরে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের বিচাভাঙ্গা রেলওয়ে ক্রসিংয়ে রেললাইনের ওপর বাইক-সহ ওই তিনজনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁদের মধ্যে একজনের হাত- পায়ের নড়াচড়া দেখে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ঠিক কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা স্পষ্ট নয়। তবে স্থানীয়দের অনুমান, নির্মীয়মাণ রেলওয়ে ওভারব্রিজের কিছুটা কাজ অর্ধসমাপ্ত। সেটা বুঝতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারব্রিজ থেকে বাইক- সহ নীচে পড়ে যান তিনি আরোহী। তাঁদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ি। অন্যদিকে, মালদার ফারাক্কা সেতুতে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তবে, সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার ভোরে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা উঠে যায় সেতুর পাশের রেললাইনে। লরির ধাক্কায় ছিটকে গিয়েছে একটি মালবাহী ট্র্যাক্টরও। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। লরিটির চালক পলাতক।

মেধাবী পড়ুয়াদের সম্মান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কল্যাণ কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার ফুলবাড়িতে পুলিশ ব্যাটালিয়নে উত্তরবঙ্গের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আজ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুলিশ পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয় এবং তাদের পড়াশোনায় উৎসাহিতও করা হয়। মোট ৮৫ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কল্যাণ কমিটির সমন্বয়কারী বিজিতস্ব রাউত বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি শুরু করা হয়েছে। যারা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফলাফল করেছে তাদেরকেই এই বৃত্তি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, প্রথম ধাপে ৪ আগস্ট ব্যারাকপুরে দক্ষিণবঙ্গের পুলিশ পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দ্বিতীয় পর্বে উত্তরবঙ্গের পুলিশ পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী, ডিসিপি জয় টুডু, টেবিল টেনিস অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী মন্টু ঘোষ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকরা।

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল_জিএস_টিআরডি_১৯_২০২৩-২৪/কে/ তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ এফওবির সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজের গুরুত্বপূর্ণ উন্নীতকরণ এবং টিআরডি কাজের সহিত ভালুকা রোডে অন্য আনুষঙ্গিক কাজ (বৈদ্যুতিক/টিআরডি)। কাজের টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৬,৮৯,৮৪৫.৮৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৩,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল_জিএস_১০_২০২৩-২৪/কে/ তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ এফওবির সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজের গুরুত্বপূর্ণ উন্নীতকরণ এবং টিআরডি কাজের সহিত আজম নগরে অন্য আনুষঙ্গিক কাজ (বৈদ্যুতিক জেনারেল)। টেণ্ডার রাশিঃ ৯০,৮৫,৭৪৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮১,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভালুকা রোডে এফওবি সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_১৪_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল_জিএস_১৪_২০২৩-২৪, কাজের নামঃ "ভালুকা রোডে এফওবি সম্পর্কিত মেজর আপগ্রেডেশন বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ টিআরডি কাজ।" (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৯,৪০,৭৪২ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৯৮,৮০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/110/023/23-24/R
Name of the Work: **Repair of collapsed sewerage system from S-372 to S-385 in S Block B. P. Township in Ward No. 110.** Estimated Amount: **Rs. 2,86,076.08.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **08.09.2023 at 12 noon.** The tender will be opened on: **11.09.2023.** The bid forms and other details are available on and from **28.08.2023 (5 p.m.)** from website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/111/006/2023-2024/R (2nd Call)
Name of the Work: **Replacement of broken U.G. sewer at Bidhanpally from Premises No. 152 to 148 in Ward No. 111, Br.-XI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,04,274.84.** Earnest Money: **Rs. 2,200.00.** Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/114/020/23-24/R
Name of the Work: **Improvement of C. C. Road at Saradamoyee Lane from Durga Mandap to H/O Shyamal Bhattacharjee in Ward No. 114.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,66,588.58.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/114/025/23-24/R
Name of the Work: **Desilting of drainage system near back side of Jorabill Young Star Club and surrounding areas in Ward No. 114.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,236.17.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/016/2023-24/R
Name of the Work: **Maintenance of road by providing hot mix near 158, 21A/1 Santoshpur East Road in Ward No. 103.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,15,644.24.** Earnest Money: **Rs. 4,400.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **09.09.2023 at 12 noon [For Sl. No. 2 to 5].** The tender will be opened on: **11.09.2023 [For Sl. No. 2 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 (5 p.m.)** from website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 2 to 5].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/I/003/15/2023-2024
Name of the Work: **Improvement of I.P.S. Passages at 12F/1B, 21/H/130/9, 21/H/39/3, 21J/H/7, 21/H/41, 21/H/85, R. M. Road in Ward No. 3.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,806.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **02.09.2023 (upto 11 a.m.)** Tender will be opened on: **05.09.2023 (11 a.m.)** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil),Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/012/2023-2024/R
Name of the Work: **Improvement of sewer line at 19, Vidyasagar Street in Ward No. 38.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,40,352.93.** Earnest Money: **Rs. 6,820.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/013/2023-2024/R
Name of the Work: **Relaying of road side kerb and channel at Brindaban Mullick Lane, Fakir Chandra Mitra Street and others in Ward No. 38.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,43,156.18.** Earnest Money: **Rs. 2,900.00.** Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/014/2023-2024/R
Name of the Work: **Renovation of bathing platform at 155/H/18, 155/H/12, 147/H/19, 147/H/24, 113, 121, 123 Keshab Chandra Sen Street and others in Ward No. 38.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,22,180.27.** Earnest Money: **Rs. 4,450.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **02.09.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The tender will be opened on: **04.09.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer (Civil),Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/08/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Renovation of bustee privies at 32, 22, 21, 20, 24, 23J, 23K etc. Panchanantala Road in Ward No. 90.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,28,601.74.** Earnest Money: **Rs. 8,600.00.** Period of Completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/12/2023-2024/R
Name of the Work: **Painting of kerbs in different Roads in Ward No. 68.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,99,689.22.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/11/2023-2024/R
Name of the Work: **Construction of S.I.P, C.P and allied works at 24B Dr. Rajendra Road and other different places in Ward No. 70.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,47,322.30.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid : **08.09.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of tender: **11.09.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/10/2023-2024/R (2nd Call)
Name of the Work: **Raising of pit covers and gully pit covers and allied works at different places of Ward No. 68.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,49,438.21.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **150 days.** Last date and time of submission of bid: **09.09.2023 at 12 noon.** Date and time of opening of tender: **12.09.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (Civil),Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/IX/076/009/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Improvement of bustee sewer line from 45/H/6, Nazir Lane to 45, Nazir Lane etc. in Ward No. 76.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,98,996.01.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on: **07.09.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil),Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/132/005/23-24/E&H (1st Call)
Name of the Work: **Cleaning of water bodies near Premiss No. 128 B.N.Road, 23/12, M. D. Road, 1, P-111, S. M. Road, 1/1, 8, 51, 111, B. L. T. Road in Ward No. 132.** Estimated Amount (Including CESS): **Rs. 1,91,459.73.** Earnest Money: **Rs. 3,850.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **04.09.2023 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **07.09.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil),Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/021/2023-2024/R
Name of the Work: **Repairing works of passages (I.P./C.CON) in Satghara Lane and Bye Lane in Ward No. 140.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,69,531.57.** Earnest Money: **Rs. 9,400.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 at 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **07.09.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

620/23-24

সরাসরি এশিয়া কাপে ওডিআই অভিষেক!
এতটা আশা করেননি তিলক

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্টঃ এশিয়া কাপে ভারতীয় দলের সবচেয়ে বড় চমক তিলক ভার্মা। ওডিআই ফরম্যাটে এখনও ডেবিউ হয়নি তিলকের। এই ফরম্যাটে একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেললেও এশিয়া কাপে টিমে ডাক পেয়েছেন। হায়দরাবাদের বাঁ হাতি ব্যাটার নিজেকে এশিয়া কাপ টিমে দেখে চমকে গিয়েছেন। দেশের এই তরুণ ব্যাটিং সেনসেশন এশিয়া কাপে সুযোগ পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিলক জানিয়েছেন, তিনি কোনওদিনও স্বপ্নেও ভাবেননি যে সরাসরি এশিয়া কাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে ওডিআই অভিষেক হবে তাঁর। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের সূচনাতেই নজর কেড়েছেন তিলক। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরুর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এশিয়া কাপ টিমে ডাক পাওয়া তিলকের কাছে স্বপ্নের সমান। ২০২২ সালে উঠতি ক্রিকেটার হিসেবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে প্রবেশ তিলক ভার্মার। এই বাঁ হাতি ব্যাটার ২০২৩ সালের আইপিএলে মুম্বইয়ের মিডল অর্ডারের ভরসা হয়ে গিয়েছিলেন। আইপিএল শেষ হওয়ার পর রোহিত শর্মার প্রিয়পাত্র তিলককে জাতীয় দলের ডাক পেতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ক্যারিবিয়ান সফরে টি ২০ সিরিজে স্বপ্নের অভিষেক হয়েছে তিলকের। একটি হাফ সেঞ্চুরি, একটি অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংস-সহ পাঁচ ম্যাচে মোট ১৭৩ রান তোলেন। ক্যারিবিয়ান তাঁর পারফরম্যান্সে ক্রিকেট পন্ডিতরা মুগ্ধ। তাঁরা এশিয়া কাপে বার বার তিলককে দেখতে চেয়েছিলেন। টিম ম্যানেজমেন্টও এই তরুণ ব্যাটারকে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার দিয়েছে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে সুযোগ করে দিয়ে। আপ্লুত তিলক বলেছেন, ''সরাসরি এশিয়া কাপে জায়গা পাব বলে ভাবিনি। তাও আবার ওডিআই ফরম্যাটে। দেশের হয়ে ওডিআই ফরম্যাটে খেলার স্বপ্ন দেখে এসেছি বরাবর। কিন্তু এই সুযোগ আমার কাছে অনেক বড়। এসবের স্বপ্ন দেখতাম। সদ্য টি ২০তে অভিষেক হয়েছে। হঠাৎ করে পরের মাসেই এশিয়া কাপের জন্য ডাক পেলাম। এটাও আমার স্বপ্ন ছিল (এশিয়া কাপে খেলা)। আমি এর প্রস্তুতিতে লেগে পড়েছি।'' টি ২০-র মতো ওডিআইতেও ভালো পারফরম্যান্স করতে পারবেন বলে আত্মবিশ্বাসী তিলক। হায়দরাবাদের হয়ে লিস্ট এ ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন তিলক। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে রোহিত শর্মা তাঁর ক্যাপ্টেন। এশিয়া কাপে রোহিতের তত্ত্বাবধানে খেলবেন তিলক। আইপিএলে শুরুর দিকে কী বলে ক্যাপ্টেন তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিলেন সে কথা ফাঁস করেছেন তিলক। তিনি বলেন, ''সবসময় রোহিত ভাইয়ের সাহায্য পেয়েছি। আইপিএলের শুরুর দিকে সামান্য নার্ভাস ছিলাম। তখন তিনি আমার কাছে এসে বলেছিলেন, 'খেলাটাকে উপভোগ করো। যখনই মনে হবে কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে নির্দ্বিধায় এসো বা টেক্সট করো। তোমার জন্য সবসময় আছি।' যে কারণে আইপিএলে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছিলাম। এখন সব জায়গায় নিজেকে মেলে ধরছি। আমি প্রয়োজনে ওনার সঙ্গে কথা বলি। খেলাটিকে উপভোগ করার কথা বলেছিলেন। সেটাই করছি।'' মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ২৫টি ম্যাচে ৩৮.৯৫ গড়ে ৭৪০ রান করেছেন তিলক।

মহিতোষের গোলে জয় ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ কলকাতা লিগের শেষ ম্যাচে এরিয়ানের বিপক্ষে সহজ জয় তুলে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। জেসিন এবং আমনের গোলে লাল হলুদ হারিয়ে দিয়েছিল পুরনো দলকে। মঙ্গলবার অবশ্য নিজেদের মাঠে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ক্যালকাটা কাস্টমস দলের সঙ্গে লড়াই ছিল লাল হলুদ বাহিনীর। ইস্টবেঙ্গল সহজে জিতবে এমনটাই মনে হয়েছিল। কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে পৌঁছাতে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের দরকার আর মাত্র ৩ পয়েন্ট। ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষেই রয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও তাদের গ্রুপ থেকে সুপার সিক্সের লাইয়ে রয়েছে ভাবনীপুর, খিদিরপুর ও এরিয়ান। কিন্তু আজ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই পাল্লা দিয়ে লড়াই করছিল কাস্টমস। বিশ্বজিতের ছেলেরা প্রতিটা বলের জন্য চ্যালেঞ্জ করছিল লাল হলুদ ফুটবলারদের। ৮৬ মিনিটে বহু কাঙ্খিত গোল পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় পোস্টে জালে বল রাখলেন পরিবর্ত ফুটবলার মহিতোষ রায়। রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা যেন বাঁচলেন। কাস্টমস হেরে গেলেও এদিন শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাল। ১০জনেও ডিফেন্সিভ হয়নি বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ছেলেরা। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল সুপার সিক্স নিশ্চিত করল।

এশিয়া কাপে কি সাফল্য পাবে ভারত? নিশ্চিত নন স্টিমাচ!

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্টঃ বহু টালবাহানার পর এশিয়ান গেমসে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। কিন্তু সাফল্য কি পাবে ভারত? নিশ্চিত নন তিনি। এশিয়ান গেমসে অনূর্ধ্ব ২৩ ফর্ম্যাটে খেলতে হবে। গত দু'বছর দেশের অনূর্ধ্ব ২৩ টিম নিয়ে কাজও করেননি। তাই খানিকটা হলেও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ইগর স্টিমাচ। ভারতের কোচ সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিঙ্ঘানদের মতো সিনিয়রদের পাবেন। তাতেও যে পরিস্থিতি খুব একটা বদলাবে না, ভালোই জানেন। এশিয়ান গেমসে কঠিন টিমগুলোর মুখে পড়তে হবে। তার থেকে স্টিমাচ অনেক বেশি চিন্তায় নিজের টিম নিয়েই। কেন তিনি ভারতীয় টিম নিয়ে দুশ্চিন্তায়? স্টিমাচ রাখঢাক না করেই বলছেন, ''এশিয়ান গেমসে ভারত কত দূর যেতে পারে, তা বলা খুব কঠিন। তার কারণ অনূর্ধ্ব ২৩ টিম নিয়ে খেলতে হবে। মুশকিল হচ্ছে, এই টিমগুলো কেমন, তাদের শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কে যদি যাবতীয় তথ্য হাতে না থাকে তা হলে সমস্যা তো হবেই। আমার তো মনে হয় ভারত একমাত্র টিম, যারা অনূর্ধ্ব ২৩ পর্যায়ে একটা ম্যাচ গত দু'বছরে খেলেনি। হাতে এত কম সময়, তার মধ্যে কতটা তৈরি হতে

পারবে, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একটাই সুবিধা, এই পর্যায়ের অনেক ফুটবলারই সিনিয়র টিমে খেলছে। তাদের চিনি, জানি।'' এশিয়ান গেমসে ভারতের গ্রুপে রয়েছে চিন, বাংলাদেশ, মায়ানমার। প্রথম ম্যাচেই আয়োজক দেশ চিনের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। স্টিমাচের বক্তব্য, ''চিন গ্রুপের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খেলতে হবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ওরা অনেক সময় চমকে দেয়। চিনের বিরুদ্ধে আমাদের সেরাটা দিতে হবে। যাতে এশিয়ান গেমসের যাত্রাটা সহজ হয়।'' এশিয়ান গেমসের আগে আবার কিংস কাপে খেলবে ভারত। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে যা শুরু হবে। এই টুর্নামেন্টে সুনীল ছেত্রীকে পাওয়া যাবে না। তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। যে কারণে পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছেন সুনীল। কিংস কাপ এই বছর ভারতের প্রথম বিদেশের মাঠে টুর্নামেন্টে। তার আগে ঘরের মাঠে ভারতীয় টিম দারুণ পারফর্ম করেছে। ১৬ ম্যাচ অপরাজিত রয়েছেন সুনীলরা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে আবার ১০০র মধ্যে ঢুকে পড়েছে ভারত। ২০১৯ সালে এই কিংস কাপে ভারত ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। এ বার ইরাকের মতো শক্তিশালী এশিয়ান টিম রয়েছে। তাইল্যান্ড, লেবানন অন্য দুই টিম। কিংস কাপ যে কঠিন ঠাঁই ভারতের, ভালোই জানেন স্টিমাচ।

রাহুল-শ্রেয়সের ফিটনেস নিয়ে চিন্তা, চাহাল-অশ্বিন নেই কেন, অবাক মদনলাল

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্টঃ আপাতত এশিয়া কাপেই যত ফোকাস ভারতীয় টিমের। বিশ্বকাপের আগে মিডল অর্ডার সাজিয়ে নিতে হবে। ৪ ও ৫ নম্বর জায়গায় কারা ভরসা দিতে পারবেন, তাও দেখে নিতে চায় টিম ম্যানেজমেন্ট। এশিয়া কাপের জন্য সোমবারই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে দল। কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন অনেকেই। চোট থাকা সত্ত্বেও লোকেশ রাহুল টিমে জায়গা পেয়েছেন। এশিয়া কাপের প্রথম দুটো ম্যাচে তিনি নাও খেলতে পারেন। শ্রেয়স আইয়ার চোট থেকে বেরিয়ে এলেও কতটা ফিট, লম্বা ম্যাচ খেলার ধকল নিতে পারবেন কিনা, তাও জানা নেই। সূর্যকুমার যাদব ওয়ান ডে-তে একেবারেই ফর্মে নেই। তাও কেন টিমে সুযোগ পেলেন, এ নিয়েও প্রশ্ন করছেন কেউ কেউ। তার মধ্যেই ভারতের বিশ্বকাপজয়ী টিমের এক সদস্য এশিয়া কাপের টিম নিয়ে তুলে দিলেন বিতর্ক। এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাকআপ কিপার হিসেবে নেওয়া হয়েছে সঞ্জু স্যামসনকে। মদন লালের মতো প্রাক্তন স্পষ্ট বলছেন, ''মোটামুটি আমরা যে টিম প্রত্যাশা করছিলাম, এই দল অনেকটা সেই রকম। চিন্তার জায়গাটা হল ফিটনেস নিয়ে। রাহুল, শ্রেয়স কিন্তু অনেক দিন ম্যাচ খেলেনি। এশিয়া কাপ কিংবা বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে সরাসরি খেলা কিন্তু অন্য ব্যাপার। অনেক চাপ থাকবে। ১০০ শতাংশের বেশি ফিটনেস দরকার। আশা করি ওরা ফিট। তবে টিমে চাহাল, অশ্বিনদের না দেখে কিন্তু আমি অবাক হচয়ে গিয়েছি।'' রাহুল-শ্রেয়স যদি পারফর্ম করতে না পারেন, তার জন্য ভুগতে হয় টিমকে, তা হলে কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে রোহিত ও দ্রাবিড়কে।

অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স! দুরন্ত প্রজ্ঞানন্দকে দেখে বললেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ

বাকু, ২২ আগস্টঃ ইতিহাসের ঠিক একধাপ আগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতের তরুণ দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ফিডে বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠে পড়েছেন তিনি। সেমিফাইনালে হারিয়েছেন বিশ্বের তিন নম্বর দাবাড়ু ফাবিয়ানো কারুয়ানাকে। টাইব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়েছেন। আগামী বছরের ক্যান্ডিডেটসে যোগ্যতাও অর্জন করে ফেলেছেন প্রজ্ঞানন্দ। তার থেকেও বড় কথা হল, ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। একটা সময় বিশ্বনাথন আনন্দেরও উত্থান ছিল এ ভাবেই। আনন্দ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। প্রজ্ঞানন্দকে দেখে উচ্ছ্বসিত ভারতের কিংবদন্তি দাবাড়ু। বাকুতে বিশ্ব দাবায় শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে প্রজ্ঞানন্দ। কোয়ার্টার ফাইনালে অর্জুন এরিগাইসিকে সাডেনডেথে ৫-৪এ হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট জোগাড় করেছিলেন। তখনও কেউ ভাবেননি বিশ্ব দাবায় প্রজ্ঞানন্দের চমক দেখানোর আরও বাকি রয়েছে। চেন্নাইয়ের ছেলের ফাইনালে নামার আগে তাঁকে নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত বিশ্ব দাবা মহল। ফাইনালে ওঠার পর প্রজ্ঞানন্দকে নিয়ে আনন্দ টুইট করেছেন, 'ফাবিয়ানোকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে উঠে পড়ল প্রজ্ঞা। এ বার ম্যাগনাস কার্লসেনের মুখোমুখি নামবে। অসাধারণ পারফরম্যান্স।' এতেই শেষ নয়। বিশ্ব দাবা মহলে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। ১৮ বছরের তরুণকে বিস্ময়প্রতিভা বলে ধরা হচ্ছে। মেয়েদের দাবার প্রাক্তন এক নম্বর প্লেয়ার সুজান পোলগারও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভারতীয় প্রতিভাকে দেখে। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব দাবার ফাইনালে ওঠার জন্য অভিনন্দন প্রজ্ঞানন্দকে। এ বার ও ম্যাগনাসের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে। বিশ্বের ২ নম্বর প্লেয়ারকে প্লে-অফে হারিয়েছে। তার আগে বিশ্বের ৩ নম্বর হিকারুকে হারিয়েছে।' আনন্দের সাফল্য ভারতে দাবার জনপ্রিয়তা বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল। সারা দেশে দাবাকে ঘিরে কচিকাঁচাদের মধ্যে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। সেই পথে হেঁটেই প্রজ্ঞানন্দের মতো আর এক দাবাড়ুর জন্ম হয়েছে।

বন্য উদযাপনে সৌরভকেও ছাপিয়ে গেলেন জকোভিচ, ছিঁড়ে ফালাফালা জার্সি

সিনসিনাটি, ২২ আগস্টঃ প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল ধিকিধিকি করে। সুদে আসলে সবটা ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি। সিনসিনাটি মাস্টার্সের ফাইনালে সেই সুযোগ চলে আসে। উইম্বলডনের পর রাফায়েল নাদালের দেশের টেনিস সেনসেশন কার্লোস আলকারাজ ফের মুখোমুখি হন নোভাক জকোভিচের। প্রায় চার ঘণ্টার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হাঁটুর বয়সী আলকারাজকে হারিয়ে দেন। তারপর যে বন্য ভঙ্গিতে উদযাপন করলেন তাতেই বোঝা যাচ্ছিল, এমন একটা দিনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। ২০২৩ উইম্বলডনে ২৩তম গ্র্যান্ড

স্লামের মালিক জকোভিচকে হারিয়ে দেন আলকারাজ। এই হার শুধু জকোভিচের নিজের কাছেই নয়, টেনিস বিশ্বের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। মাস খানেকের বদলা পুরুষদের টেনিসে সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্লামের মালিকের। আলকারাজকে হারিয়ে জোকার প্রথমে কোর্টেই শুয়ে পড়েন। এরপর উঠে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলেন পরনের টি শার্ট। জোকারের অভিনব সেলিব্রেশন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। রবিবার সিনসিনাটি মাস্টার্সের ফাইনালে আলকারাজকে ৫-৭, ৭-৬ (৭), ৭-৬ (৪) সেটে হারিয়েছেন জকোভিচ। তৃতীয় বার সিনসিনাটি মাস্টার্স ওপেনের খেতাব জিতেছেন জকোভিচ। রেকর্ড ৩৯তম ১০০০ মাস্টার্স ট্রফি তাঁর। ২০২৩ সালের এই সিনসিনাটি মাস্টার্স জয়ের আগেই জকোভিচ পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন রাফায়েল নাদালকে। রাফার এটিপি মাস্টার্স ১০০০ ট্রফির সংখ্যা ৩৬টি। ১৯৯০ সালে এই সিরিজ শুরু হওয়ার পর তাঁরা দু'জনই কমপক্ষে ৩০টি করে ট্রফি জিতেছেন। চলতি বছরে জকোভিচের এটি চতুর্থ খেতাব জয়। ওপেন যুগে কেন রোজওয়ালকে ছাপিয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সী টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে সিনসিনাটি চ্যাম্পিয়ন হলেন জোকার।

'যে কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে ভারত', বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে গ্রেগ চ্যাপেল

সিডনি, ২২ আগস্টঃ ঘরের মাঠের সুবিধা থাকায় ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতই ফেভারিট দল ক্রিকেট পণ্ডিতদের কাছে। বিশ্বকাপের শেষ চারে ভারতকে রাখছেন সকলেই। জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ গ্রেগ চ্যাপেলও তার ব্যতিক্রম নন। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায় জড়িয়ে রয়েছে গ্রেগ চ্যাপেলের সঙ্গে। সেই বিতর্কিত কোচ বলে দিলেন, ঘরের মাঠে সবসময়ই 'বাঘ' ভারত। হোম সয়েলে যে কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত তাঁরা। ২০০5 থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে ভারতকে ঘরের মাঠে অন্য দলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেখেছেন। ড্রেসিংরুমে বসে ভারতের এই দাপট তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন বলে জানিয়েছেন চ্যাপেল। তাঁর মতে, এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপেও তার ব্যতিক্রম হবে না। রিভস্পোর্টজ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন কোচ বলেছেন, ''ঘরের মাঠে ভারতীয় দল সবসময়ই অসাধারণ। ড্রেসিংরুমে বসে সফরকারী দলকে নাকানিচোবানি খেতে দেখাটা বেশ উপভোগ্য ছিল। ভারতীয় দল ঘরের মাঠে ভীষণ স্বচ্ছন্দ এবং ওদের দিকে যে কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হোক তারা খুব সহজেই এর মোকাবিলা করতে পারে। এই বিশ্বকাপের যে কোনও ম্যাচে ভারতই ফেভারিট থাকবে। তাদেরকে টেনে ধরতে প্রতিপক্ষকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।'' ভারতীয় দলের প্রশংসা করলেও গ্রেগ মনে করেন, ভারতীয় কন্ডিশনে এখন আর কোনও রহস্য নেই। বিশ্বকাপে এশিয়ার দেশগুলি ভালো খেলবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলিও বিশেষ অসুবিধের মধ্যে পড়বে বলে মনে করছেন না তিনি। তিনি বলেছেন, ''আমার মনে হয় না অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের কাছে ভারত এখনও আগের মতো রহস্যময় আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তারা অনেকটা সময় ভারতে কাটায়। এই কন্ডিশনের সঙ্গে তারা পরিচিত। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররাও ভারতে অনেকটা সময় কাটিয়েছে।''

শিয়রে বিশ্বকাপ ট্রফি রেখে মেসিকে 'নকল' স্পেন তারকার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সেই ছবি নিশ্চিতভাবেই আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে ঠাঁই পেয়ে গেছে। শুধু আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাস কেন, বিশ্বকাপের ইতিহাসেও নয় কি! বিশ্বকাপ ট্রফি যে শিয়রে রেখে ঘুমানোর ইচ্ছা হতে পারে, গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর তা দেখিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। তাঁর আগে আর কেউ বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে এমন কিছু করেছিলেন কি না, সেটি গবেষণার বিষয়। তবে মেসি পথ দেখিয়ে দেওয়ায় অনেকেই যে সে পথে হাঁটবেন, সেটাও বোঝা গিয়েছিল। হেনি হেরমোসোর কথাই ধরুন। স্প্যানিশ এই স্ট্রাইকার মহিলা বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি শিয়রে রেখে ঘুমিয়েছেন। মেসির মতো হেরমোসোর এ ছবিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। বিশ্বকাপ ট্রফি শিয়রে রেখে ঘুমানোর ছবি নিজেই টুইট করেছেন হেরমোসা। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'সেরা স্বপ্নটাই...সত্যি হলো।' গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মেসির এমন একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরে একটি হোটেলে ঘুমাতে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা দল। মেসি ঘুমাতে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপ ট্রফি সঙ্গে নিয়ে। বিছানায় মাথার পাশে থাকা আরেকটি বালিশে 'শুইয়ে' রেখেছিলেন বিশ্বকাপ ট্রফিটি। সেই

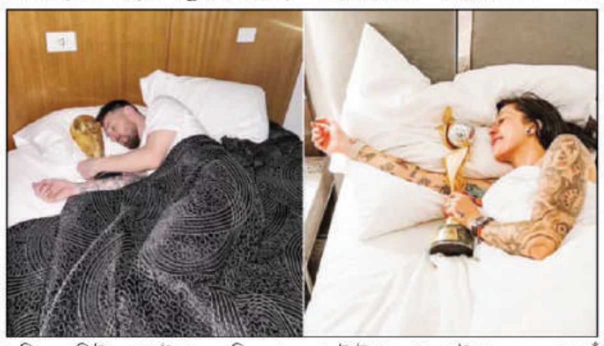

ছবি মেসিই পোস্ট করেছিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। হেরমোসো মেসিকে অনুকরণ করেই এমন ছবি প্রকাশ করেছেন। মজার ব্যাপার, হেরমোসোর ছবিটি দেখে মনে হয়েছে, তখন তিনি ঘুমে মগ্ন ছিলেন না। ছবিতে তাঁর মুখে আবছা হাসির ছাপ ছিল। অর্থাৎ, আন্দাজ করেই নেওয়া যায়, মেসিকে অনুকরণ করতেই ঘুমানোর ভান করে ছবিটি তুলেছেন স্পেন ফরোয়ার্ড। মেসির সেই ছবি এবং তাঁর ছবি পাশাপাশি রেখে ভালো করে খেয়াল করলে আরও একটি ব্যাপার নজর কাড়বে। সেই ছবিতে মেসি বাঁ হাত দিয়ে ট্রফিটি আগলে রেখে ডান হাতটা ট্রফির নিচ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। হেরমোসাও ঠিক সেটাই করার চেষ্টা করেছেন। বাঁ হাত দিয়ে ট্রফিটি ধরে ডান হাত ট্রফির নিচ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। স্পেন ও বার্সেলোনা মহিলা দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা হেরমোসার এই পোস্টে 'ভিউ' ২৩ লাখ ও লাইকসংখ্যা ৬৩ হাজার। মেসি তাঁর সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার পর তাতে লাইকসংখ্যা ৫ কোটি ৪৪ হাজার। ইনস্টাগ্রামে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ লাইক পাওয়া পোস্ট।

গাঁজা টেনে অলিম্পিকে যেতে না পারা সেই শা'কারি রিচার্ডসনই এখন বিশ্বের দ্রুততম মানবী

বুদাপেস্ট, ২২ আগস্টঃ উসাইন বোল্ট অবসর নিতেই যেন অবসান ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে জামাইকান রাজত্বের। ২০১৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের নিজের শেষ ১০০ মিটারটা অবশ্য জিততে পারেননি সর্বকালের দ্রুততম মানব। যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিন গ্যাটলিন ও ক্রিস্টিয়ান কোলম্যানের পেছনে থেকে তৃতীয় হয়েছিলেন বোল্ট। এরপর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের ১০০ মিটার মানেই যেন যুক্তরাষ্ট্রের দাপট। তবে শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইসরা মেয়েদের ১০০ মিটারে ধরে রেখেছিলেন জামাইকার আধিপত্য। এবার বুদাপেস্টেও ফেবারিট ছিলেন ফ্রেজার-প্রাইস ও শেরিকা জ্যাকসনরা। কিন্তু গতকাল রাতে সবাইকে চমকে দিয়ে বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানবী হয়ে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের শা'কারি রিচার্ডসন। সেই রিচার্ডসন, মাদক-বিতর্কে যার ক্যারিয়ার শঙ্কার মুখে পড়েছিল। দুবছর আগে গাঁজা টেনে মাদক পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার কারণে টোকিও অলিম্পিকের যুক্তরাষ্ট্র দল থেকে বাদ পড়েছিলেন রিচার্ডসন। এরপর গত বছর দেশের মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দলেও জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ট্রায়ালে খারাপ করে। সেই রিচার্ডসন কাল নয় নম্বর লেনে কী দৌড়টাই না দৌড়ালেন। ১০.৬৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে ফেবারিট দুই জামাইকানকে পেছনে ফেলে হয়ে গেলেন বিশ্বের দ্রুততম মানবী। ১০.৬৫

সেকেন্ড-বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে মেয়েদের ১০০ মিটারে নতুন রেকর্ড এটি। মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে এর চেয়ে কম সময় নিয়ে শেষ করেছেন মাত্র চারজন। ১০.৭২ সেকেন্ড সময় নিয়ে শেরিকা জ্যাকসন দ্বিতীয় ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠবার দ্রুততম মানবী হওয়ার স্বপ্ন দেখা ফ্রেজার-প্রাইস ১০.৭৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছেন তৃতীয়। ফাইনালের আগে শা'কারি রিচার্ডসন নিজেও জয়ের চিন্তা করেছেন কি না সন্দেহ! সেমিফাইনালটা যে ভাগ্যক্রমেই পেরিয়েছিলেন ২৩ বছর বয়সি স্প্রিন্টার। তিনটি সেমিফাইনাল থেকে শীর্ষ দুজন করে মোট ছয়জন সরাসরি ওঠেন ফাইনালে। বাকি দুজনকে বেছে নেওয়া হওয়া টাইমিংয়ের হিসেবে। নিজের দৌড়ে সেরা দুইয়ে থাকতে না পারা রিচার্ডসন সুযোগ পেয়েছেন সেই টাইমিংয়ের হিসেবেই (১০.৮৪ সেকেন্ড)। সেমিফাইনাল শেষ হওয়ার ৭০ মিনিট পরে সেই রিচার্ডসনই ইতিহাস হলেন। কোনওরকমে সেমিফাইনাল পাড় হওয়াতে চূড়ান্ত দৌড়ে নয় নম্বর লেনে জায়গা হয় রিচার্ডসনের। সবচেয়ে ডানের সেই লেন থেকেই ক্যারিয়ারের সেরা দৌড়টা দিলেন। সবার আগে সমাপ্তিরেখা পেরোনোর পর রিচার্ডসন যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কী করেছেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। এরপর বিস্ময়ে চোখ বড় করে মূক হয়ে রইলেন আরও কিছুক্ষণ। কী করবেন সেটিই যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর বিকট এক চিৎকার দিয়েই বাচ্চাদের মতো লাফাতে শুরু করে দিলেন। উজ্জ্বল রঙের নেলপালিশ রাঙানো নখ আর বাহারি চুলের মেয়ে এরপর সগর্বে ঘোষণা করলেন, ''আমি এখানে, আমিই চ্যাম্পিয়ন। আপনাদের সবাইকে তো আগেই বলেছিলাম। এটা প্রত্যাবর্তন নয়, আমি আগের চেয়ে আরও ভালো হয়েছি!'' দুবছর অলিম্পিকের ট্রায়ালে সেরা হয়েই যুক্তরাষ্ট্রের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। গাঁজা নেওয়ার ঘটনায় বাদ পড়তেও সময় লাগেনি রিচার্ডসনের। মাদক পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার পর ভুল স্বীকার করে নিয়ে রিচার্ডসন জানিয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুর পর বাজে বন্ধুদের জড়িয়েই সর্বনাশ করেছেন নিজের। গাঁজা যেহেতু পারফরম্যান্স-বর্ধক মাদক নয়, তাই সে সময়ে রিচার্ডসনের পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কও কম হয়নি। সেখান থেকে ফিরে এসে বিশ্বজয় করলেন শা'কারি রিচার্ডসন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501